মধ্য-লীলা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারামেতিপদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অর্থাংশূন্ অর্থরূপকিরণান্। উদয়াচলঃ উদয়পর্ব্বতঃ। ইতি॥ চক্রবর্ত্তী॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদসনাতনের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের যে একষট্টি রকম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের বর্ণনীয় বিষয়-সকলের যে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন—তৎসমস্ত মধ্যলীলার এই চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) আত্মারামেতি (আত্মারামাঃ-এই) পদ্যার্কস্য (শ্লোকরূপ সূর্য্যের) অর্থাংশূন্ (অর্থরূপ কিরণ) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) জগত্তমঃ (জগতের অজ্ঞানান্ধকার) জহার (হরণ করিয়াছেন), সঃ (সেই) চৈতন্যোদয়াচলঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়-পর্ব্বত) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। যিনি "আত্মারামাঃ"-ইত্যাদি শ্লোকরূপ সূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসমূহ প্রকাশ করিয়া জগতের (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার হরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়-পর্ব্বত (আমাদিগকে) রক্ষা করুন্। ১

আত্মারামাঃ-ইত্যাদি শ্লোকের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, আত্মারাম-মুনিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত সকলেই অহৈতুকীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন—যদি তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে ভক্তকৃপা, কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তির কৃপা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীপাদ-সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আত্মারাম-শ্লোকের বহুবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে আত্মারাম-শ্লোকটীকে সূর্য্যের সঙ্গে, তাহার অর্থসমূহকে কিরণের সঙ্গে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উদয়-গিরির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্য উদয়াচলে আরোহণ করিয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং তদ্দ্বারা জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে। আত্মারাম-শ্লোকটীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আরোহণ করিয়া (প্রভুর কৃপায়) স্বীয় অপূর্ব্ব অর্থসমূহ প্রকাশ করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা লোকের অজ্ঞান দূরীভূত করিয়াছিল। অথবা, উদয়াচল হইতেই যেমন সূর্য্যের কিরণসমূহ জগতে প্রকাশিত হইতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেই আত্মারাম-শ্লোকের অর্থসমূহ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। তাই অর্থ-সমূহকে কিরণের তুল্য, শ্লোকটীকে সূর্য্যের তুল্য এবং মহাপ্রভুকে উদয়াচলের তুল্য বলা হইয়াছে।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনতি করিয়া—॥ ২
পূর্ব্বে শুনিয়াছি—তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥ ৩

তথাহি শ্লোকঃ (ভাঃ ১।৭।১০)—
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ২

আশ্চর্য্য শুনিঞা মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥ ৪
প্রভু কহে—আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুল—তাহা সত্য করি মানে ॥ ৫
কিবা প্রলাপিলাম, কিছু নাহিক স্মরণে।
তেমোর সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৬
সহজে আমারে কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমাসভার সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৭
একাদশ-পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ ৮
'আত্মা'-শব্দে—ব্রহ্ম, দেহ, মন,যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত-অর্থপ্রাপ্তি ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পরিচ্ছেদে যে আত্মারাম-শ্লোকের প্রভুকৃত অর্থসমূহ প্রকাশিত হইবে, এই শ্লোকে গ্রন্থকার তাহারই ইঙ্গিত দিলেন এবং শ্লোকস্থ "অব্যাৎ"-শব্দ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশবিষয়ে গ্রন্থকার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। **উদয়াচলঃ**—উদয়-পর্ব্বত। **অর্ক**—সূর্য্য।

২। **তবে**—বিবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত তত্ত্বের স্ফুরণের নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে বর দেওয়ার পরে। **বিনতি**—বিনয়।

৩। প্রভু, তুমি নাকি বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা করিয়াছ।

এক শ্লোকের—নিম্নোদ্ধৃত "আত্মারামাঃ-ইত্যাদি শ্লোকের।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪। **উৎকণ্ঠিত** মন—ঐ ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে।

৫। সনাতনের কথা শুনিয়া প্রভু নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—আমি এক বাতুল (পাগল), সার্ব্বভৌম আর এক বাতুল। তাই আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা সার্ব্বভৌম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। **প্রলাপিলাম**—অর্থহীন বাক্য বলিয়াছি। ইহাও প্রভুর দৈন্যোক্তি। **সঙ্গ-বলে**—সঙ্গের প্রভাবে।

৭। **সহজে**—সাধারণতঃ, যখন একাকী থাকি তখন। **নাহি ভাসে**—প্রকাশ পায় না।

৮। **সুনির্ম্মল**—পরিষ্কার ; সুস্পষ্ট। **করে ঝলমল**—সুস্পষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ হয়।

একাদশ-পদ—আত্মারাম শ্লোকে মোট এগারটী পদ আছে ; ইহাদের প্রত্যেক পদেরই নানাবিধ অর্থ আছে ; প্রত্যেক অর্থই অতি সুস্পষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ (করে ঝলমল)।

শ্লোকের এগারটী পদ এই :—আত্মারামাঃ ; চ ; মুনয়ঃ ; নিগ্রন্থাঃ ; অপি ; উরুক্রমে ; কুর্ব্বন্তি ; অহৈতুকীং ; ভক্তিং ; ইত্থম্ভূতগুণঃ এবং হরিঃ।

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই এগারটী পদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করিতেছেন এবং ঐ ঐ অর্থের প্রতিপাদক প্রমাণও দেখাইতেছেন।

৯। প্রথমতঃ আত্মারাম-শব্দের অর্থ করিতেছেন। আত্মাতে রমণ করেন যাঁহারা, তাঁহারাই আত্মারাম। সুতরাং আত্মারাম-শব্দের অর্থ করিতে হইলে আগে আত্মা-শব্দের অর্থ বলা দরকার।

আত্মা-শব্দে—আত্মা-শব্দের সাতটী অর্থ—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাব। এই সাতটী অর্থের তাৎপর্য্য যথাস্থানে পয়ারে পরে বিবৃত করিয়াছেন।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ॥ ৩॥ ইতি

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন॥ ১০

মুন্যাদি-শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ, পাছে করাব মিলন॥ ১১

'মুনি'-শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতি আর ঋষি মুনি॥ ১২

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে—অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন॥ ১৩

মূর্খ-নীচ-ম্লেচ্ছ-আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন—আত্মা-শব্দের এই সাতটী অর্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১০। **এই সাতে রমে যেই**—আত্মা-শব্দের সাতটী অর্থে যে যে বস্তু বুঝায়, সেই সেই বস্তুতে যাহারা রমে—রমণ করে (আনন্দ অনুভব করে), তাহাদিগকে আত্মারাম বলে। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে আনন্দ অনুভব করেন, তিনি এক আত্মারাম; যিনি দেহে (দেহে বা দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে) আনন্দ অনুভব করেন, তিনি এক আত্মারাম; ইত্যাদি। **আগে**—পরে, ভবিষ্যতে। "আত্মারাম" বলিতে কাহাকে কাহাকে বুঝায়, তাহা পরে বলা হইবে।

১১। **মুন্যাদি**—আত্মারাম শব্দের দিগ্‌দর্শনরূপে অর্থ করা হইল। "মুনি" প্রভৃতি বাকী দশটী পদের অর্থ এখন করিতেছেন। **পৃথক্ পৃথক্** ইত্যাদি—পৃথক পৃথক ভাবে এগারটী পদের অর্থ করিয়া, পরে যে অর্থের সঙ্গে যে অর্থ খাটে, তাহা মিলাইয়া সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ করা হইবে।

১২। মুনি-শব্দের অর্থ করিতেছেন—**মুনি**-শব্দে মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি এবং ঋষিকে বুঝায়।

মনন-শীল—চিন্তাশীল। **মৌনী**—যিনি বাক্য সংযত করিয়াছেন। **তপস্বী**—তপস্যাপরায়ণ। **ব্রতী**—ব্রহ্মচর্য্যাদি-নিয়ম-পরায়ণ। **যতি**—সন্ন্যাসী।

১৩-১৪। এক্ষণে নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ করিতেছেন, দুই পয়ারে। নির্ (নাই) গ্রন্থ (গ্রন্থি, অবিদ্যাগ্রন্থি, মায়াবন্ধন) যাঁহার তিনি নির্গ্রন্থ; নির্গ্রন্থ শব্দের এইরূপ একটী অর্থ হইতে পারে। **অবিদ্যাগ্রন্থিহীন**—অবিদ্যার (মায়ার) গ্রন্থি (বন্ধন) হীন; মায়াবন্ধনশূন্য।

নির্গ্রন্থাঃ-শব্দে, অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য ও বিধি-নিষেধ-মূলক-শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে বুঝায়। অর্থাৎ যাহাদের মায়ার বন্ধন নাই, বা শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের পালন যাহারা করেন না, তাহারা নির্গ্রন্থ। শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য বলিয়া মূর্খ, নীচ ম্লেচ্ছ-আদি নির্গ্রন্থ। **শাস্ত্ররিক্ত**—শাস্ত্রশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য। **ধনসঞ্চয়ী**—নির্গ্রন্থ-পদে ধনসঞ্চয়ীকে (যে ধন সঞ্চয় করে, তাহাকেও) বুঝায়। আর যে নির্ধন (ধনহীন, দরিদ্র) তাহাকেও বুঝায়।

নির্ শব্দে "নিশ্চয়" এবং "নাই" দুইই বুঝায়। আর গ্রন্থ-শব্দে "শাস্ত্র" এবং "ধন" দুইই বুঝায়। তাহা হইলে নির্ (নাই) গ্রন্থ (শাস্ত্র বা শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, সে নির্গ্রন্থ—মূর্খ, ম্লেচ্ছ আদি। আর নির্ (নাই) গ্রন্থ (ধন) যাহার, সে নির্ধন। এবং নির্ শব্দের নিশ্চয়ার্থে, নির্ (নিশ্চিত আছে) গ্রন্থ (ধন) যাহার সে নির্গ্রন্থ—ধনসঞ্চয়ী।

এইরূপ অর্থের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি তত্রৈব—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ ॥ ৪

গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ ॥ ৫

'উরুক্রম'-শব্দে কহে—বড় যার ক্রম।

'ক্রম'-শব্দে কহে—পাদবিক্ষেপণ ॥ ১৫

শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ।

চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥ ১৬

তথাহি (ভাঃ ২।৭।৪০)—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ

যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।

চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতাত্রিপৃষ্ঠং

যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইদং ময়া সংক্ষেপেণোক্তং বিস্তারেণ বক্তুং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যাহ বিষ্ণোরিতি। পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি যো বিমমে বিগণিতবান্ তাদৃশোঽপি কো নু বিষ্ণোর্বীর্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য ? যো বিষ্ণুঃ ত্রিপৃষ্ঠং সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্ তস্য। কিমিতি চস্কম্ভ ? যস্মাৎ ত্রৈবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাতশূন্যেন স্বরহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যরূপং সদনমধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং কম্পয়ানং কম্পমানম্। কম্পেন যানং যস্যেতি বা। অতঃ কারণাচ্চস্কম্ভ। আত্রিপৃষ্ঠমিতি বা চেদঃ। সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রঃ—বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচংক্রমাণস্ত্রেধোরুগায় ত্বা বিষ্ণবে ইতি ; অস্যার্থং—বিষ্ণোর্নু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয় অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। নিশ্চয়, নিষ্ক্রম, নির্ম্মাণ এবং নিষেধ—এই কয় অর্থে নির্ (নিঃ) শব্দের প্রয়োগ হয়। ৪

নিষ্ক্রম—নির্গত হইয়া যাওয়া ; বাহির হইয়া যাওয়া।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। ধন, সন্দর্ভ (গূঢ়ার্থ-প্রকাশক, সারোক্তি সম্পন্ন বচনাদি ; শাস্ত্র) এবং বর্ণ-বিন্যাস—এই কয় অর্থে গ্রন্থ-শব্দের প্রয়োগ হয়। ৫

নির্-শব্দে যে "নিশ্চয়" এবং "নাই (প্রমাণ-শ্লোকের—নিষেধ)" বুঝাইতে পারে এবং গ্রন্থ-শব্দে যে **"শাস্ত্র"** এবং **"ধন"** বুঝাইতে পারে, তাহারই প্রমাণ উক্ত দুইটি শ্লোক।

১৫-১৬। উরুক্রম-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

উরু অর্থ—বড়, বৃহৎ, বেশী। আর **ক্রম**-শব্দের অর্থ—পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি এবং শক্তিদ্বারা আক্রমণ। তাহা হইলে **উরুক্রম**-শব্দের অর্থ হইল এই—উরু (বৃহৎ বা বড়) যাঁহার ক্রম (পাদবিক্ষেপাদি); পাদবিক্ষেপে, শক্তিতে, পরিপাটীতে, এবং যুক্তি-আদিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি উরুক্রম। উরুক্রম-শব্দের তাৎপর্য্য যে ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণে, পরবর্ত্তী শ্লোক ও ১৭-১৮ পয়ার হইতে বুঝা যাইবে।

"শক্তি, কম্প'-ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধস্থলে "শক্তি, কম্পযুক্ত, পরিপাটী, আক্রমণ"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

"চরণ-চালনে" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে পাদবিক্ষেপ-বিষয়ে উরুক্রমের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। **চরণ-চালনে**—পাদবিক্ষেপে। **কাঁপাইল ত্রিভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনকে কম্পিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণু যে স্বীয় পাদবিক্ষেপদ্বারা ত্রিভুবনকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নের শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যঃ কবিঃ (যে নিপুণব্যক্তি) পার্থিবানি রজাংসি অপি (পৃথিবীর পরমাণুসমূহকেও)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বীর্য্যাণি কিং প্রবোচং, কঃ প্রাবোচদিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবানি রজাংস্যপি বিমমে সোঽপি। যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচংক্রমাণঃ বিক্রমং ত্রি কুর্ব্বন্ উত্তরং লোকম্ অস্কম্ভয়ৎ অবষ্টব্ধবান্। কথম্ভূতম্? সধস্থম্। সহস্থ সধাদেশঃ। তিষ্ঠন্তীতি স্থাঃ। তত্রস্থৈর্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি॥ স্বামী॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিমমে (বিশেষরূপে—একটী একটী করিয়া—গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন), [তাদৃশঃ] (তাদৃশ) কতমঃ নু (কোনও ব্যক্তি কি) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) বীর্য্যগণনাং অর্হতি (বীর্য্যগণনায় সমর্থ হইতে পারে)? যঃ (যিনি—যে বিষ্ণু) অস্খলতা (স্খলনহীন—বাধাহীন) স্বরংহসা (স্বীয় বেগদ্বারা) ত্রিপৃষ্ঠং (সত্যলোককে) চস্কম্ভ (ধারণ করিয়াছিলেন)—যস্মাৎ (যাহা হইতে—যে বেগবশতঃ) ত্রিসাম্যসদনাৎ (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া—সত্যলোক পর্য্যন্ত) উরুকম্পয়ানং (অত্যধিকরূপে কম্পমান—হইয়াছিল)।

অনুবাদ। নারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিলেন—যাঁহার (পাদবিক্ষেপের) বেগে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত অত্যধিকরূপে কম্পিত হইয়াছিল এবং স্খলনরহিত স্বীয় পাদবিক্ষেপদ্বারাই যিনি তাদৃশরূপে কম্পমান সত্যলোককে ধারণ (স্থির) করিয়াছিলেন—যে নিপুণব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুসমূহকেও বিশেষরূপে (অর্থাৎ একটী একটী করিয়া) গণনা করিয়াছেন (অর্থাৎ গণনা করিতে সমর্থ), তাদৃশ কোনও ব্যক্তিও কি—সেই বিষ্ণুর বীর্য্যগণনায় সমর্থ হয়? (অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিও বিষ্ণুর বীর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে)। ৬

এই শ্লোকটী নিম্নলিখিত ঋক্-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনিমাত্রঃ—"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচংক্রমাণস্ত্রেধোরুগায় স্থা বিষ্ণবে ইতি॥"

এইশ্লোকে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলি যখন কুরুক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীবামনরূপী বিষ্ণু যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহপরিমাণের ত্রিপাদভূমি বলি-মহারাজের নিকট দান চাহিলেন॥ বলি-মহারাজ তাহাতে সম্মত হইয়া ভূমি দান করার উদ্দেশ্যে স্বীয় কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া যখন বামনদেবের হাতে দিলেন, তৎক্ষণাৎই বামনদেব দিব্য ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিলেন; তৎকালে তাঁহার পদে ভূমি, জঘনে নভোমণ্ডল, জানুযুগ্মে সত্য ও তপোলোক, উরুতে মেরু ও মন্দর, কটিদেশে বিশ্বদেবগণ, বস্তি ও মস্তকদেশে মরুদ্গণ, লিঙ্গদেশে মন্মথ, বৃষণে প্রজাপতি, কুক্ষিভাগে সপ্তসাগর, জঠরে সর্ব্বভুবন, ত্রিবলিতে নদীচয়, জঠরাভ্যন্তরে যজ্ঞ ও ইষ্টপূর্ত্তাদি যাবতীয় ক্রিয়া ও মন্ত্র, পৃষ্ঠদেশে বসুবর্গ, স্কন্ধে রুদ্রগণ, বাহুসমূহে সর্ব্বদিক্, করনিকরে অষ্টবসু, হৃদয়ে ব্রহ্মা, হৃদয়াস্থিতে বজ্র, উরোমধ্যে স্ত্রীসহস্র, মনে চন্দ্রমা, গ্রীবাদেশে দেবমাতা অদিতি, বলয়ে বিবধ বিদ্যা, মুখমণ্ডলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ, অধরৌষ্ঠে সর্ব্বসংস্কার ও ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষসহ সর্ব্বশাস্ত্র, ললাটে লক্ষ্মী, শ্রবণযুগলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিশ্বাসে মাতরিশ্বা, সর্ব্বসন্ধিতে সর্ব্বমরুৎ, দশনপংক্তিতে সর্ব্বসূক্ত, জিহ্বায় সরস্বতী দেবী, নয়নে চন্দ্র ও আদিত্য, পক্ষ্মশ্রেণীতে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রনিচয়, ভ্রূমধ্যে বিশাখা, রোমকূপে তারকারাজি এবং রোমনিবহে সর্ব্বমহর্ষি বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে একটী মাত্র পাদক্রমেই চরাচরসমেতা জগতীকে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয় পাদক্রমকালে চন্দ্র সেই বিরাট দেহের দক্ষিণে এবং সূর্য্য বাম ভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎপর, তৃতীয় পাদক্রমকালে অর্দ্ধ পাদক্রমেই স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোক আক্রমণ করিয়া অপর-অর্দ্ধপাদক্রমদ্বারা অম্বরদেশ সম্পূরিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বিষ্ণু বর্দ্ধিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডোদর আহত করিয়া নিরালোক স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বর হইতে বিশ্বব্যাপী অঙ্ঘ্রিদেশ (চরণ) প্রসারিত করিলে তাহাতে অণ্ডকটাহ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখনও তাঁহার তৃতীয় পাদক্রম সম্পূর্ণ হয় নাই। (বামনপুরাণ, ৭২ অধ্যায়)। এই ত্রিবিক্রমরূপে পাদবিক্ষেপ-কালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল;

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক—ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥১৭
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীতে সৃজন।
'উরুক্রম'-শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ১৮

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপে কম্পমান সত্যলোককেও তিনি স্বীয় পাদবিক্ষেপ দ্বারাই আবার স্থির করিয়াছিলেন; সত্যলোকাদির প্রকম্পনে তাঁহার পাদক্ষেপ কিঞ্চিৎ মাত্রও বিচলিত বা প্রতিহত হয় নাই; তাই বলা হইয়াছে—**অস্খলতা স্বরংহসা**—অপ্রতিহত (পাদক্ষেপ-) বেগদ্বারা তিনি অত্যধিকরূপে কম্পমান সত্যলোককে স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপ অচিন্ত্যনীয় প্রভাব যাঁহার—যিনি চক্ষুর নিমিষে বামনরূপকে উল্লিখিত ত্রিবিক্রমরূপে প্রকটিত করিলেন, যাঁহার দুইটী কি আড়াইটী মাত্র পাদক্ষেপেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া রহিল, তৃতীয় পাদক্ষেপ সম্পূর্ণ হইবার স্থান সঙ্কুলান ব্রহ্মাণ্ডে হইল না—সেই বিষ্ণুর মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? তাই, সংক্ষেপে শ্রীহরির বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—"শ্রীহরির মহিমা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করার শক্তি কাহারও নাই—এমন কি যিনি পৃথিবীর পরমাণুসমূহেরও সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ, তিনিও বিষ্ণুর বীর্য্যনির্ণয়ে অসমর্থ।"

"চরণচালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন"—এই পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭। এক্ষণে ক্রম-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন।

বিভুরূপে—সর্ব্বব্যাপকরূপে। ব্যাপকতা-শক্তিদ্বারা শ্রীবিষ্ণু অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত-ধামসমূহকে একাই যুগপৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এই ব্যাপকতা-শক্তি অপর কাহাতেও দেখা যায় না; সুতরাং এই শক্তিতে (ক্রমে) তিনি (উরু) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে তিনি উরুক্রম।

শক্ত্যে—শক্তিদ্বারা। শক্তি ত্রিবিধ—মাধুর্য্য-শক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি এবং মায়াশক্তি।

শক্ত্যে ধারণ পোষণ—মাধুর্য্য-শক্তিদ্বারা গোলোক (বৃন্দাবন) এবং ঐশ্বর্য্য-শক্তিদ্বারা পরব্যোমকে ধারণ এবং রক্ষা করিতেছেন। এই পয়ারে ক্রম-শব্দের শক্তি-অর্থ-জ্ঞাপক উদাহরণ দিয়াছেন।

গোলোক—গো-সমূহের লোক বা ধাম; এস্থলে গোপ-গোপী-আদিও সূচিত হইতেছে। সুতরাং এই স্থানে গোলোক অর্থ গোকুল।

১৮। এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধে মায়াশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন; পরিপাটীও দেখাইতেছেন।

মায়াশক্তি-দ্বারা যিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীব-সমূহ অত্যন্ত পরিপাটীর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার এই মায়াশক্তির মত শক্তি অপর কাহারও নাই; সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপ পরিপাটী প্রদর্শিত হইয়াছে, যাঁহার এইরূপ পরিপাটীর তুল্য পরিপাটীও অন্যত্র দৃষ্ট হয় না; সুতরাং যাঁহার এই মায়াশক্তি এবং পরিপাটী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ (উরু), তিনিই উরুক্রম (শ্রীকৃষ্ণ)।

উরুক্রম—উরু (অত্যধিক, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী) ক্রম (পাদক্ষেপ বা শক্তি বা পরিপাটী) যাঁহার, তিনি উরুক্রম; শ্রীবিষ্ণু।

ক্রম-শব্দের যে উক্তরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, নিম্নশ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্প—এই কয় অর্থে ক্রম-শব্দের প্রয়োগ হয়।

চালন—পদ-চালন; পাদক্ষেপ। **পূর্ব্ববর্ত্তী** ১৭-১৮ পয়ারে শক্তি-অর্থে, ১৮ পয়ারে পরিপাটী (সৃষ্টিকার্য্যের পরিপাটী -অর্থে, ৬ষ্ঠ শ্লোকে পাদক্ষেপ বা চালন-অর্থে এবং কম্প-অর্থেও (প্রকৃতি হইতে সত্যলোকের পর্য্যন্ত কম্পনে) ক্রম-শব্দের তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
'কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য' কহয়॥ ১৯

তথাহি পাণিনি (১।৩।৭২)—
সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাং ভ্বাদিপ্রকরণে,—

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ৮॥

'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এ তিন প্রকারে॥২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ "কুর্ব্বন্তি"-পদের অর্থ করিতেছেন। কৃ-ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালবাচক বহুবচনসূচক "অন্তি"-যোগ করিয়া "কুর্ব্বন্তি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। **কুর্ব্বন্তি** একটী ক্রিয়াপদ; ইহার অর্থ—"করেন"। **পরস্মৈপদ**—পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ, এই দুই ভাবে ধাতুরূপ সাধিত হয়। কৃ—ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদের অন্তি-প্রত্যয় যোগ করাতে "কুর্ব্বন্তি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃ-ধাতু উভয়পদী, ইহার উত্তর আত্মনেপদী প্রত্যয় "অন্তে" যুক্ত হইলে "কুর্ব্বতে" হইত। "কুর্ব্বন্তি" ও "কুর্ব্বতে" উভয় শব্দের অর্থ ই "করেন।" কিন্তু উভয়ের তাৎপর্য্যের পার্থক্য আছে। কার্য্যের ফল যদি কর্ত্তা নিজে ভোগ করেন, তবে কৃ-ধাতুর উত্তর আত্মনেপদী প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়; আর কার্য্যের ফল যদি অপরে ভোগ করেন, তাহা হইলে পরস্মৈপদী প্রত্যয় হয়। এস্থলে "কুর্ব্বন্তি" পদ পরস্মৈপদীতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যের ফল কর্ত্তার নিজের জন্য অভিপ্রেত নহে। কার্য্যটী "ভক্তি"—কর্ত্তা "আত্মারামাঃ—আত্মারামাঃ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি।" সুতরাং এই ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই অভিপ্রেত; ভক্তের নিজের সুখের জন্য নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

ক্রিয়ার ফল কর্ত্তার নিজের ভোগের জন্য অভিপ্রেত না হইলে যে পরস্মৈপদী প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, নিম্নশ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো।৮। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। স্বরিত (যজাদি)-ধাতু এবং ঞ-ইৎ যার এইরূপ (কৃ-প্রভৃতি)-ধাতু, আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ-এই উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। তত্তৎক্রিয়ার ফল যখন কর্ত্তার নিজের ভোগ্য হয়, তখন তত্তৎ-ধাতু, আত্মনেপদী হয়; আর যখন ঐ ক্রিয়ার ফল কর্ত্তা ভিন্ন অপর কাহারও জন্য অভিপ্রেত হয়, তখন উহা পরস্মৈপদী হয়। ৮।

স্বরিত এবং ঞিৎ এই দুইটী ব্যাকরণের পারিভাষিক-শব্দ। যজ্-প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে স্বরিত-ধাতু এবং কৃ-প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে ঞিৎ-ধাতু বলে। এই দুই রকমের ধাতু উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। যজ্-ধাতুর অর্থ যজন; কৃ-ধাতুর অর্থ—করা। যজ্-ধাতু ও কৃ-ধাতুর আত্মনেপদীতে বর্ত্তমানকালে তৃতীয়পুরুষের একবচনে রূপ হইবে যথাক্রমে "যজতে" ও "কুরুতে।" "রামঃ দেবং যজতে পাকং চ কুরুতে"—এই বাক্যে ক্রিয়া-দুইটীর আত্মনেপদীতে প্রয়োগ হইয়াছে; বাক্যটীর অর্থ এই:—"রাম দেবতার যজন করে এবং পাক করে"; আত্মনেপদী ক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে—দেবতাযজনের ফল রাম নিজেই পাইতে চায়; আর পাকও করে নিজে খাওয়ার নিমিত্ত। উক্ত ধাতু দুইটীর পরস্মৈপদীতে রূপ হইবে—"যজতি" এবং "করোতি।" রামঃ দেবং যজতি পাকং চ করোতি—এই বাক্যের অর্থও—রাম দেবতার যজন করে এবং পাক করে। কিন্তু পরস্মৈপদী ক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে—যজনের ফল রাম নিজে চায় না, দেবতার প্রীতির জন্যই যজন; আর পাকও করে—রামের নিজের জন্য নহে, অপরের জন্য।

২০। এক্ষণে "অহৈতুকী"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। হেতু নাই যাহাতে, (যে ভক্তির), তাহাই অহৈতুকী। সুতরাং অহৈতুকী-শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে আগে 'হেতু'-শব্দের অর্থ জানা দরকার। তাই এই পয়ারে "হেতু"-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

হেতু অর্থ—প্রবর্ত্তক কারণ; যে উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করা হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের হেতু। স্বর্গ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যদি ভজন করা হয়, তাহা হইলে ঐ ভজনের হেতু হইল স্বর্গপ্রাপ্তি। যাঁহারা হেতু-মূলে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণতঃ তিনটী দেখা যায়—ভুক্তি, সিদ্ধি এবং মুক্তি। এই তিনটী হেতুর তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী পয়ারে

এক 'ভুক্তি' কহে—ভোগ অনন্ত প্রকার। | 'সিদ্ধি অষ্টাদশ', 'মুক্তি' পঞ্চপরকার॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়াছেন। **ভুক্তি আদি**—ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতি। **বাঞ্ছান্তরে**—অন্য বাসনা; শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য বাসনা। **মুখ্য এতিন প্রকার**—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য যে সকল বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে সাধন করে, তাহাদের মধ্যে, ভুক্তি, সিদ্ধি এবং মুক্তি এই তিনটীর বাসনাই মুখ্য।

২১। ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তির তাৎপর্য্য বলিতেছেন। **ভুক্তি**—ভোগ; নিজের ভোগ; স্ব-সুখার্থ ভোগ, বিষয়-সম্পত্তি-সুখস্বচ্ছন্দতাদি ইহকালের ভোগ এবং স্বর্গসুখাদি পরকালের ভোগ।

সিদ্ধি অষ্টাদশ—সিদ্ধি আঠার রকমের; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, কামাবশায়িতা, ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনোজব, কামরূপতা, পরকায়প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়া-প্রাপ্তি, সঙ্কল্পানুরূপ-সিদ্ধি এবং অপ্রতিহতাজ্ঞা। প্রথম আটটী ভগবদাশ্রিত; পরের দশটী সত্ত্বগুণের কার্য্য। অণিমা, লঘিমা ও মহিমা এই তিনটী দেহের সিদ্ধি।

অণিমাতে দেহকে অণুর মত এত ক্ষুদ্র করা যায় যে, শিলার মধ্যেও প্রবেশ করা যায়। আর মহিমাতে দেহকে পর্ব্বতের মত বড়ও করা যায়। লঘিমাতে দেহ এত হাল্‌কা হয় যে, সূর্য্যের রশ্মি ধরিয়াও উপরে উঠা যায়। প্রাপ্তিতে সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সম্বন্ধ জন্মে; সুতরাং ইন্দ্রিয়কে যখন যেভাবে ইচ্ছা চালাইতে পারা যায়; প্রাপ্তি-সিদ্ধিলাভ হইলে অঙ্গুলিদ্বারা চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায়। প্রকাম্যে—শ্রুত, দৃষ্ট এবং দর্শনযোগ্য বিষয়ে ভোগ ও দর্শনের সামর্থ্য জন্মে। ঈশিতায় অন্যজীবের মধ্যে নিজের শক্তিসঞ্চার করা যায়। বশিতায় ভোগ-বিষয়ে সঙ্গ-হীনতা জন্মে। কামাবশায়িতায়, যাহা যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহা তাহাই চরমসীমা পর্য্যন্ত করা যায়; যেমন দগ্ধবীজের অঙ্কুরোৎপাদন। মনোজবে—মনের মত দ্রুত-গতিতে দেহকে চালান যায়। কামরূপতায়—অভিলষিত রূপ ধারণ করা যায়। পরকায় প্রবেশ—পরের শরীরে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে প্রবেশ করান। দেবক্রীড়া-প্রাপ্তিতে—দেবতাদিগের ন্যায় অপ্সরোদিগের সহিত ক্রীড়া করা যায়। সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধিতে সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপ্রতিহতাজ্ঞাতে—আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত থাকে। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৫শ অঃ দ্রষ্টব্য।

মুক্তি—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সার্ষ্টি—উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করা। সারূপ্য—উপাস্যদেবের সমান রূপ পাওয়া, যেমন নারায়ণের উপাসকের পক্ষে চতুর্ভুজত্ব লাভ করা। সালোক্য—উপাস্যদেবের সঙ্গে একই লোকে বা ধামে বাস করা; যেমন শিবের উপাসক শিবলোকে, বিষ্ণুর উপাসক বিষ্ণুলোকে, ইত্যাদি। সামীপ্য—উপাস্যের নিকটে পার্ষদরূপে থাকা। সাযুজ্য—উপাস্যের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া। সাযুজ্য আবার দুই রকমের; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য, এবং সবিশেষ-সাকার স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীব, পূর্ব্বের ভক্তিবাসনা থাকিলে, ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্রদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে পারেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥" সাকার-স্বরূপে সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবের স্বতন্ত্র দেহধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সম্ভব নহে। এজন্যই "ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার॥ ২।৬।২৪২॥"

প্রথম চারি রকমের মুক্তি আবার সাধকের অভিপ্রায়ানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; সেবাশূন্যা ও সেবাযুক্তা। যাঁহারা কেবল সারূপ্যাদি পাইয়াই সন্তুষ্ট, সারূপ্যাদির সঙ্গে উপাস্যের সেবা চাহেন না—তাঁহাদের মুক্তি সেবাশূন্যা, স্বসুখ-বাসনামূলা। আর যাঁহারা সারূপ্যাদি মুক্তিও চাহেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যদেবের সেবাও চাহেন, তাঁহাদের মুক্তি সেবাযুক্তা, প্রেমযুক্তা।

সেবাশূন্যা মুক্তি ভক্ত কামনা করেন না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" সাযুজ্যমুক্তিকে ভক্ত নরক অপেক্ষাও হেয় মনে করেন; কারণ, তাহাতে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হইয়া যায়।

এই যাহাঁ নাহি, তাহাঁ ভক্তি অহৈতুকী। | যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

২২। **এই যাহা নাই**—ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তি-আদির কামনা যে ভক্তির প্রবর্ত্তক নহে, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। যে ভক্তির প্রবর্ত্তক ভুক্তি-মুক্তি-আদি নিজের ভোগ্য বস্তু নহে, পরন্তু যে ভক্তির প্রবর্ত্তক কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখকামনা, তাহাই অহৈতুকী-ভক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির প্রবর্ত্তক যে কৃষ্ণসুখ-কামনা, তাহাইতো ঐ ভক্তির হেতু হইল, সুতরাং তাহা কিরূপে অহৈতুকী হইল? উত্তর—অহৈতুকী-ভক্তিতেও কৃষ্ণ-সুখ-কামনারূপ হেতু আছে সত্য; কিন্তু ঐ হেতুরূপ কৃষ্ণসুখ-কামনাও ভক্তিই—ইহা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে; সুতরাং ঐ ভক্তির হেতুও ভক্তি হওয়ায় তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলা হইয়াছে। সাধ্য বা প্রবর্ত্তক-হেতু যে স্থলে সাধন বা ভজন হইতে পৃথক্, সে স্থলেই সাধন-ভক্তিকে সহৈতুকী বলে। অহৈতুকী ভক্তিতে সাধ্য ও সাধন একজাতীয়।

যাহা হইতে ইত্যাদি—অহৈতুকী ভক্তিতেই স্বয়ং স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। যে স্থলে কোনও প্রতিদান চলে না, সে স্থলে বশ্যতা। আর যে স্থানে প্রতিদান চলে, সেখানে প্রতিদান দেওয়া হইলেই বশ্যতা দূর হয়। গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তাকে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ ১৪।১৮॥" সুতরাং যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের ভজন পূর্ণ হইলে, তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি-আদি দিয়া থাকেন; এবং এইরূপে ভুক্তি-মুক্তি-আদি দেওয়া হইলেই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের দেনা-পাওনা শোধবাদ হইয়া যায়॥ তখনই কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে অঋণী হইয়া যান। কিন্তু যাঁহারা চাহেন কেবল কৃষ্ণের সুখ, তাঁহাদের ভজনের প্রতিদানে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কিছুই দিতে পারেন না। তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা ব্যতীত ভোগ-সুখাদি অন্য কিছু দিলেও তাঁহারা নিবেন না। আর তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা দিলেও, তাহা কৃষ্ণই পায়েন, তাঁহারা স্বতন্ত্র-ভাবে পায়েন না। কারণ, তাঁহারা চাহেন কৃষ্ণ-সেবা; তাহা যদি তিনি দেন, তবে ঐ সেবা-টুকু কৃষ্ণ নিজেই পাইবেন। তাহাতে তাঁহাদের ভজনের প্রতিদান তো হয়-ই না, আরও বরং তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে কৃষ্ণের বশ্যতার হেতুই বৃদ্ধি পায়। এজন্যই—বলা হইয়াছে, কৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন।

কৌতুকী—শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুকী বলার তাৎপর্য্য কি? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-শক্তি-সম্পন্ন, স্বতন্ত্র, ভগবান্; তিনি নিজে বশ্যতা স্বীকার না করিলে কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। তত্ত্বতঃ ভক্তের শক্তি কৃষ্ণের শক্তি অপেক্ষা বড় নহে। তথাপি তিনি ইচ্ছা করিয়া ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন কেন? ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী; কৌতুক করিয়াই তিনি ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; তিনি আনন্দ-স্বরূপ, আনন্দং ব্রহ্ম। তাঁহার আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই হ্লাদিনী; এই হ্লাদিনী-শক্তিও তাঁহারই। এই শক্তি দ্বারা তিনি সকলকে আনন্দিত করেন এবং নিজেও আনন্দ-আস্বাদন করেন। "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন;" তিনি নিজে আনন্দরূপ হইয়াও যে আনন্দ আস্বাদনের জন্য তাহার স্পৃহা, ইহাই তাঁহার কৌতুক—ইহাই তাঁহার লীলা।

ভগবানের আনন্দ দুই রকমের—স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আবার দুই রকমের—মানসানন্দ এবং ঐশ্বর্য্যানন্দ। ঐশ্বর্য্যানন্দ এবং মানসানন্দের মধ্যে মানসানন্দই শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ আনন্দস্বরূপ বলিয়া শক্তির বিশেষ-ক্রিয়াব্যতীতও তাঁহার একটা আনন্দ আছে। যেমন নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-স্বরূপ; তাঁহাতে শক্তির বিশেষ ক্রিয়া নাই; শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি নাই; সুতরাং শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তিজনিত যে আনন্দ, তাহা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপের নাই; তথাপি এই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দ বলিয়া তাঁহাতে একটা আনন্দ আছে; ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপানন্দ। হ্লাদিনী-শক্তিই আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, সুতরাং যে স্থলে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হ্লাদিনী যত বেশী বৈচিত্রী ধারণের সুযোগ বা অবকাশ পায়, সেস্থানে আনন্দেরও তত বেশী বৈচিত্রী দৃষ্ট হয়। হ্লাদিনী ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া হ্লাদিনীর বৈচিত্রীজনিত আনন্দকে স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ বলে। পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামের ঐশ্বর্য্যাদিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। ১।৪।৫৫-পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তিনটীই ন্যূনাধিকরূপে একত্র বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি যখন ঐশ্বর্য্যরূপে বৈচিত্রী ধারণ করে, তখন হ্লাদিনীও তন্মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে; ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হ্লাদিনী শক্তির এই যে বৈচিত্রী, তাহাই ঐশ্বর্য্যানন্দ। কিন্তু বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া হ্লাদিনী ঐশ্বর্য্য-শক্তিদ্বারা প্রতিহত হয় এবং প্রতিহত হয় বলিয়াই হ্লাদিনী তত্তৎ-ধামে যথাসম্ভব বৈচিত্রীর আতিশয্য ধারণ করিতে পারে না। যাহাহউক, হ্লাদিনী বিবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিবিধ আনন্দরূপে পরিণত হয় এবং হ্লাদিনী আবার এই সকল আনন্দ ভগবান্‌কে এবং ভক্তকে আস্বাদন করায়। এস্থলে আমাদের আলোচ্য হইতেছে—ভগবানের আনন্দ; ভগবান্ যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—ভগবানের অনুভবযোগ্য আনন্দস্বরূপে হ্লাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা কি ভগবানের মধ্যে, না কি তাঁহার বাহিরের ভক্তের মধ্যে? ভক্তের মধ্যেই যদি হয়, তাহা হইলে ভগবানে নিত্য অবস্থিত স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী ভক্তের মধ্যে যায় কিরূপে? উত্তর এই- শক্তির ক্রিয়ায় হ্লাদিনী ভগবানের মধ্যেও বৈচিত্রী ধারণ করে এবং ভগবান্‌কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তহৃদয়েও বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে। আনন্দ-আস্বাদনের নিমিত্ত পরম-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই হ্লাদিনী-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোনও বৃত্তিকে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; এইরূপে সঞ্চারিত হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিই ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরম-আস্বাদ্যতা লাভ করিয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫॥" ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে স্থিত বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বায়ুর গুণ শব্দ; মুখ গহ্বরস্থ বায়ু নানাভঙ্গিতে মুখ হইতে বহির্গত হইলে নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে। এসমস্ত শব্দেরও একটা মাধুর্য্য আছে; কিন্তু সেই বায়ু যদি মুখ হইতে বাহির হইয়া বংশীরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহাহইলে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় শব্দের উদ্ভব হয়, যদ্দ্বারা শ্রোতা এবং বংশীবাদক নিজেও মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তদ্রূপ, ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপে অপেক্ষা ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনীর বৈচিত্রী-ধারণের সুযোগ এবং অবকাশ বেশী। হ্লাদিনী ভক্তহৃদয়েই সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে এবং ভক্তহৃদয়ে হ্লাদিনী যে সকল আনন্দ-বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহার আস্বাদনেই ভগবানের সমধিক কৌতূহল। নির্ব্বিশেষব্রহ্মে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া—করুণা, ভক্তবাৎসল্যাদি নাই; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ভক্তও নাই। তাই তাঁহার পক্ষে হ্লাদিনীর বৈচিত্রীময় আনন্দের অভাব। বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধামে শক্তির বিকাশ আছে, তত্তৎ-ধামাধিপতিতে করুণাদির বিকাশও আছে, তাঁহাদের পার্ষদভক্তও আছেন; এই পার্ষদ-ভক্তদের হৃদয়ে হ্লাদিনী বৈচিত্রী ধারণও করিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় বলিয়া—তাঁহাদের হৃদয়স্থিত হ্লাদিনী ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিহত হয়; তাই তাঁহাদের মধ্যে হ্লাদিনীর বৈচিত্রী পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এইরূপে ঐশ্বর্য্য-দ্বারা প্রতিহত হ্লাদিনীর বৈচিত্রীজনিত যে আনন্দ, তাহাই ঐশ্বর্য্যানন্দ। স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ইহাতে আস্বাদন-চমৎ-কারিতা অনেক বেশী হইলেও আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা নাই। বৃন্দাবনাদি শুদ্ধমাধুর্য্যময় ধামে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য—ঐশ্বর্য্যাদি মাধুর্য্যের অনুগত; এস্থলে ঐশ্বর্য্য-শক্তি মাধুর্য্যকে—হ্লাদিনীকে—প্রতিহত করিবার

'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার—।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার ॥ ২৩

রতিলক্ষণা-প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণারূপা আর ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চেষ্টাও করিতে পারে না, বরং নিজেই মাধুর্য্যকর্ত্তৃক কবলিত হইয়া মাধুর্য্যের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই এস্থলে হ্লাদিনীর অপ্রতিহত ক্ষমতা; বৃন্দাবনের পার্ষদ-ভক্তের চিত্তে তাই হ্লাদিনী সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা অনুভব করাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাই তাঁহার মানসানন্দ। মনে অনুভূত হয় বলিয়া ঐশ্বর্য্যানন্দ কি স্বরূপানন্দও মানসানন্দ বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যানন্দাদিতে আনন্দানুভবজনিত মনঃপ্রসাদ চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে মানসানন্দ বলা হয় নাই। ব্রজধামে যে আনন্দ, তাহাও স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর বৈচিত্রী বলিয়া তাহাও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ এবং তাহার আস্বাদনে মনঃ-প্রসাদ চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া তাহাকে মানসানন্দ বলা হয়। শ্রীভগবান্ ভক্তির বশীভূত বটেন; কিন্তু যে স্থলে ভক্তির বা প্রীতির যতবেশী অভিব্যক্তি, সে স্থলে তাঁহার আস্বাদন-যোগ্য আনন্দেরও তত বেশী অভিব্যক্তি, সুতরাং সেস্থলে তাঁহার ভক্তবশ্যতার অভিব্যক্তিও তত বেশী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে মানসানন্দেরই সম্যক্ বশীভূত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপ আনন্দ-আস্বাদনের জন্য কৌতুক আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুকী বলা হইয়াছে।

কৌতুকী-শব্দের অন্য তাৎপর্য্যও হইতে পারে। কৌতুকী-অর্থ আনন্দময়ও হইতে পারে। অহৈতুকী ভক্তির মহিমা-খ্যাপনই এই কৌতুকী-শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এই ভক্তির এতই মহিমা যে, স্বয়ং আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণও এই ভক্তির বশীভূত হইয়া থাকেন।

অথবা, কৌতুক অর্থ—পরম্পরায়াত মঙ্গল (শব্দকল্পদ্রুম)। সেবাদ্বারা ভক্ত কৃষ্ণকে সুখী করেন; কৃষ্ণও ভক্তকে সুখী করার জন্য উৎকণ্ঠিত; তাই তিনি নিজের চরণ-সেবা দিয়া ভক্তকে সুখী করিয়া অনুগৃহীত করিতে প্রয়াসী। এই ভাবে নিজের সেবক ভক্তকে সুখী ও অনুগৃহীত করার নিমিত্ত যিনি উৎকণ্ঠিত, তিনিই কৌতুকী। ইহাতেও অহৈতুকী-ভক্তির মাহাত্ম্যই সূচিত হইতেছে। এই ভক্তির এমনি মাহাত্ম্য যে, পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত অহৈতুকী-ভক্তির অনুষ্ঠানকারী ভক্তকে কৃপাপূর্ব্বক চরণসেবা দিয়া তাঁহার পরম মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত।

২৩। এইক্ষণে "ভক্তি"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। ভক্তি-শব্দ ভজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং ভক্তি-শব্দের অর্থ হইল সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্"—গো, তা, শ্রুতি। পূর্ব্ব। ১৫॥"

দশবিধাকার—ভক্তি দশ রকম; সাধন-ভক্তি এক রকম, আর সাধ্য প্রেমভক্তি নয় রকম। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাধন-ভক্তি—রতি বা প্রেমাঙ্কুর-জন্মানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ভজন—তাহার নাম সাধন-ভক্তি। হৃদয়ে রতির উন্মেষই এই সাধন-ভক্তির উদ্দেশ্য।

প্রেমভক্তি—প্রেম লক্ষণাভক্তি।

এই পয়ারের স্থলে কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। "ভক্তিশব্দের অর্থ হয় নববিধাকার। এক সাধন, প্রেমভক্তি অষ্ট প্রকার।" এইরূপ পাঠে "প্রেম" হইতে আরম্ভ করিয়া "মহাভাব" পর্য্যন্ত আটটী স্তরকেই সম্ভবতঃ আট রকমের প্রেমভক্তি বলা হইয়াছে।

২৪। এই পয়ারে নয় রকম প্রেমভক্তির কথা বলা হইতেছে। রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—প্রেমবিকাশের এই নয়টী অবস্থায় স্থিত ভক্তদের নয় রকম সেবাই নয় রকম প্রেমভক্তি। রতি-প্রেমাদির লক্ষণ ২।১৯।১৫১-৫২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেমপর্য্যন্ত।
দাসভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত ॥ ২৫
সখাগণের রতি অনুরাগপর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥ ২৬
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা ॥ ২৭
'ইত্থম্ভূতগুণ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ'-শব্দের আন ॥ ২৮
'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ ২৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।১।২৬)
হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্ (১৪।৩৬)—
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহা রসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মারণ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রতির অপর নাম ভাব বা প্রেমাঙ্কুর। ইহা প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ ; প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। এজন্যই বোধ হয় এই (পাঠান্তর) পয়ারে ভাব-ভক্তিকেও প্রেম-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৫-২৭। শান্তদাস্যাদি পাঁচ প্রকারের ভক্ত-মধ্যে কোন্ ভক্ত, উক্ত নয় রকমের প্রেমভক্তির কোন্ পর্য্যন্ত অধিকারী হন, অর্থাৎ কাহার রতি কোন্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিতেছেন—এই তিন পয়ারে।

২।২৩।৩৪-৩৭ পয়ারের এবং ২।১৯।১৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ—বাৎসল্যরতি।

২৮। এইক্ষণে "ইত্থম্ভূতগুণ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **ইত্থম্ভূত**- এইরূপ গুণ যাঁহার তিনি "ইত্থম্ভূতগুণ' (এতাদৃশ-গুণ-সম্পন্ন)। ইত্থম্ভূত ও গুণ—এই দুইটী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া দেখাইতেছেন।

২৯। এই পয়ারে ও নিম্নের চারি পয়ারে "ইত্থম্ভূত" শব্দের তাৎপর্য্য বলিতেছেন। শ্লোকে বলা হইয়াছে—হরির এমনি (অদ্ভুত) গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। সেই সেই গুণের মধ্যে এমন কি আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি আছে, যাতে আত্মারামগণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইতে পারেন, তাহাই এই কয় পয়ারে দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-গুণের আশ্চর্য্য শক্তির মধ্যে কয়েকটী, যথা :—শ্রীকৃষ্ণগুণ পূর্ণানন্দময়, ব্রহ্মানন্দ-তুচ্ছকারী, সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন, সর্ব্ববিস্মারক, ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-আদির বাসনা-অপসারক। পরবর্ত্তী ৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ণানন্দময়—শ্রীকৃষ্ণগুণ পূর্ণানন্দময় ; আর ব্রহ্মানন্দ খণ্ডানন্দ—স্বরূপানন্দ মাত্র ; এজন্য কৃষ্ণগুণের সঙ্গে তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তৃণতুল্য তুচ্ছ। তাই ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন আত্মারামগণও যদি একবার শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা শুনেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণগুণ-আস্বাদনের অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন।

নিম্নের শ্লোকে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যে আনন্দ, তাহা মহাসমুদ্র-সদৃশ অসীম, আর নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে যে আনন্দ, তাহা গোষ্পদ-তুল্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২ পয়ারের টীকায় স্বরূপানন্দ, ঐশ্বর্য্যানন্দ ও মানসানন্দের পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৯। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩০। শ্রীকৃষ্ণগুণের মহিমা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণগুণ নিজের শক্তিতে সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন এবং সর্ব্ববিস্মারক। "আপনার বলে" এই পদের সহিত সর্ব্বাকর্ষকাদি সকল পদের সংযোগ আছে। আপনার বলে সর্ব্বাকর্ষক, আপনার বলে সর্ব্বাহ্লাদক ইত্যাদি।

ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তিসুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপা বান্ধে॥ ৩১

শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্তবিচার
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বাকর্ষক—শ্রীকৃষ্ণগুণ নিজের শক্তিতে সকলকে আকর্ষণ করে; এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তও নিজের মাধুর্য্য-গুণে নিজে আকৃষ্ট হয়েন। "শৃঙ্গার-রস-রাজময়-মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥ ২।৮।১১২॥" "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। ২।৮।১০৮॥" **সর্ব্বাহ্লাদক**—শ্রীকৃষ্ণের গুণ নিজ শক্তিতে সকলের চিত্তকে আহ্লাদিত করে; ইহা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে সুখ আস্বাদন। হ্লাদিনীদ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥ ১।৪।৫৩॥" "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ ২।৮।১২১॥" "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—বেদান্তসূত্র। ১।১।১২॥—এতৎ স্বয়মানন্দঃ পরানপ্যানন্দয়তি যথা প্রচুরধনঃ পরেভ্যো ধনং দদাতীতি প্রাচুর্য্যার্থে ময়ড়িতি।" প্রচুর ধনশালী ব্যক্তি যেমন নিজে ধন ভোগ করে, অপরকেও তাহা দান করে, তদ্রূপ আনন্দ-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং অপর সকলকেও আনন্দ দান করেন। **মহারসায়ন**—অত্যধিকরূপে তৃপ্তিজনক; যাহা অপেক্ষা তৃপ্তিজনক আর কিছু নাই। **করে সর্ব্ববিস্মারণ**—শ্রীকৃষ্ণগুণ নিজের শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর সমস্তকে —"আমি-আমার"-আদিকে—ভুলাইয়া দেয়।

৩১। শ্রীকৃষ্ণগুণের আরও মহিমার কথা বলিতেছেন।

ভুক্তি-সিদ্ধি-ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের গুণের গন্ধ বা আভাস পাওয়া গেলে, ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-আদির সুখ-বাসনা দূরে পলায়ন করে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণে যে আনন্দ, তাহার নিকট ভুক্তি-সিদ্ধি আদির আনন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-গুণের এমনি অলৌকিকী শক্তি যে, ইহাদ্বারা জীব কৃষ্ণের চরণে বদ্ধ হয়। এই গুণের কথা যাঁহারা শুনেন, তাঁহাদের চিত্ত এতই আকৃষ্ট হয় যে, এবং এতই আনন্দিত হয় যে, তাঁহারা আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনও সময়ে কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারেন না—তাঁহারা কৃষ্ণের চরণে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

শক্তি-গুণে—শক্তির মাহাত্ম্যে; অথবা শক্তিরূপ গুণ বা রজ্জুদ্বারা। **কৃষ্ণকৃপা বান্ধে**—কৃষ্ণকৃপা ভাগ্যবান্ ভক্তকে বন্ধন করে। **কৃষ্ণ-কৃপা বান্ধে**—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে এই যে জীবের বন্ধন, তাহা কৃষ্ণের কৃপামূলক; ইহা কৃষ্ণের অনুগ্রহই—নিগ্রহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চরণকমলের মধুপান করাইবার জন্যই স্বীয় গুণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া জীবকে তাঁহার চরণে আবদ্ধ করিয়া রাখেন—কোনও রূপ শাস্তি দেওয়ার জন্য নহে; ইহাই "কৃপা" শব্দের ধ্বনি।

৩২। **অন্বয়**:—ইহাঁ (শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিগুণবিষয়ে) শাস্ত্রযুক্তি (শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা) নাই, সিদ্ধান্তবিচার (সিদ্ধান্তবিচারের অপেক্ষা) নাই; (ইহা) স্বভাবগুণেই এই (এইরূপ—সর্ব্বাকর্ষকাদি); (যেহেতু শ্রীকৃষ্ণগুণ) মাধুর্য্যের সার।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ মাধুর্য্যের সার বলিয়া (২।২১।৯২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য) স্বীয় মধুরতার প্রভাবে সকলকে আকর্ষণ করাই তাহার স্বভাব—স্বরূপগত ধর্ম্ম; সুবৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে অতি ক্ষুদ্র লৌহ-কণিকা যেমন অতি দ্রুতবেগে চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণগুণের প্রবল আকর্ষণে ভাগ্যবান্ জীব এত প্রবলবেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হন যে, তখন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্তবিচার-আদি অসম্ভব হইয়া পড়ে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হওয়া উচিত কিনা, শাস্ত্র বা যুক্তির সাহায্যে তাহা বিচার করার কথাই তাঁহার মনে স্থান পায় না। শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা শুনিয়া ভাগ্যবান্ জীব এতই প্রলুব্ধ হন যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া আর থাকিতে পারেন না। শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত-বিচার-আদির কথা তাঁহার তখন মনেই থাকে না।

অথবা, শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত-বিচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা জানিতে পারিলেই যে জীব সেই গুণের দ্বার আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে। কোনও ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণগুণের একটু অনুভব লাভ হইলেই জীব তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; গুণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে—মিশ্রীর মিষ্টত্বের অনুভব হইলেই যেমন তাহার আস্বাদনের

'গুণ'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥ ৩৩

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্য্যন্ত-বদান্যতা ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জন্য বাসনা জাগে, তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণগুণের স্বভাবই এইরূপ যে, তাহা আত্মারাম মুনিগণের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে—ইহাই "ইত্থম্ভূতগুণ"-শব্দের তাৎপর্য্য। কেন আকর্ষণ করে?—না, এইরূপই তাঁহার গুণ, আকর্ষণ করাই কৃষ্ণগুণের স্বভাব। গুণের স্বভাবব্যতীত আকর্ষণের অন্য কোনও হেতু নাই।

যাতে মাধুর্য্যের সার—কৃষ্ণগুণে ভক্ত এরূপ-ভাবে আকৃষ্ট হয় কেন, তাহাই বলিতেছেন। জীব চায় আনন্দ, মাধুর্য্য। যেখানে মাধুর্য্য যত বেশী, জীব সেখানেই তত বেশী আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মাধুর্য্য-ঘন-মূর্ত্তি, মাধুর্য্যের সার বস্তু; এজন্যই শ্রীকৃষ্ণগুণে ভাগ্যবান্ জীব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট হয়।

৩৩। এক্ষণে "ইত্থম্ভূতগুণ"-শব্দের অন্তর্গত "গুণ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। কৃষ্ণের গুণ অনন্ত—অসংখ্য। কয়েকটীর কথা মাত্র এখানে বলিতেছেন।

সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণ সচ্চিদানন্দ। সৎ-শব্দে বিকারহীন অবিনাশী সত্তা বুঝায় এবং চিৎ-শব্দে অ-জড় বা অপ্রাকৃত বস্তু বা জ্ঞানবস্তু বুঝায়। সৎ-চিৎ রূপ-গুণ-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণ নিত্য এবং অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি—সৎ, চিৎ এবং আনন্দের দ্বারাই গঠিত; মায়াবদ্ধ জীবের দেহের মত মায়িক রক্তমাংসে গঠিত নহে। তাঁহার দেহে রক্তমাংসের অনুরূপ যাহা আছে, তাহাও সৎ-চিৎ এবং আনন্দ; শ্রীকৃষ্ণে ও তাঁহার দেহে কোনও ভেদ নাই—দেহ ও দেহী শ্রীকৃষ্ণে একই, সবই সচ্চিদানন্দ; কিন্তু প্রাকৃত জীবে দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে; দেহী চিন্ময় বস্তু। কিন্তু দেহ জড়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভেদশূন্য। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের গুণও চিন্ময়—মায়িক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বিকৃতি নহে। যে যে স্থলে পরব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) শ্রুতি আদিতে 'নির্গুণ' বা 'গুণবর্জ্জিত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সে স্থলে—তিনি যে প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত,—তাহাই মাত্র বলা হইয়াছে। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রিতে। হ্লাদ-তাপকরী-মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে। বি, পু, ১।১২।৬৯ ॥" —প্রাকৃত-গুণ-বর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণে সত্ত্ব-রজস্তম (হ্লাদতাপকরীমিশ্রা) গুণ নাই। হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—এই তিনটী গুণই (এবং এই তিন গুণের বিলাসাদিই) তাঁহাতে আছে। ইহাই উক্ত শ্লোকে বলা হইল। **সর্ব্ব পূর্ণানন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ সমস্তই পূর্ণানন্দ-স্বরূপ; সমস্তই আনন্দ-চিন্ময়।

৩৪। **ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য** ইত্যাদি—ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, কারুণ্য এবং স্বরূপ, সমস্ত বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম।

ভক্তবাৎসল্য—ভক্তের প্রতি স্নেহ-মমতা। শিশু-সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ স্নেহ থাকে, তাহার নাম বাৎসল্য। ভক্তের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের ঐ জাতীয় ততোধিক স্নেহ আছে। তাঁহাতে ভক্তবাৎসল্যেরও পূর্ণতম বিকাশ।

আত্মপর্য্যন্ত-বদান্যতা—বদান্যতা শব্দের অর্থ দানশীলতা, যিনি দাতা, তাঁহাকে বদান্য বলে। শ্রীকৃষ্ণের বদান্যতা কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন। তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন—প্রেমিক-ভক্তের নিকটে। যিনি তাঁহার চরণে ভক্তিভরে একপত্র তুলসী, কিম্বা একবিন্দু জল অর্পণ করেন, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আত্মবিক্রয় করেন—কারণ, ভুক্তি-মুক্তি-আদি যত কিছু শ্রীকৃষ্ণের হাতে আছে, তাহার কোনটী দ্বারাই ঐ একপত্র তুলসী বা একবিন্দু জলের উপযুক্ত প্রতিদান হইতে পারে না; তাই ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি ভক্তের নিকটে আত্মদান করিয়া থাকেন। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ভ, র, সি, ২।১।৭২ ॥" দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য এবং বাদান্যতা—উভয়ই ব্যক্ত হইল।

অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৩৫
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদিগুণে ॥ ৩৬
তথাহি (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)—
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১০ ॥
শুকদেবের মন হরিল লীলাশ্রবণে ॥ ৩৭
তথাহি (ভাঃ ২।১।৯)—
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সিদ্ধস্য তব কুতোঽধ্যয়নে প্রবৃত্তিঃ ? তত্রাহ পরিনিষ্ঠিতোঽপীতি গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ ॥ স্বামী ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৫। **অলৌকিক** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস বা মাধুর্য্য, গাত্রগন্ধাদি গুণ, সমস্তই অলৌকিক, অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়। **সৌরভ**—সুগন্ধ।

কারো মন ইত্যাদি—ইহাদের মধ্যে কোনও গুণে কাহারও মন আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের একটী মাত্র গুণের আকর্ষণই ভাগ্যবান্ জীবকে অপর সমস্ত ভুলাইতে সমর্থ। কে কে কোন্ কোন্ গুণে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা নিম্ন কয় পয়ারে বলিতেছেন।

৩৬। **সনকাদির**—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার। শ্রীকৃষ্ণের সৌরভে সনকাদির মন আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তুলসীর সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মময় ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক এই পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩৭। শ্রীশুকদেব প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলা-কথা শুনিয়া লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করেন। নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ১১। অন্বয়। রাজর্ষে (হে রাজর্ষে)! নৈর্গুণ্যে (নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে) পরিনিষ্ঠিতঃ (প্রাপ্তনিষ্ঠ) অপি (হইয়াও) উত্তমঃশ্লোকলীলয়া (উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায়) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্ত হইয়া) [অহং] (আমি) যৎ (যেই) আখ্যানং (আখ্যান—শ্রীমদ্ভাগবত) অধীতবান্ (অধ্যয়ন করিয়াছি)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়াও উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথাশ্রবণে আকৃষ্ট-চিত্ত হওয়ায়, আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। ১১

উত্তমঃশ্লোকলীলয়া—উৎ অর্থাৎ উদ্গত বা দূরীভূত হয় তমঃ (তমোগুণ, তমোগুণের উপলক্ষণে অবিদ্যা) যাঁহার শ্লোক (কীর্ত্তন) দ্বারা, তিনি উত্তমঃশ্লোক—ভগবান্; তাঁহার লীলা উত্তমঃশ্লোকলীলা; তদ্দ্বারা—উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।

শ্রীশুকদেব জন্মাবধিই ব্রহ্মানুভবসম্পন্ন ছিলেন; নির্জ্জন বনে বসিয়া তিনি ব্রহ্মসমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতা ব্যাসদেব অন্য লোকদ্বারা শুকদেবের নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবানের গুণব্যঞ্জক কোনও কোনও শ্লোক কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। ভগবদ্গুণকথার মাহাত্ম্যে তাহাতে শুকদেবের চিত্ত সমাধি হইতে আকৃষ্ট হয়। তখন তিনি ব্যাসদেবের নিকট গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের বাসনা জানাইলেন; ব্যাসদেবও পরমানন্দের সহিত তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইলেন। ২।১৭।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণে যে শুকদেবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

তথাহি (ভাঃ ১২।১২।৬৯)—
স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথা-ভূতোঽপি অজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য সঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত তং নতোঽস্মীতি ॥ স্বামী ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যিনি) স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন বলিয়া পরিপূর্ণচিত্ত) তদ্ব্যুদ-স্তান্যভাবঃ অপি (এবং তজ্জন্য অন্যবিষয়ে যাঁহার মনোবৃত্তি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া থাকিলেও) অজিতরুচির-লীলাকৃষ্টসারঃ (অজিত-শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর লীলাদ্বারা ব্রহ্মসুখ হইতে ধৈর্য্য আকৃষ্ট হওয়ায় যিনি) তদীয়ং (তাঁহার—সেই অজিতসম্বন্ধীয়) তত্ত্বদীপং (তত্ত্বকথার পক্ষে প্রদীপসদৃশ) পুরাণং (পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবত) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) ব্যতনুত (ব্যক্ত করিয়াছেন), অখিলবৃজিনঘ্নং (সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশক) তং (সেই) ব্যাসসূনুং (ব্যাসনন্দন-শুকদেবকে) নতঃ অস্মি (আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ। শ্রীসূত বলিলেন—"ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন বলিয়া যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা পরিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই অন্যবিষয় হইতে মনোবৃত্তি সম্যক্‌রূপ দূরে অপসৃত হওয়া সত্ত্বেও যিনি অজিত-শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর-লীলাকথাদ্বারা (ব্রহ্মানন্দ হইতে) আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই অজিত-শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বসম্বন্ধে প্রদীপতুল্য শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশক সেই ব্যাসনন্দনকে (শ্রীশুকদেবকে) আমি প্রণাম করি।" ১২

স্বসুখ-নিভৃতচেতাঃ—স্বসুখদ্বারা (ব্রহ্মানন্দের অনুভববশতঃ) নিভৃত (পরিপূর্ণ) হইয়াছে চেতঃ (চিত্ত) যাঁহার ; ব্রহ্মানন্দের অনুভব লাভ হইয়াছে বলিয়া যাঁহার চিত্তে অন্য কোনও কামনা নাই—সুতরাং কোনওরূপ অভাব-বোধ যাঁহার নাই, **তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ**—তজ্জন্যই (ব্রহ্মানন্দের অনুভব জন্মিয়াছে বলিয়াই) অন্য বিষয় হইতে (ব্রহ্ম ব্যতীত অপর বস্তু হইতে) ব্যুদস্ত (দূরীভূত বা অপসৃত) হইয়াছে ভাব (মনোবৃত্তি) যাঁহার ; অন্য কোনও বিষয়েই যাঁহার কোনওরূপ কামনা নাই ; অন্য কোনও বিষয়েই যাঁহার চিত্ত কোনও সময়েই ধাবিত হয় না ; **অপি**—তথাপিও কিন্তু **অজিত-রুচির-লীলাকৃষ্টসারঃ**—অজিতের (শ্রীকৃষ্ণের) রুচির (সুমধুর) লীলাদ্বারা (লীলা-কথাদ্বারা) আকৃষ্ট হইয়াছে সার (ব্রহ্মানন্দে ধৈর্য্য বা রসাস্বাদন-সামর্থ্য) যাঁহার ; ব্রহ্মানন্দ-অনুভবের লোভে ধৈর্য্যের সহিত যিনি সমাধিমগ্ন থাকিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলাকথা শুনিয়া সেই লীলাকথারই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মানন্দানুভবার্থ সমাধির নিমিত্ত যিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের নিমিত্ত যিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—অথবা যাঁহার রসাস্বাদন-সামর্থ্য ব্রহ্মানন্দের অনুভবেই নিয়োজিত ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শুনিয়া লীলাকথারই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যাঁহার সেই সামর্থ্য ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্ট হইয়া লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের আনন্দেই নিয়োজিত হইয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভগবৎ-লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আনন্দ যাঁহার নিকটে অধিকতর লোভনীয় হইয়াছিল [ব্রহ্মব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহার কামনা না থাকিলেও লীলাকথার বস্তুগতশক্তিবশতঃই ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল] এবং সেই কারণেই যিনি **তত্ত্বদীপং**—শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বসম্বন্ধে প্রদীপতুল্য, প্রদীপ যেমন স্বীয় শক্তিতে গৃহের অন্ধকার দূর করিয়া গৃহস্থিত বস্তুসমূহ প্রকাশিত করে, তদ্রূপ যাহা স্বীয় মাহাত্ম্যে জীবের অজ্ঞানান্ধকার—মায়ান্ধতা—দূরীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ, তাদৃশ **পুরাণম্**—শ্রীমদ্ভাগবত-

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীগণের মন ॥ ৩৮

তথাহি (ভাঃ ১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নম্ন গৃহস্বামিনং বিহায় মদ্দাস্যং কিমিতি প্রার্থ্যতে অত আহুঃ বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃত-মুখম্। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চ। এবং মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়াঃ একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্য এব ভবামেতি ॥ স্বামী ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নামক পুরাণ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া **ব্যতনুত**—প্রকাশ করিয়াছেন, **অখিল-বৃজিনঘ্নং**—অখিল (সমস্ত) বৃজিনের (অমঙ্গলের) হন্তা, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশ করিয়াই যিনি জগতের সমগ্র অমঙ্গল-বিনাশের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, সেই **ব্যাসসূনুং**—ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি (শ্রীসূত) প্রণাম করি। ২।১৭।৭-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকও পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের প্রমাণ।

৩৮। **শ্রীঅঙ্গ-রূপে**—শ্রীঅঙ্গের রূপে বা সৌন্দর্য্যে। গোপীদিগের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের রূপের মনোহারিত্ব নিত্য; এস্থলে প্রকটলীলায় ঐ মনোহারিত্বের প্রাকট্যের বা উচ্ছ্বাসের কথাই বলিতেছেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। তব (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (যদ্দ্বারা কুণ্ডলের শোভা বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ গণ্ডস্থলযুক্ত এবং অধরে সুধাযুক্ত) হসিতাবলোকং (সহাস্যকটাক্ষযুক্ত) অলকাবৃতমুখং (চূর্ণকুন্তলদ্বারা আবৃতবদন) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) চ (এবং) দত্তাভয়ং (অভয়প্রদ) ভুজদণ্ডযুগং (ভুজদণ্ডযুগল) চ (এবং) শ্রিয়া (শ্রী বা শোভাদ্বারা, শোভাসম্পদে) একরমণং (এক বা অদ্বিতীয়রূপে রমণীয়, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যযুক্ত) বক্ষঃ (বক্ষঃস্থল) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) দাস্যঃ ভবাম (আমরা তোমার দাসী হইয়াছি)।

অনুবাদ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে সুন্দর! তোমার যে মুখমণ্ডলে কুণ্ডলের শোভাবর্দ্ধক গণ্ডস্থল, সুধাময় অধর এবং ঈষদ্ধাস্যযুক্ত দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার সেই মুখকমল দর্শন করিয়া এবং তোমার অভয়প্রদ-ভুজদণ্ডযুগল ও অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে পরম-রমণীয় তোমার বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। ১৩

শ্রীকৃষ্ণের রূপে যে গোপীগণের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই গোপীগণ বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক! তোমার মুখ, তোমার বাহুযুগল এবং তোমার বক্ষঃস্থল এতই রমণীয়, এতই লোভনীয় যে, দর্শন মাত্রেই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎই তোমার দাসী হওয়ার অভিলাষে তোমাতে আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ লোভনীয় মুখ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন :—**অলকাবৃতমুখং**—অলক (চূর্ণকুন্তল) দ্বারা আবৃত (আচ্ছাদিত) মুখ; শ্রীকৃষ্ণের মুখ অলকা-শোভিত (কপালের উপরিভাগে যে ছোট ছোট চুল থাকে, তাহাকে অলকা বলে)। আর কিরূপ? **কুণ্ডলশ্রি-গণ্ডস্থলাধরসুধং**—কুণ্ডলের শ্রী (শোভা) যাহা হইতে, তাদৃশ গণ্ডস্থল বিদ্যমান আছে যাহাতে এবং অধরের সুধা বিদ্যমান আছে যাহাতে, তাদৃশ মুখ। শ্রীকৃষ্ণের মুখস্থিত গণ্ডদ্বয় এতই চিক্কণ—দর্পণের ন্যায় এতই চাকচিক্যময় যে, কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া গণ্ডস্থলেরও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং সেই উজ্জ্বলতাদ্বারা নিজেদেরও উজ্জ্বলতা ও শোভা বর্দ্ধিত করে; আর শ্রীকৃষ্ণের মুখস্থিত যে অধর, তাহাতে যে সুধা বিরাজিত, তাহাও অতি লোভনীয়। সেই মুখ আর কিরূপ? **হসিতাবলোকম্**—হসিত (হাস্যযুক্ত) অবলোক (দৃষ্টি বা কটাক্ষ) যাহাতে; শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর্দ্বয় সর্ব্বদাই যেন হাসিতেছে; তাহাতে মুখের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর তাঁহার

রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি-আকর্ষণ ॥ ৩৯

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোহঙ্গতাপম্ ॥
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্তপত্রিকাম্ মুদ্রামুন্মুচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ৎ। ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণাভ্যনুজ্ঞয়া বাচয়তি শ্রুত্বেতি। অয়মর্থঃ। হে অচ্যুত হে ভুবনসুন্দরেতি ঔৎসুক্যং দ্যোতয়তি। ক তব মহিমা ক চাহং রূপকুল-শীলাদিযুক্তাপি তথাপি অপগতা ত্রপা যস্মাৎ তন্মে চিত্তং ত্বয়ি আবিশতি আসজ্জতে। তৎ কুতস্তত্রাহ। শৃণ্বতাং কর্ণ-বিবরৈরন্তঃপ্রবিশ্য অঙ্গতাপম্ অঙ্গেতি পৃথক্ সম্বোধনং বা। হরতস্তবগুণান্ শ্রুত্বা তথা দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং দৃশামখিলার্থ-লাভাত্মকং রূপঞ্চ শ্রুত্বেতি ॥ স্বামী ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভুজদ্বয় কিরূপ? ভুজদণ্ডযুগং- ভুজদ্বয় দণ্ডের ছায় দীর্ঘ ও সুগোল—সুতরাং দেখিতে পরম-রমণীয়। আর কিরূপ? দত্তাভয়ং—দত্ত হয় অভয় যদ্দ্বারা; অভয়প্রদ; শ্রীকৃষ্ণের পরম-মনোহর বাহুদ্বয় নবনীতের ছায় বা নীলোৎপল-দলের ছায় কোমল হইলেও দৈত্যভয়নিবারণে বিশেষ পটু; অধিকন্তু গাঢ় আলিঙ্গনদ্বারা কামভয়-হরণেও বিশেষ শক্তিশালী। আর, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কিরূপ? শ্রিয়ৈকরমণং—শ্রীদ্বারা (শোভাসম্পদের প্রভাবে) এক (অদ্বিতীয়রূপে) রমণ (পরমসুন্দর, পরমরমণীয়, পরমলোভনীয়) হইয়াছে যাহা, তাদৃশ বক্ষঃ। অথবা, শ্রীদ্বারা (বক্ষঃস্থলস্থিত স্বর্ণরেখারূপা লক্ষ্মীদ্বারা) এক (অদ্বিতীয়রূপে) রমণ (রমণীয়) হইয়াছে যাহা, তাদৃশ বক্ষঃ। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে একটী অতিসুন্দর স্বর্ণবর্ণরেখা আছে; তাহাকে লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীরেখা বলে; তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের শোভা ও রমণীয়তা যে অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। অথবা, গোপীগণ বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ তোমার বক্ষঃস্থল এতই সুন্দর—এতই লোভনীয় যে, তাহা নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীর মনকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছে; তাই লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা তোমার বক্ষোলগ্না হইয়া থাকিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অথচ প্রকট ভাবে বক্ষোলগ্না হইয়া থাকিবার লজ্জাও রোধ করিতে না পারিয়া স্বর্ণরেখার রূপ ধারণ করিয়াই তোমার বক্ষঃস্থলে নিত্য বিরাজিত—এইরূপে তোমার বক্ষঃস্থলকেই লক্ষ্মীদেবী তাঁহার একমাত্র রমণ বা ক্রীড়াস্থলরূপে পরিণত করিয়াছেন; শ্রিয়া (লক্ষ্মীদেবীদ্বারা) একং (অদ্বিতীয়, একমাত্র) রমণং (ক্রীড়া) যত্র (যেস্থানে)। ইহা দ্বারা বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্যাতিশয্য সূচিত হইতেছে।

৩৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৯। নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া রুক্মিণী-আদির চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ২।২৩।৩১ পয়ারের টীকায় সমঞ্জসা-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। ভুবনসুন্দর (হে ভুবনসুন্দর)! অচ্যুত (হে অচ্যুত)! অঙ্গ (হে অঙ্গ)! শৃণ্বতাং (শ্রোতাদিগের) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণবিবরদ্বারা) নির্বিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তাপং (তাপ) হরতঃ (হরণকারী) তে (তোমার) গুণান্ (গুণসমূহের কথা) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের) দৃশাং (চক্ষুর) অখিলার্থলাভং (সমস্ত-স্বার্থ-লাভস্বরূপ অথবা অখিলার্থদ) রূপং (রূপ—রূপের কথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) চিত্তং (চিত্ত) অপত্রপং (লজ্জাপরিত্যাগপূর্ব্বক) ত্বয়ি (তোমাতে) আবিশতি (আসক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী বলিলেন:—হে অচ্যুত, হে অঙ্গ, হে ভুবনসুন্দর! শ্রোতার কর্ণপথ দিয়া অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্তস্থ সকল সন্তাপহরণে সমর্থ তোমার গুণসমূহের কথা শ্রবণ করিয়া—এবং চক্ষুষ্মান্

বংশীগীতে হরে লক্ষ্ম্যাদিকের মন ॥ ৪০

তথাহি (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৫

যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যক্তির চক্ষুর সমস্ত-সার্থকতা-লাভ স্বরূপ তোমার রূপের কথা শ্রবণ করিয়া—আমার নির্লজ্জ-চিত্ত তোমাতে প্রবেশ করিয়াছে। ১৪

নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়াই বিদর্ভ-রাজ-তনয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী (শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়াই) তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা রুক্মি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া তিনি কিছুতেই কৃষ্ণের নিকটে রুক্মিণীকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না; পরন্তু শিশুপালকেই তিনি ভগিনীর যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। রুক্মিণী ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ পূর্ব্বক একখানা পত্র লিখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইলেন; সেই পত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রুক্মিণী উক্ত-শ্লোককথিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রুক্মিণী লিখিয়াছেন:—হে অঙ্গ—নিজের অঙ্গ নিজের নিকটে যেরূপ প্রিয়, হে কৃষ্ণ! তুমিও আমার নিকটে তদ্রূপ প্রিয়; তুমি আমার অঙ্গতুল্য (অঙ্গ-শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীদেবীর প্রেমাতিশয় সূচিত হইতেছে); হে অচ্যুত—হে কৃষ্ণ! তুমি চ্যুতিরহিত; তোমার যে সমস্ত রূপ-গুণের কথা আমি শুনিয়াছি, সে সমস্ত রূপ-গুণ কখনও তোমা হইতে চ্যুত হয় না; তাহারা তোমাতে নিত্যই বিরাজমান; হে ভুবনসুন্দর—হে কৃষ্ণ! আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় সুন্দর আর কিছুই নাই। তোমার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের কথা বলি শুন। তোমার শরণাগত-বাৎসল্যাদি গুণসমূহই তোমার প্রকৃতগত সৌন্দর্য্য; তোমার এ সমস্ত গুণ, শৃণ্বতাং—শ্রোতাদের কর্ণবিবরৈঃ—কর্ণবিবরদ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিত্তস্থ সমস্ত সন্তাপ—সংসারজ্বালানিবন্ধন সন্তাপ বা অভীষ্টের অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ—হরণ করিতে সমর্থ। আর তোমার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য হইতেছে তোমার রূপ; বিবিধ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা; অথবা সুন্দর বস্তুর দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা; তোমাতে সৌন্দর্য্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তোমার রূপ দর্শনেই চক্ষুর চরম-সার্থকতা—অখিলার্থলাভম্। এতাদৃশ তোমার গুণসমূহের কথা এবং এতাদৃশ তোমার রূপের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত এতই মুগ্ধ হইয়াছে যে, কুমারী-কন্যা-সুলভ লজ্জাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাতেই আমার মন আসক্ত হইতেছে।

৩৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪০। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া লক্ষ্মী-আদি তাঁহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

লক্ষ্ম্যাদি—লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেব-পত্নীগণ।

কোন কোন গ্রন্থে "বংশীগীতে রূপে" ইত্যাদি পাঠ আছে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ৪৩-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০-পয়ারের "হরে" শব্দের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

যোগ্যভাবে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ বংশী-গীতদ্বারা জগতের যুবতীগণের মন যথাযোগ্যভাবে হরণ করেন। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। শ্লোকের "ত্রিলোক্যাম্"-শব্দের মর্ম্মই বোধ হয় এই পয়ারার্দ্ধে "জগতে" শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

কোন কোন গ্রন্থে "যোগ্যভাব জগতে" পাঠ আছে। যোগ্য হইয়াছে ভাব যে জগতের, সেই জগৎই যোগ্যভাব-জগৎ; অর্থাৎ যে জগতের অধিবাসিগণের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব (বা রতি) যোগ্যতা (অর্থাৎ

তথাহি (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নমু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহ কাস্ত্রীতি। অঙ্গ হে কৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। কলপদামৃতবেণুগীতেতি পাঠে কলপদামৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতাৎ নিজধর্ম্মাৎ ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি। যৎ যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। ত্বদ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্ত্বদনুভবেনেতি ভাবঃ॥ স্বামী ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্তে আনন্দরূপতা) লাভ করিয়া কৃষ্ণাকর্ষণযোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অর্থে—'যোগ্যভাবজগত' বলিতে চিন্ময় ভগবদ্ধামকেই বুঝায়; কারণ, অন্যত্র সর্ব্বসাধারণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণযোগতা সম্ভব নহে। পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে "গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণের, পুরুষাদিগণের দাস্য-সখ্যাদিভাবে আকর্ষণের এবং পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি চেতনাচেতনের প্রেমমত্ততার" কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও একমাত্র অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সম্বন্ধেই খাটে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে স্ত্রী, কিম্বা পুরুষ—কেবল দেহটী মাত্র; এই স্ত্রী-পুরুষ-শব্দবাচ্য দেহের সঙ্গে জীব-স্বরূপের বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃত জগতে কোনও বিশেষ ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও সাধক-জীব শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হন, তবে তাঁহার দেহের সঙ্গে চিত্তস্থিত ভাবের কোনও সম্বন্ধ না থাকাও অসম্ভব নহে। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের দেহ ছিল পুরুষ; তথাপি কান্তাভাবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য তাঁহাদের লোভ জন্মিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, সাধ্য-ভাবের সঙ্গে প্রাকৃত দেহ-সূচিত পুংস্ত্রীত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে তাহা নহে; ভগবদ্ধামের অধিবাসিগণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই; সবই চিন্ময়। আর তাঁহাদের দেহও প্রাকৃত জীবের ন্যায় স্ব-স্বকর্ম্ম-ফল-লব্ধ নহে, সুতরাং তাঁহাদের পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্বও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল নহে; শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উপযোগী যে দেহ, সেই দেহেই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে প্রকটিত আছেন। এই পয়ারার্দ্ধে যে কেবল যুবতী-স্ত্রী-গণের কথা বলা হইল, পুরুষাদির কথা বলা হইল না—তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, চিন্ময় ভগবদ্ধামের মধুর-রসাশ্রয়-যুবতীবৃন্দই এস্থলে লক্ষ্য, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যুবতীগণ নহে। কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ, তাহাদের স্ত্রী-ত্ব বা পুরুষত্ব মায়ার কার্য্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণের বিষয় হইতে পারে না; জীব-স্বরূপই আকর্ষণের বিষয়; জীব-স্বরূপ আকৃষ্ট হইলে, তাহা স্ত্রী-দেহেই থাকুক, কি পুরুষ-দেহেই থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। পুরুষ-দেহস্থ জীব-স্বরূপও স্ত্রী-সুলভভাবে লুব্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং প্রাকৃত জগতের পক্ষে কেবলমাত্র যুবতী স্ত্রীগণের আকৃষ্ট হওয়ার কথা বলিবার সার্থকতা কিছু দেখা যায় না। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু চিন্ময় ভগবদ্ধামে যাঁহারা স্ত্রী-দেহে প্রকটিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভাব এবং সেবা নিত্যই স্ত্রী-জনোচিত; সুতরাং বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহাদের সকলের চিত্তেই স্ত্রী-জনোচিত ভাবের উদ্রেকই স্বাভাবিক।

এই পয়ারার্দ্ধে "যুবতী"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, এই সমস্ত স্ত্রীলোক কান্তাভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্যই আকৃষ্ট হন।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অঙ্গ (হে অঙ্গ, হে কৃষ্ণ)! ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকীতে) কা (কোন্) স্ত্রী (স্ত্রীলোক) তে (তোমার) কলপদায়তবেণুগীত-সম্মোহিতা (মধুর ও অস্ফুট পদসম্বলিত এবং দীর্ঘমূর্চ্ছিত-স্বরালাপ-

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ। | দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদিগণ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভেদযুক্ত বেণুগীতে বিমোহিতা হইয়া) চ ত্রৈলোক্যসৌভগং (এবং ত্রিলোকগত-নিখিলসৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যাহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তাদৃশ) ইদং (তোমার এই) রূপং (রূপ) নিরীক্ষ্য (নিরীক্ষণ—দর্শন—করিয়া) আর্য্যচরিতাৎ (স্বীয় সদাচার হইতে) ন চলেৎ (বিচলিত না হয়) ? যৎ (যাহা—যে গীতের ও রূপের প্রভাবে) গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ (গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ) পুলকানি (পুলক) অবিভ্রন্ (ধারণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। গোপীগণ কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! ত্রিলোকীতে এতাদৃশ স্ত্রী কে আছে, যে—তোমার অস্ফুট-মধুর-পদসম্বলিত এবং দীর্ঘ-মূর্চ্ছিত-স্বরালাপভেদযুক্ত বেণুগীতে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রিলোকগত নিখিলসৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যাহাতে অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তোমার সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্ব-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? স্ত্রী-দিগের কথা দূরে থাকুক, তোমার এই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া থাকে। ১৬

শারদীয় মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলে—নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পতিসেবাদি আর্য্যপথের অনুসরণ করিতে বলিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বলিলেন :—"হে কৃষ্ণ! হে অঙ্গ! হে প্রিয়তম! তুমি আমাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেছ ; যেহেতু, পতিসেবাই পতিব্রতা রমণীর কর্ত্তব্য ; যদি আমরা গৃহে ফিরিয়া না যাই, তাহাহইলে পতিব্রতা রমণীগণ আমাদের নিন্দা করিবে। কিন্তু আমরা বলি শুন ; যাহারা তোমার বেণুধ্বনির এবং তোমার রূপের অপূর্ব্ব শক্তির কথা জানে, তাহারা আমাদের নিন্দা করিবে না ; অথবা তোমার এই বংশীধ্বনি শুনিলে এবং তোমার এই রূপ দেখিলে আমাদের নিন্দা করার মত আর কোনও পতিব্রতাই জগতে থাকিবে না—যেহেতু, সকলকেই আমাদের দশায় পড়িতে হইবে। কারণ উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই **ত্রিলোক্যাং**—ত্রিলোকীতে এমন কোন্ পতিব্রতা স্ত্রীলোক আছেন, যিনি তোমার **কলপদায়ত-বেণুগীত-সম্মোহিতা**—কল (মধুর এবং অস্ফুট) পদ আছে যাহাতে তাদৃশ আয়ত (দীর্ঘ মূর্চ্ছিত—মূর্চ্ছানামক-স্বরভেদযুক্ত) বেণুগীত দ্বারা (তাদৃশ বেণুগীত শ্রবণ করিয়া) সম্মোহিত হইয়া এবং **ত্রৈলোক্যসৌভগং**—ত্রিলোকগত-নিখিল-সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যাহার অন্তর্ভূত, তাদৃশ তোমার রূপ দর্শন করিয়া **আর্য্যচরিতাৎ**—পতিসেবাদি স্বীয় ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইবেন ? অর্থাৎ এরূপ কোনও স্ত্রীলোক নাই, যিনি পাতিব্রত্যাদি হইতে বিচলিত হইয়া তোমাতে চিত্ত সমর্পণ করিবেন না। আরও বলি শুন :—আমরা, কি ত্রিলোকীস্থ রমণীবৃন্দ, তো সৌন্দর্য্য-পিপাসুই ; সুতরাং আমাদের পক্ষে তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হওয়া বরং স্বাভাবিক ; কিন্তু এই যে গবাদি গৃহপালিত পশু, কিম্বা হরিণাদি বন্যপশু, কিম্বা এই যে পক্ষিগণ—যাহারা সাধারণতঃ মানুষের সৌন্দর্য্যাদির মর্ম্ম বিশেষ কিছু বুঝে না—তাহাদের কথাও না হয় ছাড়িয়া দেই ; এই যে বৃক্ষগণ—যাহারা স্থাবর, মানুষ বা পশু-পক্ষীর মত দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ-শক্তি যাহাদের নাই, তোমার বংশীধ্বনি উত্থিত হইলে, কিম্বা তোমার অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় রূপ লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে তুমি উপস্থিত হইলে, তাহাদেরও তো দেহে পুলকের উদয় হয়—তাহাতে তাহারাও যে আনন্দিত হয়, তাহাদের চিত্তও যে আকৃষ্ট হয়—পুলকের দ্বারা তাহাই তো সূচিত হইতেছে। পশু-পক্ষীর, এমন কি স্থাবর বৃক্ষাদিরই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আমাদের কথা আর কি বলিব ?

৪১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৪২। **গুরুতুল্য স্ত্রীগণের**—মাসী, পিসি, মামী, খুড়ী, জেঠী প্রভৃতি গুরুতুল্য সম্বন্ধের অনুরূপ সম্বন্ধ যে স্ত্রীগণের সঙ্গে আছে, তাঁহারাই গুরুতুল্য স্ত্রীগণ।

পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৪৩

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধম্ (১০।২৯।৪০)—
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১৭

'হরি'-শব্দের নানা অর্থ, দুই মুখ্যতম—।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের গুণমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার সেবাদ্বারা তাঁহাকে প্রীত করার জন্য লুব্ধ হন। কিন্তু কে কি ভাবে সেবা করিতে লুব্ধ হন, তাহাই বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের গুণে যুবতী স্ত্রীগণ আকৃষ্ট হন—(কান্তাভাবে সেবার জন্য); এই পয়ারে বলা হইতেছে—গুরুশ্রেণীয়া স্ত্রীলোকগণ বাৎসল্যভাবের সেবাদ্বারা এবং পুরুষগণ—দাস্য-সখ্যাদি ভাবের সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য আকৃষ্ট হন।

এই পয়ারেও 'গুরুতুল্য স্ত্রীগণ' বলাতে চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথাই বলা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের গুরুতুল্য স্ত্রীগণের অস্তিত্ব-কল্পনা সঙ্গত নহে।

দাস্য-সখ্যাদি—এইস্থলে আদি-শব্দে বাৎসল্য বুঝায়। নন্দ-উপানন্দ-প্রভৃতি পুরুষ-বর্গের শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-ভাব ছিল।

পুরুষাদিগণ—এইস্থলে আদি-শব্দের সঙ্গে 'দাস্য-সখ্যাদির' আদি-শব্দের সহিত সম্বন্ধ। পুরুষাদির আদি-শব্দে যশোদা-রোহিণী-কিলিম্বাদিকে বুঝায়; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের বাৎসল্যভাব ছিল।

৪৩। শ্রীকৃষ্ণ-গুণের এমন অচিন্ত্য-শক্তি যে, স্ত্রী-পুরুষাদি এবং লক্ষ্ম্যাদিকে তো আকর্ষণ করেই, পক্ষি-মৃগাদিকেও, এমন কি বৃক্ষ-লতাদিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই উক্তিও কেবল চিন্ময় ভগবদ্ধামের—চিন্ময় পক্ষি-মৃগ-বৃক্ষলতাদির সম্বন্ধেই সম্ভব।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী (২।২৪।১৬) শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৩-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৪। এক্ষণে 'হরিঃ'-শব্দের অর্থ করিতেছেন। হৃ-ধাতু হইতে হরি-শব্দ নিষ্পন্ন; হৃ-ধাতুর অর্থ হরণ করা; সুতরাং যিনি হরণ করেন, তিনিই হরি, এবং ইহাই হরি-শব্দের মুখ্য বা স্বরূপ-গত অর্থ। **নানা অর্থ**—হরি-শব্দের অনেক অর্থ। **দুই মুখ্যতম**—হরি-শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে অনেকই মুখ্য; কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুইটী অর্থ মুখ্যতম—সকল অর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্ব অমঙ্গল ইত্যাদি—মুখ্যতম অর্থ দুইটী কি, তাহা বলিতেছেন; যিনি হরণ করেন, তিনি হরি। মুখ্যতম অর্থে হরি কি হরণ করেন? উত্তর:—প্রথমতঃ—সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন; দ্বিতীয়তঃ—প্রেম দিয়া মন হরণ করেন। এই দুইটীই হরিশব্দের মুখ্যতম অর্থ। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই দুইটী অর্থ আরও পরিস্ফুট রূপে বিবৃত হইয়াছে।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতির দরুণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখের পরিবর্ত্তে মায়ার কবলে পতিত হইয়া নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের যে দুইটী গুণ মায়াবদ্ধ জীবকে তাহার স্বরূপে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবার আনন্দ দিতে পারে, সেই দুইটী গুণই জীবের সম্বন্ধে মুখ্যতম। এই দুইটী গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই "হরি"-শব্দের মুখ্যতম অর্থ দুইটী করা হইয়াছে। প্রথমতঃ—তিনি সর্ব্ব-অমঙ্গল হরণ করেন; অর্থাৎ জীবের সমস্ত অমঙ্গলের হেতু যে মায়া-বন্ধন, তাহা দূর করেন। দ্বিতীয়তঃ—মায়া হইতে জীবকে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রেম দেন এবং স্বচরণ-সেবা দিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করেন।

কেবল মায়ামুক্ত করিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে জীবের প্রতি তাঁহার করুণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত না—কারণ, সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত জীবও মায়া হইতে মুক্ত; তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

যৈছে-তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥ ৪৫

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।১৯)—
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পাকাদ্যর্থং প্রজ্বলিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ করোতি তথা রাগাদিনা কথঞ্চিৎ মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্বভক্তিমহিমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি অহো উদ্ধব বিস্ময়ং শৃণ্বিতি ॥ স্বামী ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা হইয়াছে, যিনি হরণ করেন, তিনিই হরি। হরণ করা অর্থ চুরি করা। তাহা হইলে, হরি-শব্দের মোটামোটী অর্থ হইল চোর। তবে সাধারণ চোরে এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ চোরে (হরিতে) অনেক পার্থক্য আছে। সাধারণ চোর গৃহস্থের জিনিসপত্র লইয়া যায়, গৃহস্থ যাহা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহাই লইয়া যায়; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে গৃহস্থের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যায় না; ব্যস্ততা বশতঃ সিঁদ কাটার যন্ত্রাদি যাহা কিছু ফেলিয়া যায়, তাহা গৃহস্থের কোনও কাজে লাগে না; এবং তাহা রক্ষা করিতে গেলে অনেক সময় গৃহস্থকে বিপন্নই হইতে হয়; কিন্তু শ্রীহরিরূপ চোরের স্বভাব অদ্ভুত। জীব সংসারে মায়িক বস্তুকেই উপাদেয় বলিয়া মনে করে এবং মায়িক বস্তুতে তাহার যে আসক্তি, তাহাও উপাদেয় বলিয়া মনে করে; শ্রীহরি জীবের এই উপাদেয় বস্তুটী (মায়িক বস্তুতে আসক্তিটী) হরণ করিয়া নেন। তাহার পরিবর্ত্তে জীবের চিত্তে তিনি যাহা রাখিয়া যান, তাহা সাধারণ চোরের ন্যায় ব্যস্ততার ফল নহে, অনিচ্ছাকৃতও নহে; এবং তাহা জীবের পক্ষে বিপজ্জনকও নহে—বরং পরম উপাদেয় ও পরম আস্বাদ্য। মায়িক বস্তুতে আসক্তির পরিবর্ত্তে শ্রীহরি জীবের চিত্তে যাহা দেন, তাহা কৃষ্ণপ্রেম—যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে এবং যাহার আস্বাদন-মাধুর্য্যের নিকটে বিষয়ভোগ্য বস্তুতো দূরের কথা—স্বর্গের অমৃতও অতি তুচ্ছ—এমন কি, মোক্ষানন্দও অতি হেয়। ১।১।৪-শ্লোকের টীকায় "হরি"-শব্দের অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৫। হরি কিরূপে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করেন, তাহার কিঞ্চিৎ এই পয়ারে এবং অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

যৈছে তৈছে—যে কোনও রূপে; হেলায় বা শ্রদ্ধায়, স্তুতিচ্ছলে বা নিন্দাচ্ছলে, শুচি অবস্থায় বা অশুচি অবস্থায়, শুভ সময়ে বা অশুভ সময়ে, যে কোন ভাবেই হউক না কেন, শ্রীহরি স্মরণ করিলেই চারিবিধ পাপ দূরীভূত হয়। **যোই কোই**—যে কেহ; বৈষ্ণব হউক বা অবৈষ্ণব হউক, হিন্দু হউক বা অ-হিন্দু হউক, স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, শিশু হউক বা বয়স্ক হউক, রোগী হউক বা নীরোগ হউক, ধনী হউক বা নির্ধন হউক, যে কেহই হরি-স্মরণ করিবেন, তিনিই চারিবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

শ্রীহরিস্মরণে দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার কোনও অপেক্ষা নাই।

চারিবিধ পাপ—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক এই চারিবিধ পাতক। **অথবা**—অপ্রারব্ধ-ফল, ফলোন্মুখ, বীজ এবং কূট, এই চারি রকমের পাপ। কূট—প্রারব্ধভাবে উন্মুখ। বীজ—বাসনাময়। ফলোন্মুখ—প্রারব্ধ। অপ্রারব্ধ-ফল—যাহা এখনও কূটাদিরূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

পাপাদির নাশ অবশ্য শ্রীহরি-স্মরণের মুখ্য ফল নহে, ইহা আনুষঙ্গিক ফল; মুখ্য ফল প্রেমপ্রাপ্তি।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। উদ্ধব (হে উদ্ধব)! সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (যাহার শিখা উত্তমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ—প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) যথা (যেমন) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহকে) ভস্মসাৎ করোতি (ভস্মসাৎ করে) তথা (তদ্রূপ) মদ্বিষয়া (আমাবিষয়ক) ভক্তিঃ (ভক্তি) কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপে) এনাংসি (পাপসমূহকে) [ভস্মসাৎ করোতি] (ভস্মীভূত করিয়া থাকে)।

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্মাবিদ্যা-নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥ ৪৬
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৪৭
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সভার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সম কাষ্ঠ-রাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়ক-ভক্তি সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে। ১৮

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। তবে—চারিবিধ পাপ নষ্ট করার পরে।

ভক্তি-বাধক—যাহা ভক্তির বাধা জন্মায়; ভক্তির উন্মেষের পক্ষে বিঘ্নকারক।

কর্ম্মাবিদ্যা—কর্ম্ম এবং অবিদ্যা। কর্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, সমস্তই ভক্তির বাধক। "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। ১।১।৫২॥" **অবিদ্যা**—রজস্তমোময়ী মায়ার নাম অবিদ্যা। মায়াজনিত অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অজ্ঞান; শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-সাধক জ্ঞান।

শ্রবণাদ্যের—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির। **শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা**—যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে হৃদয়ে উন্মেষিত হয় (শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ২।২২।৫৭)—হরি-স্মরণের ফলে সেই প্রেম চিত্তে প্রকাশিত হয়।

হরিস্মরণের ফলে প্রথমে আনুষঙ্গিকভাবে চারিবিধ পাপ নষ্ট হয়; তারপর শুভাশুভ কর্ম্মবাসনা দূর হয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বহির্ম্মুখতা-সাধক জ্ঞান তিরোহিত হয়; সর্ব্বশেষে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রেম প্রকটিত হয়। ২।২৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা—ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন :—"শ্রবণাদি সাধন-ভক্তিতে রুচি জন্মাইয়া তাহাতে প্রবর্ত্তিত করেন; তৎপরে সেই শ্রবণাদি সাধনভক্তির ফল প্রেমকে তাহার হৃদয়ে প্রকাশ করেন।" কোনও কোনও স্থলে এই অর্থও সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু ইহাকেই উক্ত পয়ারার্দ্ধের একমাত্র অর্থ ধরিতে গেলে বুঝা যায়—শ্রবণাদি-নবধা-ভক্তি-অঙ্গ-সকলের সহায়তা ব্যতীত হরিস্মরণ স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এক অঙ্গ সাধনের দ্বারাও কৃষ্ণপ্রেম মিলিতে পারে। স্মরণ নবধা-ভক্তিরই একটী অঙ্গ; সুতরাং কেবল শ্রীহরিস্মরণদ্বারাও প্রেম মিলিতে পারে (২।২২।৭৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ শ্রীলঠাকুর-মহাশয় এই স্মরণকেই রাগানুগীয় সাধনের মুখ্য অঙ্গ বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা"; "মনের স্মরণ প্রাণ।"—ইত্যাদি। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাও এই কথাই বলেন।

৪৭। তবে—হৃদয়ে প্রেম প্রকাশ করিয়া তার পরে। **নিজগুণে**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের গুণ-মাধুর্য্যাদি-দ্বারা। **হরে দেহেন্দ্রিয়-মন**—দেহকে হরণ করেন, ইন্দ্রিয়কে (চক্ষু-কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়কে) হরণ করেন এবং মনকেও (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়কেও) হরণ করেন। দেহ-হরণ এই যে, দেহে "আমি, আমার" ইত্যাদি ভাব দূর করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস্যে নিযুক্ত করেন। চক্ষু-কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় হরণ এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রাকৃত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিযুক্ত করেন; শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীবিগ্রহের) রূপাদি-দর্শনে চক্ষুকে, নাম-গুণাদি শ্রবণে কর্ণকে, চরণ-তুলসী-আদির আঘ্রাণে নাসিকাকে, মহাপ্রসাদাদি-গ্রহণে কিম্বা নাম-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনে জিহ্বাকে এবং প্রসাদী চন্দন-মাল্যাদির স্পর্শে ত্বক্‌কে নিযুক্ত করেন। আর, মন-বুদ্ধি-চিত্তাদিকে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ-মননাদিতে নিযুক্ত করেন এবং "আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র" ইত্যাদি অহঙ্কার দূর করিয়া "আমি কৃষ্ণের দাস" ইত্যাদি অভিমান (অহঙ্কারাত্মিকা বৃত্তির কাজ) জন্মাইয়া দেন।

৪৮। চারিপুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বাসনা দূর করেন।

'চ অপি' দুই শব্দ অব্যয় হয়।

যেই অর্থে লাগাইয়ে, সেই অর্থ কহয় ॥৪৯

তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ॥৫০

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।

যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥ ১৯

'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ ৫১

তথাহি তত্রৈব—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।

তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ ॥ ২০

এই একাদশ পদের অর্থনির্ণয়।

এবে শ্লোকার্থ করি, যাহাঁ যে লাগয় ॥ ৫২

'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম।

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চ ইতি। অন্বাচয়ে একতরস্য প্রাধান্যে। সমাহারে একরূপে আহরণ-বিষয়িকা ক্রিয়া সমাহার স্তস্মিন্। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৯

সম্ভাবনা অত্রৈবাস্তি ন বা। সমুচ্চয়ে নিশ্চয়ার্থে॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরে সবার মন—সকলের মন, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মন পর্য্যন্তও নিজের গুণে মুগ্ধ হইয়া যায়, 'শৃঙ্গার রস-রাজ-মূর্ত্তিধর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্ত-হর ॥ ২।৮।১১২ ॥"

এই পর্য্যন্ত হরি-শব্দের মুখ্য অর্থ বিবৃত করিলেন।

৪৯। এক্ষণে আত্মারাম-শ্লোকের অন্তর্গত "চ" ও "অপি"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। "চ" ও "অপি" এই দুইটী শব্দই অব্যয়। **অব্যয়**—ব্যাকরণের একটী শব্দ; কোনওরূপ বিভক্তির যোগে যে শব্দগুলির কোনও রূপান্তর হয় না, সেই শব্দগুলিকে অব্যয় শব্দ বলে। **যেই অর্থে** ইত্যাদি—"চ" ও "অপি" এই দুইটী শব্দ যে কোনও অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

৫০। তথাপি ইত্যাদি—"চ" এবং "অপি" যে কোনও অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারিলেও তাহাদের কয়েকটী মুখ্য অর্থ আছে। সেই মুখ্য অর্থগুলিই এ স্থলে বলা হইতেছে।

"চ"-শব্দের মুখ্য অর্থ সাতটী। এই সাতটী অর্থ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। একতরের প্রাধান্যে, সমাহারে (একত্রীকরণে), পরস্পরার্থে, সমুচ্চয়ে (পূর্ব্ববাক্যের পরবাক্যে অনুবর্ত্তনে), যত্নান্তরে, শ্লোকের পাদ-পূরণে ও নিশ্চয়ার্থে "চ" শব্দের প্রয়োগ হয়। ১৯

৫১। অপি-শব্দের ইত্যাদি—অপি-শব্দের বহু অর্থ থাকা সত্ত্বেও সাতটি অর্থ মুখ্য। এই সাতটি অর্থ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ এবং কামাচার-ক্রিয়া—এই সাত অর্থে অপি শব্দ প্রযুক্ত হয়। ২০

৫২। এই একাদশ ইত্যাদি—আত্মারাম-শ্লোকের অন্তর্গত যে এগারটী পদ আছে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ এগারটী পদেরই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করা হইল। এক্ষণে যথাযথ-ভাবে ঐ সমস্ত অর্থের যোগে মূল শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

৫৩। পূর্ব্বে বলা হইইয়াছে, আত্মা-শব্দের একটী অর্থ 'ব্রহ্ম'। এখন "ব্রহ্ম" বলিতে কি বুঝায় তাহা বলিতেছেন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৭)—

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ২১

সেই 'ব্রহ্ম' শব্দে কহে—স্বয়ং ভগবান্ ।

যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥ ৫৪

তথাহি (ভাঃ ১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৃহত্ত্বাৎ অতিশয়-বস্তুত্বাৎ সর্ব্বানুমাপকত্বাৎ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্ম=বৃন্‌হ্ +মন্ কর্ত্তৃবাচ্যে। বৃন্‌হ্ ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃন্‌হ্ ধাতু বর্দ্ধনে, বড় হওয়ায় বা বড় করায়। তাহা হইলে, যিনি নিজে বড় হন এবং অপরকেও বড় করেন, তিনিই ব্রহ্ম (বৃংহতি বৃংহয়তি চ)। "বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বি, পু, ১।১২।৫৭ ॥" ব্রহ্ম-শব্দের একটী অর্থ হইল বড়, যাহার বড়ত্ব অন্যনিরপেক্ষ, অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে সকল অপেক্ষা বড়, তিনিই ব্রহ্ম। তাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ তত্ত্ব-সর্ব্ববৃহত্তম।" যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম (বড়) তত্ত্ব, তিনিই ব্রহ্ম। **স্বরূপ ঐশ্বর্য্য** ইত্যাদি—কিসে কিসে বড় তাহা বলিতেছেন। স্বরূপে ও ঐশ্বর্য্যে যাঁহার সমান কেহ নাই অর্থাৎ স্বরূপে ও ঐশ্বর্য্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় তিনিই ব্রহ্ম।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত এবং সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রযুক্ত সেই তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলা হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৪। সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি—ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। ব্রহ্ম-শব্দের একটী অর্থ বলা হইয়াছে, "বৃংহয়তি"—যিনি অপরকে বড় করেন। যিনি অপরকে বড় করেন, তাঁহার অবশ্যই বড় করিবার শক্তি আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সশক্তিক; তিনি নিঃশক্তিক নহেন। ব্রহ্ম শব্দের আর এক অর্থ হইল—বড়। তাহা হইলে শক্তি-আদিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু যিনি শক্তি-আদিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ং ভগবান্‌ই সূচিত হইতেছেন। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা হইতে বুঝা যাইবে—ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ—অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব; তিনি সাকার, সশক্তিক।

যাহাবিনু ইত্যাদি—কালত্রয়ে (অতীতে, বর্ত্তমানে, এবং ভবিষ্যতে) যে ব্রহ্ম (বা স্বয়ং ভগবান্) ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত অপর কোন বস্তুরই অন্য-নিরপেক্ষ-সত্ত্বা নাই এবং থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম যে সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য, তাহাই বলা হইল। এই পয়ারার্দ্ধের স্থলে কোনও গ্রন্থে "তিন কালে সত্য যেই শাস্ত্রপ্রমাণ"-এই পাঠান্তর, আবার কোনও গ্রন্থে "অদ্বিতীয়-জ্ঞান যাহা বিনু নাহি আন।"—এরূপ পাঠান্তরও আছে। অদ্বিতীয় জ্ঞান অর্থ—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব।

পরবর্ত্তী "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকটী এখানে উদ্ধৃত করার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকেই উপাসনাভেদে কেহ (নির্ব্বিশেষবাদিগণ) (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম-বলেন, কেহ (যোগিগণ) পরমাত্মা বলেন, আবার কেহ বা (ভক্তগণ) ভগবান্ বলিয়া থাকেন। ইহার হেতু এই যে, যাঁহার যেরূপ উপাসনা, যিনি যেরূপে ব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করেন, ব্রহ্মও সেইরূপেই তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। এজন্যই উপসনা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকর নিকট তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকট হন। "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ২।২০।১৩৪ ॥"

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সেই অদ্বয় তত্ত্ব---কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌।
তিন কালে সত্য সেই শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ৫৫

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩২)—
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্‌।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্‌ ॥ ২৪

‘আত্মা’ শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ ৫৬

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৫) ভাবার্থদীপিকায়াম্‌—
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আততত্বাৎ স্বরূপবিস্তারত্বাৎ। মাতৃত্বাৎ জগদ্‌যোনিরূপত্বাৎ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২৪

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৫। সেই অদ্বয়তত্ত্ব ইত্যাদি—ব্রহ্ম-শব্দে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকেই বুঝায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। সুতরাং শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনেই ব্রহ্ম-শব্দের চরমতাৎপর্য্য। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তিনকালে সত্য** ইত্যাদি—এস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন”-এরূপ পাঠান্তর আছে।

পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখাইতেছেন—অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সত্য বস্তু।

শ্লো ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। পূর্ব্বোল্লিখিত “বদন্তি-তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং “ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্‌ এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। উপাসনাভেদে সাধকের নিকটে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এই তিনরূপে আত্মপ্রকট করিলেও ঐ তিনটী শব্দের চরম তাৎপর্য্য যেস্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেই, তাহা দেখাইতেছেন। ব্রহ্ম-শব্দের তাৎপর্য্য যে স্বয়ং-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণে, তাহা পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে। এক্ষণে পরমাত্মা-শব্দের তাৎপর্য্যও যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই দেখাইতেছেন—“আত্মা-শব্দে কহে” ইত্যাদি পয়ারের দ্বারা।

আত্মা—আ—অত+মন্‌ কর্ত্তৃবাচ্যে। অত্‌-ধাতু বন্ধনে। আ অর্থ সম্যক্‌। তাহা হইলে, যিনি সম্যক্‌রূপে বন্ধন করেন, তিনিই আত্মা। যিনি সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদ্বারা সকলেই সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হইতে পারে—একেবারে সর্ব্বদিকে আবদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে, যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনিই আত্মা। আবার যে যাহা করিয়াছে, করিতেছে, বা করিবে, অথবা যে যাহা ভাবিয়াছে, ভাবিতেছে, বা ভাবিবে, তাহাই যিনি জানিতে পারেন—তাঁহাদ্বারাও সকলে সম্যক্‌রূপে বদ্ধ; কারণ, তিনি যখন সকল জানেন, সমস্ত ক্রিয়া বা চিন্তারই সাক্ষী, তখন এমন কোনও ফাঁক কোনও স্থানে নাই, যাহাদ্বারা তাঁহার নিকট হইতে কেহ অব্যাহতি পাইতে পারে। সুতরাং যিনি সর্ব্বসাক্ষী, তিনিই আত্মা। সর্ব্বব্যাপকত্বের এবং সর্ব্বসাক্ষিত্বের পরাকাষ্ঠা যাহাতে—তিনিই পরমাত্মা। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বব্যাপক (কারণ, তিনি আশ্রয়তত্ত্ব), এবং সর্ব্বসাক্ষী—যেহেতু তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং ত্রিকাল-সত্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেতেই পরমাত্মা-শব্দের চরম তাৎপর্য্য। এইরূপ অর্থ যে শ্রীধরস্বামিপাদেরও অনুমোদিত, তাহা স্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকাটীকা হইতে, আত্মা-শব্দের অর্থ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—আততত্বাচ্চ ইত্যাদি।

কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ—স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; কারণ, তিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ও আশ্রয়-তত্ত্ব; এজন্য তিনি সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং পরমাত্মা। **সর্ব্বব্যাপক**—যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। **সর্ব্বসাক্ষী** যিনি সকলকেই দেখেন বা জানেন। **পরমস্বরূপ**—যাঁহার স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অন্যান্য সকল স্বরূপের মূল যিনি।

শ্লো।২৪। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। স্বরূপে অতি বৃহত্ত্ব-প্রযুক্ত এবং জগতের কারণত্ব প্রযুক্ত শ্রীহরিই পরমাত্মা।

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন—।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ;—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৫৭

তিন-সাধনে ভগবান্ তিন-স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্ত্বে প্রকাশে ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগৎ-কারণত্বে ব্যাপকত্ব বুঝাইতেছে। কার্য্য হইল কারণের ব্যাপ্য; আর কারণ হইল কার্য্যের ব্যাপক। শ্রীহরি জগতের কারণ হওয়ায় তিনি হইলেন জগতের ব্যাপক, আর জগৎ হইল তাঁহার ব্যাপ্য।

আততত্বাৎ—স্বরূপবিস্তারত্বাৎ (চক্রবর্ত্তী); স্বরূপে সর্ব্বত্র বিস্তৃত বলিয়া; সর্ব্ববৃহত্তত্ত্ব বলিয়া, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া। আতত—আ-তন্+ক্ত। তন্-ধাতুর অর্থ বিস্তৃতি। আতত-শব্দ হইতেছে—বিস্তৃতি-সূচক তন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আর আত্মা-শব্দ হইতেছে বন্ধন-সূচক অত্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অত্-ধাতুর তাৎপর্য্য ব্যাপকত্বই আতত-শব্দে-সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বপয়োরোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৭। সেই কৃষ্ণ ইত্যাদি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটি শব্দের পরমতাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে হইলেও, একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কেন যে তিন রূপেতে সাধকদের নিকটে প্রতিভাত হন, তাহা বলিতেছেন—এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে। **সেই কৃষ্ণ**—যেই কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং যিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—সেই কৃষ্ণ। **প্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ সাধন**—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তিন রকম সাধন আছে; জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। **তিনের পৃথক্ লক্ষণ**—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই তিনটি সাধনের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ আছে; তিনটি সাধন এক রূপ নহে। তিন রকম সাধকের প্রাপ্তিও এক রূপ নহে—ভিন্ন ভিন্ন।

জ্ঞান—জ্ঞান-মার্গের সাধনে পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক মনে করা হয়। আর সাধক জীব নিজেকেও ঐ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া সাযুজ্য মুক্তি লাভ করাই জ্ঞানমার্গের সাধকের লক্ষ্য। ব্রহ্ম বলিতে সাধারণতঃ এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই বুঝায়। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বরূপ- ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিতুল্য। নির্ব্বিশেষ বলিয়া এই স্বরূপে শক্তি-আদির ক্রিয়া নাই।

যোগ—যোগমার্গের সাধনে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করা হয়। আর সাধক নিজেকে ঐ পরমাত্মার অংশ বলিয়া মনে করেন। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনই যোগমার্গের সাধকের লক্ষ্য।

ভক্তি—শুদ্ধাভক্তিমার্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করা হয়। আর সাধক নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া মনে করেন। দাসরূপে তাঁহার সেবা-প্রাপ্তিই সাধকের লক্ষ্য।

এই পরিচ্ছেদেই এসব বিষয় আরও বিশেষরূপে পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

৫৮। তিন সাধনে ইত্যাদি—পরতত্ত্বের ধারণা, জীবের স্বরূপের ধারণা এবং পরতত্ত্বের সঙ্গে জীব-স্বরূপের নিত্য-সম্বন্ধের ধারণার পার্থক্য বশতঃই জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের প্রাপ্তি তিন রকম হইয়া থাকে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—"পরতত্ত্বের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর; সুতরাং জীবের এমন কোনও শক্তি নাই যদ্দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং পরতত্ত্বের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ সম্যক্রূপে নির্ণয় করিতে পারে। এমতাবস্থায় জীব যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুক না কেন, তিনি নিজ মুখ্য স্বরূপেই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তরল জলের দ্রাবকতা-শক্তি না জানিয়া আমি যদি মনে করি যে, জল মিশ্রিকে গলাইতে পারে না এবং ইহা মনে করিয়া যদি আমি এক টুকুরা মিশ্রি জলে ফেলিয়া দেই, তাহা হইলে জল কি মিশ্রিকে গলাইবে না? নিশ্চয় গলাইবে—আমার অজ্ঞতাকে হেতু করিয়া জল কখনও তাহার শক্তি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। তদ্রূপ, পরতত্ত্বের স্বরূপাদি-সম্বন্ধে জীবের অপূর্ণ জ্ঞানকে হেতু করিয়া পরতত্ত্ব কখনও সাধক-জীবের নিকটে নিজের অপূর্ণ শক্তি বা অপূর্ণস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না; তাঁহার পূর্ণতম স্বরূপেই সকল সাধকের নিকট তিনি আত্মপ্রকট করেন।

তথাহি ভাঃ (ভাঃ ১।২।১১)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২॥

'ব্রহ্ম আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং জ্ঞানী ও ভক্ত নিজেদের জ্ঞানের অপূর্ণতা-বশতঃ বিভিন্ন ভাবে পরতত্ত্বের উপাসনা করিলেও তাঁহাদের প্রাপ্তি একরূপই হওয়ার সম্ভাবনা।

ইহার উত্তর এই—পরতত্ত্বাদির স্বরূপ যে বাক্য-মনের অগোচর, তাহা সত্য। তথাপি বাক্যদ্বারা তাঁহার স্বরূপাদির যতটুকু প্রকাশ করা যায়, দিগ্‌-দর্শনরূপে শাস্ত্র তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধককে শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ সাধনই অসম্ভব।

প্রাকৃত জগতে বস্তুশক্তি বুদ্ধি-শক্তির কোনও অপেক্ষাই রাখেনা। অগ্নির দাহিকা-শক্তি না জানিয়াও কেহ যদি আগুনে হাত দেয়, তবে তাহার হাত পুড়িবেই। আগুন সর্ব্বজ্ঞ নহে, অন্তর্য্যামী নহে, সর্ব্বশক্তিমান্‌ও নহে, আগুনের একাধিক স্বরূপও নাই। যদি আগুনের এই সমস্ত থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার বাসনাপূর্ত্তির নিমিত্ত, তাহার যে স্বরূপে দাহিকাশক্তি নাই, আমার হাতের চতুর্দ্দিকে সেই স্বরূপেই আত্মপ্রকট করিত। কিন্তু প্রাকৃত-আগুনের পক্ষে তাহা অসম্ভব; সুতরাং আগুন তাহার নিজ বস্তু-শক্তিই প্রকাশ করিবে। কিন্তু পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই যুক্তি খাটিতে পারেনা—তিনি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেন, এজন্য তাঁহার নাম "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" তিনি ভাবটি-মাত্র গ্রহণ করেন—অর্থাৎ সাধকের ভাবানুরূপ ফলই প্রদান করেন। গীতাতেও ইহার প্রমাণ আছে; "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—"যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমিও তাহাকে সেইভাবেই কৃপা করি।" ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। "আমাকে যে যেই ভাবেই ভাবুকনা কেন—জ্ঞানমার্গেই হউক, কি যোগমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক—যেই মার্গেই ইচ্ছা ভজন করুক না কেন—আমি সকলকেই একই ভাবে কৃপা করিব"—একথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। সাধকের ভাব অনুসারেই তিনি ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার একটী নাম বাঞ্ছাকল্পতরু—তিনি সকলের যথাযোগ্য বাসনা পূর্ণ করেন। ইহার হেতু এই যে, পরতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্, বহুস্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট করিতে পারেন। সাধকদিগের মনোবাসনা-পূর্ত্তির জন্য বহুস্বরূপেই তিনি অনাদি কাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। তিনি অন্তর্য্যামী, সাধকের মনোবাসনা জানিতে পারেন; তিনি বদান্য, সাধক যাহা চায়, তাহাই দিতে সমর্থ এবং তাহাই দিয়া থাকেন। লোকের মনোগত বাসনানুসারে কাজ করার শক্তি নাই বলিয়াই প্রাকৃত বস্তু কাহারও বুদ্ধি-শক্তির অপেক্ষা রাখে না, রাখিতে পারেনা—নিজের শক্তি সকল সময়েই একরূপে প্রকাশ করে। কিন্তু পরতত্ত্বের শক্তি সীমাবদ্ধ নহে—তাই সাধকের মনোগত বাসনানুসারে ফল দিতে সমর্থ এবং ফল দিয়াও থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহা হউক, শ্রীগ্রন্থ বলিতেছেন, সাধনের অনুরূপ ফলই সাধক পাইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি—জ্ঞানমার্গের উপাসক পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ স্বরূপে ধারণা করেন; সুতরাং পরতত্ত্বও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই তাঁহার নিকট প্রকট হন। যোগমার্গের উপাসক পরতত্ত্বকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে চিন্তা করেন; সুতরাং অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপেই যোগীর নিকট পরতত্ত্ব প্রকট হন। এবং ভক্ত তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ সবিশেষ ভগবান্‌রূপে চিন্তা করেন, সুতরাং ভক্তের নিকট তিনি ভগবান্‌রূপেই প্রকট হন। ২।২২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো ২৫। অন্বয় অন্বয়াদি ১।২।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৭। যদিও ব্যাপক অর্থ ধরিলে ব্রহ্মশব্দে ও আত্মাশব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্মশব্দে

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামিস্বরূপেতে ভাসে ॥ ৬০
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ংভগবত্ত্বে, ভগবত্ত্বে,—প্রকাশ দ্বিরূপ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়। ৬১

তথাহি (ভাঃ ১০।৯।২১)—
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৬

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ স্বরূপকেই বুঝায় এবং আত্মা-শব্দে তাঁহার অন্তর্য্যামী-স্বরূপকে বুঝায়—ইহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

রূঢ়িবৃত্তি—তিন রকম বৃত্তিতে শব্দের অর্থ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—যৌগিক অর্থ; কোনও শব্দের ধাতু ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে যৌগিক অর্থ বলে। যেমন মদ্যপ—পা-ধাতুর অর্থ পান করা; যে মদ্য পান করে, তাহাকে মদ্যপ বলা হয়; এস্থানে মদ্যপ শব্দের যৌগিক অর্থই হইল।

দ্বিতীয়তঃ—যোগরূঢ়; ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ-সমূহের মধ্যে বিশেষ একটী অর্থ যাহাতে বুঝায়, তাহাই যোগরূঢ় অর্থ। যেমন. পঙ্কজ; পঙ্কজ-শব্দের যৌগিক অর্থ হইল, যাহা পঙ্কে জন্মে; এই অর্থে পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি অনেক জিনিষকেই পঙ্কজ বলা যায়। কিন্তু পঙ্কজ বলিতে সাধারণতঃ কেবল পদ্মকে বুঝায়, অন্য কোনও জিনিষকে বুঝায় না। এজন্য পঙ্কজ শব্দের 'পদ্ম'-অর্থকে যোগরূঢ় বলে।

তৃতীয়তঃ—রূঢ়ি; যাহাতে শব্দের ধাতু-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ না বুঝাইয়া অন্য অর্থকে বুঝায়, তাহাকে রূঢ়ি অর্থ বলে। যেমন, মণ্ডপ। মণ্ডপ-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ হইল, যে মণ্ড পান করে (যে মাড় খায়); কিন্তু মণ্ডপ বলিলে আমরা মণ্ড-পায়ীকে বুঝি না—মণ্ডপ বলিলে আমরা বুঝি একটা ঘর; যেমন হরি-মণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ ইত্যাদি।

ব্রহ্ম-শব্দের ধাতুপ্রত্যয়-গত অর্থ হইল বৃহদ্বস্তু; ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নির্ব্বিশেষ অর্থ আসেনা। সুতরাং ব্রহ্ম বলিতে যে নির্ব্বিশেষ বুঝায়, ইহা ব্রহ্ম-শব্দের রূঢ়ি অর্থ। তদ্রূপ, আত্মা-শব্দের যে অন্তর্য্যামী অর্থ, ইহাও রূঢ়ি অর্থ।

নির্ব্বিশেষ—রূপ, আকার, গুণ, শক্তি ইত্যাদি যাহার নাই। **নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী**—নির্ব্বিশেষ এবং অন্তর্য্যামী।

৬০। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্তির কথা বলিয়া ভক্তের প্রাপ্তির কথা বলিতেছেন। ভক্তি-মার্গের সাধককেই ভক্ত বলে। **ভক্তি দুই রকমের**—রাগ-ভক্তি বা রাগানুগা-ভক্তি এবং বিধি-ভক্তি। ২।২২।৫৮ এবং ২।২২।৮৫-৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং ভগবত্ত্বে ইত্যাদি—যাঁহারা রাগানুগীয়মার্গে ভজন করেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব তাঁহাদের নিকটে স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রকাশিত হন; আর যাঁহারা বিধিভক্তি-মার্গে ভজন করেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব তাঁহাদের নিকটে ভগবান (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ) রূপে প্রকাশ পান। পরবর্ত্তী পয়ারে একথাই আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬২। বিধিমার্গের ভজনের সাধক বৈকুণ্ঠের উপযোগী পার্ষদদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়। ১।৩।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাঃ ৩।১৫।২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ২৭

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার—।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর॥ ৬৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুনঃ কথম্ভূতম্? যচ্চ নঃ উপরিস্থিতং ব্রজন্তি। কে? অনিমিষাং দেবানাং ঋষভঃ শ্রেষ্ঠো হরিঃ তস্যানুবৃত্ত্যা দূরে যমো যেষাম্। যদ্বা দূরীকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহমা ইতি পাঠে দূরীকৃতাহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং কারুণ্যাদিশীলং যেষাম্। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশ স্তস্য মিথঃকথনে যোঽনুরাগ স্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাম্। যদ্বা নঃ উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং নিরহঙ্কারত্বাৎ অস্মত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে যদ্ ব্রজন্তীত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ ২৭॥ অনিমিষাং কালানধীনানামিত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। অনিমিষাং (দেবতাদিগের) ঋষভানুবৃত্ত্যা (শ্রেষ্ঠ যে ভগবান্, তাঁহার অনুবৃত্তিদ্বারা—ভগবানে ভক্তিপ্রভাবে) দূরে যমাঃ (যম যাঁহাদের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছেন) হি নঃ উপরি (যাঁহারা আমাদেরও উপরে, অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিপ্রভাবে আমাদিগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (যাঁহাদের কারুণ্যাদিগুণ অন্যের স্পৃহণীয়), মিথঃ (পরস্পর) ভর্ত্তুঃ (প্রভুর—ভগবানের) সুযশসঃ (সুকীর্ত্তির) কথনানুরাগ-বৈক্লব্য-বাষ্পকলয়া (কীর্ত্তনে অনুরাগজন্য বিবশতাবশতঃ যাঁহাদের নেত্রে জলকণা) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (এবং যাঁহাদের অঙ্গে পুলক, তাঁহারা) যৎ (যেস্থানে—যে বৈকুণ্ঠে) ব্রজন্তি (গমন করেন)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন:—দেবগণের প্রধান বা অধীশ্বর ভগবানে ভক্তির প্রভাবে যাঁহারা যমকে দূরে অপসারিত করিয়াছেন, (ভক্তিপ্রভাবে) যাঁহারা আমাদিগ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের কারুণ্যাদিগুণ আমাদেরও স্পৃহণীয়, এবং যাঁহারা পরস্পর নিজ প্রভু ভগবানের উপাদেয় যশোরাশি কীর্ত্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ২৭

অনিমিষাং—যাঁহারা কালপ্রবাহের অধীন নহেন, কালপ্রভাবজাত বার্দ্ধক্যাদি যাহাদের নাই, তাঁহাদের; দেবতাদের। **অনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা**—অনিমিষদিগের (দেবতাদের) ঋষভ (প্রধান বা অধীশ্বর যিনি), সেই ভগবানের অনুবৃত্তি (সেবা বা ভক্তি) দ্বারা; **দূরেযমাঃ**—দূরে যম যাঁহাদের, তাঁহারা দূরেযমাঃ; ভক্তিপ্রভাবে যাঁহারা যমকে (অর্থাৎ যমের শাসনকে বা শাসন-ভয়কে) দূরে অপসারিত করিয়াছেন; যাঁহারা যমের শাসনের অতীত; **স্পৃহণীয়শীলাঃ**—স্পৃহণীয় (অপরের বাঞ্ছনীয়) শীল (কারুণ্যাদি গুণসমূহ) যাঁহাদের; যাঁহাদের কারুণ্যাদিগুণসমূহ অপরের (আমাদেরও—ব্রহ্মাদিদেবগণেরও) বাঞ্ছনীয়; **সুযশসঃ কথনানুরাগ-বৈক্লব্য-বাষ্প-কলয়া**—উত্তম যশোরাশির কথনে অনুরাগবশতঃ যে বৈক্লব্য (বিবশতা), সেই বৈক্লব্যবশতঃ (নয়নে উদ্গত) যে বাষ্পকলা (অশ্রুসমূহ), তাহার সহিত **পুলকীকৃতাঙ্গাঃ**—যাঁহাদের অঙ্গ পুলকীকৃত (পুলকিত) হইয়াছে। ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনবশতঃ যাঁহাদের নয়নে অশ্রু এবং দেহে পুলকের উদ্গম হইয়াছে, তাঁহারা—**নঃ উপরি**—এবং যাঁহারা উপরি উক্ত গুণাবলীর অধিকারী বলিয়া (ব্রহ্মাদিদেবগণেরও) উপরে, ব্রহ্মাদিদেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে যাইয়া থাকেন। অথবা (নঃ উপরি-বাক্যের উক্তরূপ অন্বয় না করিয়া, ব্রজন্তি-ক্রিয়ার সহিত তাহার অন্বয় করিলে), তাদৃশ ভক্তগণ **নঃ উপরি**—আমাদের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠলোকে **ব্রজন্তি**—গমন করেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৩। উপাসক তিন রকমের—অকাম, সর্ব্বকাম, আর মোক্ষ-কাম। স্বসুখবাসনাদি যাঁহাদের নাই, তাঁহারা

তথাহি (ভাঃ ২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ২৮

"বুদ্ধিমানের" অর্থ—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজকাম-লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৬৪

ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ ৬৫

অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অ-কাম। যাঁহারা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বকাম—ভুক্তি-মুক্তি-কামী। আর যাঁহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন, তাঁহারা মোক্ষকাম।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৪। বুদ্ধিমানের ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের "উদারধীঃ" শব্দের অর্থই "বুদ্ধিমান্"।

পূর্ব্ববর্ত্তী-শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অকামই হউন, সর্ব্বকামই হউন, কিম্বা মোক্ষকামই হউন, যে কেহই হউন না কেন, যদি তিনি বুদ্ধিমান্ হন, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা যদি তাঁহার থাকে, তবে নিজের অভীষ্ট বস্তুটী পাওয়ার নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিবেন—অন্য কাহাকেও নহে। শ্রীকৃষ্ণকে কেন ভজন করিবেন, তাহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

ইহাদ্বারা ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, নিজ কাম্যবস্তু পাওয়ার জন্য যিনি কৃষ্ণকে ভজন করেন না, তিনি বুদ্ধিমান্ নহেন।

ভজয়—ভক্তিযোগে উপাসনা করেন।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে ভুক্তি বা মুক্তি যাহাই কিছু নিজের অভীষ্ট হউক না কেন, তাহা পাওয়া যায় না। কারণ, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ইহাদের কোনও সাধনই ভক্তির সহায়তা ব্যতীত, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ফলও দিতে পারে না। এজন্যই বলা হয়—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান। ২।২২।১৪॥" "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ শ্রী, ভা, ১১।১৪।২১॥"

সব ফল ইত্যাদি—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান, নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে ভক্তির সহায়তার অপেক্ষা করে; কিন্তু ভক্তি নিজের ফল প্রদান করিতে কর্ম্মযোগাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। কারণ, ভক্তি স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ এবং ভক্তি প্রবল—নিজেই প্রভুত-শক্তি-সম্পন্না, সুতরাং অন্য কাহারও শক্তির অপেক্ষা রাখে না। কর্ম্মযোগাদি স্বতন্ত্রও নহে, প্রবলও নহে।

৬৬। অজাগলস্তন—অজা অর্থ ছাগী; ছাগীর গলায় যে মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে অনেকটা স্তনের মতনই; এজন্য উহাকে অজাগলস্তন (ছাগীর গলার স্তন) বলে। দেখিতে স্তনের মত দেখায় বলিয়াই উহাকে স্তন বলে, বাস্তবিক উহা স্তন নয়; কারণ, স্তনের ন্যায় উহা হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না। **অন্য সাধন**—ভক্তিব্যতীত অন্য সাধন। জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি। **অজাগলস্তন ন্যায়** অন্য সাধন—কর্ম্ম যোগ-জ্ঞানাদি অন্য সাধন, সাধন-সাদৃশ্যেই সাধন বলিয়া পরিচিত, বাস্তবিক ইহারা সাধন নহে। কারণ, যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধ্যবস্তু বা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধন বলে। যাহা দ্বারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাকে সাধন বলা সঙ্গত হয় না। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিও স্বতন্ত্রভাবে ভুক্তি-মুক্তি-আদি সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম-যোগাদিকে সাধন বলা যায় না। ভক্তিই প্রকৃত সাধন; কারণ, ভক্তি দ্বারা সাধকের যে কোনও অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়। তথাপি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিকে যে সাধন বলা হয়—তাহা কেবল ছাগীর গলার মাংসপিণ্ডকে স্তন বলার মত। অজাগলস্তন যেমন দেখিতেই স্তনের মত, কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ নাই, কর্ম্মযোগাদিও বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদিতেই সাধনের মত মনে হয়,

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৬)—
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ২৯

'আর্ত্ত' 'অর্থার্থী' দুই সকাম ভিতরে গণি।
'জিজ্ঞাসু' 'জ্ঞানী' দুই মোক্ষকাম মানি ॥ ৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব তে চ সুকৃতিতারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি তে চতুর্ব্বিধাঃ—আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্য স্তর্হি মাং ভজতি অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনে সংসরতি এবং উত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসু রাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী অত্র পরত্র চ ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ। স্বামী ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাস্তবিক সাধন নহে; কারণ, সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে না। ভক্তির সহায়তা যখন পায়, তখনই তাহারা সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে; তাহা না হইলে নয়; ভক্তি কিন্তু কর্ম্মযোগাদির সহায়তাব্যতীতই সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে। এজন্যই বলা হইয়াছে, যাহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এই সমস্ত বিচার করিয়া শ্রীহরিকেই ভজনা করেন অর্থাৎ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন)! ভরতর্ষভ (হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ)! আর্ত্তঃ (বিপদগ্রস্ত বা রোগাদিদ্বারা অভিভূত), জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুক), অর্থার্থী (ধনাদিপ্রার্থী), জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী—আত্মবিৎ) [এতে] (এই) চতুর্ব্বিধাঃ (চারি রকম) সুকৃতিনঃ (সুকৃতী) জনাঃ (লোক) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে)।

অনুবাদ। হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন! আর্ত্ত (বিপদগ্রস্ত), জিজ্ঞাসু (তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু) অর্থার্থী (ধনাদি-প্রার্থী) এবং জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতী লোক-সকল আমার ভজন করেন। ২৯

আর্ত্তঃ—রোগাদিতে অভিভূত; যাহারা বহুকাল যাবৎ কোনও কঠিনরোগে ভুগিতেছে, কিম্বা যাহারা অন্য কোনওরূপ বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আর্ত্ত বলে; রোগাদি হইতে বা বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকে—যদি তাহারা সুকৃতী হয়; সুকৃতী না হইলে শ্রীকৃষ্ণভজনে মতি হইবে না—বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অন্যদেবদেবীর পূজাদিই করিতে ইচ্ছুক হইবে। **জিজ্ঞাসুঃ**—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক; **অর্থার্থী**—ধন-সম্পত্তি-আদি ইহকালের এবং স্বর্গাদি পরকালের ভোগসাধন বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছুক; **জ্ঞানী**—আত্মবিৎ; বিশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট সন্ন্যাসী (চক্রবর্ত্তী); পরবর্ত্তী ৬৭ পয়ারে "জিজ্ঞাসু" ও "জ্ঞানীকে" মোক্ষকাম বলা হইয়াছে; তাহাতে বুঝা যায়, এই শ্লোকে "জ্ঞানী" বলিতে "নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ" ব্যক্তিকেই,—জ্ঞানমার্গের সাধককেই—লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু-আদি যদি **সুকৃতিনঃ**—সুকৃতী হয়, পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য যদি তাহাদের থাকে, তাহা হইলে তাহারা স্ব-স্ব-অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম ব্যক্তিগণ যদি সুবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকে। এই শ্লোকেও তাহাই বলা হইল—"আর্ত্ত" ও "অর্থার্থী" ব্যক্তিগণ সকাম বলিয়া "সর্ব্বকামের" এবং "জিজ্ঞাসু" ও "জ্ঞানী" ব্যক্তিগণ "মোক্ষকামের" অন্তর্ভুক্ত।

৬৭। জ্ঞান-মার্গের সাধকগণ সকলেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণী দেখা যায়। প্রথমতঃ, যাঁহারা পরতত্ত্বের একমাত্র নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ স্বরূপের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করেন, কিন্তু সাকার, সগুণ, স-শক্তিক কোনও স্বরূপের অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করেন না (এস্থলে সগুণ অর্থ অপ্রাকৃত-গুণ-সম্পন্ন—প্রাকৃত-গুণযুক্ত নহে)। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষস্বরূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বীকার করেন, এবং সবিশেষ স্বরূপকে মায়িক সত্ত্ব-গুণজাত বলিয়া মনে করেন। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ স্বীকার করেন, সবিশেষস্বরূপও স্বীকার করেন; এবং সবিশেষ-স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়াই স্বীকার করেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞানী সাধকেরাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। ইহার কারণ এইঃ—সকল সাধকই মায়া হইতে মুক্তি-লাভ করিতে চাহেন। মায়া কিন্তু ভগবানের শক্তি, তাই এই মায়া জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। গীতা।" জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই এই দৈবীমায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। শ্রীভগবান্ ব্যতীত অপর কেহই ভগবানের শক্তি মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। তাই যাঁহারা শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহার শরণাপন্ন হন, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহার কৃপায় এই দৈবীমায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা।" ইহাই হইল গীতার উক্তি। এই উক্তি হইতে বুঝা গেল, ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া শরণাগত-জীবকে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন, এবং ইহা ব্যতীত নিষ্কৃতির অন্য পন্থাও নাই। তাহা হইলে, ভগবানের যেই স্বরূপে কৃপালুতা আছে, সেই স্বরূপের উপাসনা করিলেই তিনি উপাসকের প্রতি কৃপা দেখাইতে পারেন; কিন্তু যে স্বরূপে কৃপালুতাদি অপ্রাকৃত গুণ নাই, সেই স্বরূপ কিরূপে কৃপা দেখাইবেন? ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ হইলেন নির্গুণ—কৃপালুতা ও ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ তাঁহাতে নাই; সুতরাং তিনি সাধকের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতেও পারেন না, তাঁহাকে মায়া হইতে উদ্ধার করিতেও পারেন না—উদ্ধার করার শক্তিও তাঁহার নাই; কারণ, তিনি নিঃশক্তিক।

সুতরাং একমাত্র সবিশেষ-স্বরূপের উপাসনা করিলেই তিনি কৃপা করিয়া সাধক-জীবকে মায়া হইতে মুক্ত করিতে পারেন; কারণ, তিনি সগুণ সশক্তিক বলিয়া কৃপালুতা ও ভক্তবাৎসল্যাদিগুণ তাঁহাতে আছে, এবং সশক্তিক বলিয়া কৃপা করিয়া সাধক-জীবকে মায়া হইতে উদ্ধার করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। এজন্যই শেষোল্লিখিত জ্ঞানী-সাধকগণ মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ লইয়া মায়া হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনিও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে মায়া-মুক্ত করিয়া তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য দিয়া থাকেন। ভক্তি-শাস্ত্রের মতে একমাত্র এই শ্রেণীর জ্ঞানী-সাধকগণই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অপর দুই শ্রেণী নহে। কারণ, যাঁহারা সবিশেষ স্বরূপের অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করেন না, সুতরাং কোনও সবিশেষ-স্বরূপের শরণাপন্ন হন না, তাঁহাদিগকে মায়া-মুক্ত করিবেন কে? মায়ামুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তো আর মায়াতীত-নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য হইতে পারে না? তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ তো নির্গুণ, নিঃশক্তিক; নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনার কথাও তিনি জানিতে পারেন না—কারণ, তাঁহাতে সংবিৎ-শক্তি নাই। এইজন্য এবং কৃপালুতাদি-গুণ-শূন্য বলিয়া তিনি সাধককে মায়া-মুক্ত করিতে পারেন না। আর যাঁহারা সবিশেষ-স্বরূপকে মায়িক-সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরও ঐ অবস্থা। তাঁহারা যদি সবিশেষ বিগ্রহের শরণাপন্ন হন, তথাপি তাঁহারা মায়ামুক্ত হইতে পারেন না। কারণ, সবিশেষ স্বরূপকে তাঁহারা মায়িক বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন, সবিশেষ স্বরূপও তাঁহাদের নিকটে মায়িক-বিগ্রহ-রূপেই ক্রিয়া করিবেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা।" মায়াতীত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকটে প্রকাশ করিবেন না। যিনি নিজেই মায়িক-বিগ্রহ, তিনি কখনও কাহাকেও মায়া হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত কোনও মানুষ কখনও কোনও বস্তুকে বায়ুমণ্ডলের বাহিরে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। নিদ্রিত ব্যক্তি কখনও ইচ্ছা করিয়া অপর নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে পারে না।

যাহা হউক, এখন মূল পয়ারের মর্ম্ম প্রকাশ করা যাউক।

আর্ত্ত-ভক্ত ও অর্থার্থী-ভক্ত এই উভয়েই সকাম। কারণ, রোগাদি হইতে মুক্তি, স্বর্গাদি ভোগ প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিজনক বস্তুই তাঁহাদের প্রার্থনীয়।

এই চারি সুকৃতী হয়ে মহা ভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধভক্তিদান ॥ ৬৮
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৬৯

তথাহি (ভাঃ ১।১০।১১)—
সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তেষাং পুনঃ কৃষ্ণবিরহাসহনং কৈমুতিকন্যায়েনাহ সৎসঙ্গাদিতি দ্বাভ্যাম্। সতাং সঙ্গাদ্ধেতোঃ মুক্তঃ পুত্রাদিবিষয়ো দুঃসঙ্গো যেন সঃ। সদ্ভিঃ কীর্ত্ত্যমানঃ রুচিকরং যস্য যশঃ সকৃদপ্যাকর্ণ্য সৎসঙ্গং ত্যক্তুং ন শক্নোতি ॥ স্বামী ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই দুই শ্রেণীর ভক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন (মোক্ষকামী)।

৬৮। এই চারি—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। ইঁহারা মহাভাগ্যবান্, পরম-সুকৃতিশালী। যেহেতু কৃষ্ণের কৃপায় কিম্বা সাধুর কৃপায়, অর্থাদির বা মোক্ষাদির কামনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করেন।

তত্তৎকামাদি—প্রত্যেকের নিজ নিজ বাসনা। আর্ত্তভক্ত রোগাদি হইতে নিষ্কৃতির জন্য কৃষ্ণ-ভজন করেন; এই রোগ-নিষ্কৃতি হইল তাঁহার কাম। অর্থার্থী—ধন-জন-স্বর্গাদির জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ধন-জনাদি হইল তাঁহার কাম। জিজ্ঞাসু—আত্ম-জ্ঞান-লাভের জন্য ভজন করেন, আত্ম-জ্ঞান লাভ হইল তাঁহার কাম। জ্ঞানী—সাযুজ্য-মুক্তি লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন; সাযুজ্য-মুক্তি হইল তাঁহার কাম। সকলেই নিজের জন্য একটা কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন—আর্ত্ত চাহেন রোগ-মুক্তি—নিজের বা নিজের কোনও আত্মীয়ের জন্য। অর্থার্থী চাহেন—ধন-জনাদি, নিজের জন্য। জ্ঞানী চাহেন—মুক্তি নিজের জন্য। নিজের কথা সম্যক্‌রূপে ভুলিয়া গিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত ইঁহাদের কেহই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন না।

কিন্তু যখন ইঁহাদের পরম-সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে—ধন-জন-মোক্ষ আদি নিজ নিজ কাম্যবস্তুর নিমিত্ত প্রার্থনা না করিয়া—শুদ্ধা-ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সেই পরম সৌভাগ্যটী কি, তাহাই পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

শুদ্ধাভক্তি—ইহকালের বা পরকালের নিজের ভোগ-সুখাদি, এমন কি মোক্ষাদি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, তাহাকেই শুদ্ধা ভক্তি বলে। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ভ, র, সি, ১।১।৯ ॥" ২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। কোন্ পরম সৌভাগ্যের উদয় হইলে আর্ত্ত অর্থার্থী-আদি চতুর্ব্বিধ ভক্তগণ নিজ নিজ কাম্যবস্তুর প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। সাধুকৃপা বা কৃষ্ণকৃপাই এই পরম-সৌভাগ্য। "মহৎকৃপাবিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥" **সাধুসঙ্গকৃপা**—সাধুর (মহতের) সঙ্গ এবং কৃপা; সাধুসঙ্গের প্রভাবে সাধুর কৃপা। **কামাদিদুঃসঙ্গ**—সাধুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায় ভুক্তি-মুক্তি-আদি কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলেই শুদ্ধাভক্তি পাইতে পারেন। এইস্থলে কামাদিকে দুঃসঙ্গ বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী পয়ারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। সৎসঙ্গাৎ (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্যকামনারূপ দুঃসঙ্গ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন; তাদৃশ) বুধঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) কীর্ত্ত্যমানং (সাধুগণকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান্) রোচনং (রুচিকর) যস্য (যাঁহার—যে ভগবানের) যশঃ (যশঃ—কীর্ত্তি, গুণ) সকৃৎ (একবার) আকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) হাতুং (সেই সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে) ন উৎসহতে (সমর্থ হয় না)।

দুঃসঙ্গ কহি—কৈতব আত্মবঞ্চনা। | 'কৃষ্ণ'-'কৃষ্ণভক্তি' বিনু অন্য কামনা ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। সৎসঙ্গ-প্রভাবে যিনি (কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্যকামনারূপ) দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান্ জন, সাধুগণকর্তৃক কীর্ত্তমান রুচিকর ভগবদ্‌যশঃ একবার শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। ৩০

সৎসঙ্গের প্রভাবে যে কৃষ্ণবিষয়ক-কামনাব্যতীত অন্যকামনা দূরীভূত হয়, "সৎসঙ্গাৎ মুক্তদুঃসঙ্গঃ"-পদে তাহা সূচিত হইতেছে; সাধুদের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা হইলেই অন্যকামনা দূরীভূত হওয়া সম্ভব এবং সাধুকৃপা ব্যতীতও তাহা হওয়ায় সম্ভাবনা নাই। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥ ২।২২।৩২॥" সাধু বা মহতের লক্ষণ ১।১।২৯ এবং ২।১৭।১০৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

সৎসঙ্গের প্রভাবে দুঃসঙ্গ দূরীভূত হইলে যে ভক্তির উদয় হয়, "হাতুং ন উৎসহতে"-বাক্যে তাহা সূচিত হইতেছে; কারণ, ভগবৎ-কথা-শ্রবণের জন্য লালসাই ভক্তির লক্ষণ; এই লালসা জন্মে বলিয়াই—সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৯ পয়ারের প্রমাণ।

৭০। দুঃসঙ্গ—অসৎ-সঙ্গ, কু-সঙ্গ। **কৈতব**—আদিলীলায় বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥ অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছা'-আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥ ১।১।৫০-৫২॥" তাহা হইলে বুঝা গেল, যাহা কৃষ্ণভক্তির বাধক, তাহাই কৈতব। **আত্ম-বঞ্চনা**—নিজেকে বঞ্চিত করিবার উপায় মাত্র। **কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি বিনু**—কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনা, কিম্বা কৃষ্ণভক্তি পাওয়ার কামনা ব্যতীত অন্য কামনা হৃদয়ে পোষণ করাই দুঃসঙ্গ করা। এইরূপ দুঃসঙ্গ করিলেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্ত্তী ৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

যাহা সু-সঙ্গ নহে, সৎ-সঙ্গ নহে, তাহাই দুঃসঙ্গ। সৎসঙ্গ বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গই বুঝায় (২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় সৎ-সঙ্গ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।) তদ্ব্যতীত অন্য যে কিছুর সঙ্গ—তাহাই অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ। তাই—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর বস্তুর সাহচর্য্য, বা অপর বস্তুতে আসক্তি, কিংবা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান-ব্যতীত অন্য কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, বা অন্য-কার্য্যাদিতে আসক্তিই দুঃসঙ্গ।

কামনার পোষণকেই সঙ্গ বলা হইয়াছে। বাস্তবিক কোনও বস্তুর বা লোকের সঙ্গ অপেক্ষা কামনার সঙ্গই ঘনিষ্ঠ। বস্তু বা লোক থাকে বাহিরে, ইচ্ছা করিলে আমরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারি; কিন্তু কামনা থাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে; আমরা যেখানেই যাই, কামনাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে; কামনা আমাদের নিত্য সহচর। এই কামনা যদি ভক্তির পুষ্টিসাধনের সহায়তা করে, তাহা হইলে জীবের পক্ষে মঙ্গল; এইরূপ কামনার সঙ্গই বাস্তবিক সৎ-সঙ্গ। কিন্তু যে কামনা ভক্তির বিঘ্ন জন্মায়, তাহার সঙ্গই দুঃসঙ্গ। এইজন্যই কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তি কামনাকে সৎ সঙ্গ বলা হয়। আর তদ্ব্যতীত অন্য যে কিছু কামনা,—শুভকর্ম্মের কামনা, অশুভকর্ম্মের কামনা বা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-আদির কামনা—ইত্যাদি নিজের সুখভোগ বা নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে কামনা—যে কামনার লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসেবা নহে, সেইরূপ যে কিছু কামনা—তৎসমস্তই দুঃসঙ্গ।

ভক্তির একটী লক্ষণ হইল শ্রীকৃষ্ণসেবার অভিলাষ ব্যতীত অন্য-অভিলাষ শূন্যতা; সুতরাং অন্য কামনা যে স্থলে আছে, সে স্থলে ভক্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ কামনায় ভক্তি নষ্ট হয়; ভক্তি নষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে, জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। এইজন্যই এইরূপ কামনাকে কৈতব বা আত্মবঞ্চনা বলা হইয়াছে।

তথাপি (ভাঃ ১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥

'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা—কৈতবপ্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণ-কামনা এবং কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই যে কৈতব, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে **"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবঃ"** শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইতেছে। এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, যাহাতে কৈতব আছে, তাহা ধর্ম্ম নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ধৃ+মন্=ধর্ম্ম। ধৃ-ধাতু ধারণে, আর মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। তাহা হইলে, যাহা জীবকে ধরিয়া রাখে, তাহাই জীবের ধর্ম্ম, এবং যদ্দ্বারা জীব ধৃত হয়, তাহাও জীবের ধর্ম্ম। কিসে ধরিয়া রাখিবে এবং কিসেই বা ধৃত হইবে? জীবের স্বরূপে। তাহা হইলে, যাহা জীবকে জীবের স্বরূপে বা স্বরূপানুবন্ধি কার্য্যাদিতে ধরিয়া রাখে, তাহা হইল জীবের ধর্ম্ম; ইহাকে বলে সাধ্য-ধর্ম্ম; এবং যদ্দ্বারা জীব ঐ স্বরূপে বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ম্মে (নীত হইয়া) ধৃত হইতে পারে, তাহাও জীবের ধর্ম্ম; ইহাকে বলে সাধন-ধর্ম্ম।

সাধ্য ধর্ম্মই হউক, বা সাধন-ধর্ম্মই হউক, তাহা প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব হওয়া চাই—তাহাতে কৈতবের গন্ধমাত্রও থাকিতে পারিবে না। অন্য কামনাই কৈতব। জীবের সাধ্যধর্ম্ম যদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবাব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে তাহা ধর্ম্ম নয়, তাহা আত্মবঞ্চনা। জীবের সাধনে যদি শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা ব্যতীত অন্য-বাসনা-পূর্ত্তির উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহাও সাধনধর্ম্ম নহে—তাহা আত্মবঞ্চনা।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। প্র-শব্দে ইত্যাদি—উক্ত শ্লোকে "উজ্‌ঝিত"-কৈতব-বলিলেই কৈতব-শূন্যতা বুঝাইত; কিন্তু তথাপি "প্রোজ্‌ঝিত কৈতব" বলা হইল কেন, একটি প্র-উপসর্গ বেশী বলা হইল কেন, তাহা শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই প্র-শব্দটীর তাৎপর্য্য এই যে—ধর্ম্মে, শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত স্বসুখ-বাসনা-আদি তো থাকিতে পারিবেই না, মোক্ষ-বাসনাও থাকিতে পারিবেনা।—"অত্র প্র-শব্দেন-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ॥"

প্র-শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে। তাহা হইলে প্রোজ্‌ঝিত শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত। যাহা হইতে কৈতব (স্ব-সুখবাসনা) প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে স্বসুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই, তাহাই প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব বা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

কিন্তু স্ব-সুখবাসনার গন্ধে মোক্ষকে কিরূপে বুঝায়? মোক্ষ অর্থ সাযুজ্য-মুক্তি। যাঁহারা সাযুজ্য চাহেন, তাঁহাদের—স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকেনা; সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগ্য জিনিষের উপভোগ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায় মোক্ষ-বস্তুটিতে স্বসুখবাসনার গন্ধ কিরূপে থাকিতে পারে?

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকেনা বলিয়া সাযুজ্য-মুক্তিতে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করা যায় না; এজন্য মোক্ষকে স্বসুখবাসনা-মূলক বলা যায়না। কিন্তু ইহাতে স্ব-সুখ-বাসনার গন্ধ আছে। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের সাধনের প্রবর্ত্তক কি? মায়া হইতে নিষ্কৃতির বাসনাই তাঁহাদের সাধনের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা মায়া হইতে নিষ্কৃতি চাহেন কেন? মায়ার মধ্যে থাকিয়া মায়াতীত ভগবানের সেবা করিতে পারা যায় না—বলিয়াই কি তাঁহারা মায়া হইতে নিষ্কৃতি চাহেন? তাহাও মনে হয়না। কারণ, তাহা হইলে ভগবৎ-সেবার উপযোগী স্বতন্ত্র চিন্ময় দেহ পাওয়ার জন্যই

'সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ৭২

তথাহি (ভাঃ ৫।১৯।২৮)—
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৩২

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়—করে কৃষ্ণভাব ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারা চেষ্টা করিতেন এবং শ্রীভগবানের যে স্বরূপটী সেবা-গ্রহণের উপযোগী, সেই স্বরূপের উপাসনাই করিতেন। তাঁহারা চাহেন—ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে—নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে। ইহার অন্য কোনও হেতু দেখা যায়না—ইহার একমাত্র হেতুই কেবল মায়া হইতে নিষ্কৃতি; মায়ার তাড়না সহ্য হয়না বলিয়াই মায়া হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা। তাহা হইলে, সাযুজ্য-মুক্তি-কামীদের দৃষ্টি রহিল নিজের প্রতি—নিজের দুঃখনিবৃত্তিই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা প্রত্যক্ষভাবে স্বসুখ বাসনা না হইলেও স্বসুখ-বাসনার গন্ধযুক্ত—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কৈতব-প্রধান—মোক্ষবাসনাকে কৈতব-প্রধান বলিবার হেতু এই যে, মোক্ষকামীরা নিজেকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করেন। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও তাঁহাদের সাধনে ভগবানের সঙ্গে সাধকজীবের সেব্য-সেবকত্ব-ভাবটী নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সেবা-সুখ-লাভের কোনও সম্ভাবনাই তাঁহাদের থাকেনা, এজন্য মোক্ষবাসনাকে কৈতব-প্রধান (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-বঞ্চনা) বলা হইয়াছে।

আদিলীলায় বলা হইয়াছে—"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ১।১।৫০-৫১॥" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের কোনওটীর মধ্যেই কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণসেবা কামনা নাই; সুতরাং এই সমস্তই দুঃসঙ্গ এবং কৈতব—আত্ম-বঞ্চনা। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া পরিচিত করার চেষ্টার নামই বঞ্চনা। এই ভাবে আত্মাকে (জীবাত্মাকে বা জীবস্বরূপকে—সত্যিকারের আমিকে) বঞ্চিত করার চেষ্টাই হইল আত্মবঞ্চনা। জীবাত্মা হইল স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস; সুতরাং কৃষ্ণসেবাই হইল তাহার বাস্তব কাম্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কৃষ্ণসেবা নয় বলিয়া তাহা জীবস্বরূপের বাস্তব কাম্য নয়; অথচ তাহাকেই জীবের কাম্য বলিয়া পরিচিত করা হইতেছে; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ—পুরুষের (জীবের) কাম্য—বলা হইতেছে; ইহাই আত্মবঞ্চনা। প্রথম ত্রিবর্গের সাধন যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মায়ামুক্তি হয় না বলিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে হয়; ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা কোনও সময়ে ভজনোপযোগী নরতনু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেও পারেন—এই সম্ভাবনা তাঁহাদের আছে; কিন্তু মোক্ষ বা সাযুজ্যমুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, মায়ামুক্ত হইয়া যায়েন বলিয়া তাঁহাদের আর সংসারে আসিতে হয় না—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনের সম্ভাবনাও তাঁহাদের আর থাকে না। পূর্ব্বভক্তি-বাসনা না থাকিলে সাযুজ্য-মুক্তির অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ভজনের সভাবনা থাকে না। এইরূপে, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণভজনের সম্ভাবনা চিরতরেই বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া মোক্ষকে কৈতব-প্রধান বলা হইয়াছে।

৭২। সকাম ভক্ত—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসুখ-ভোগ প্রার্থনা করে। **অজ্ঞ**—মূর্খ।

পিধান—আচ্ছাদন; দূরীকরণ। ২।২২।২৫-২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩২ অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্তী ৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৩। সাধু-সঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং ভক্তি, এই তিনের স্বরূপ-গত ধর্ম্ম এই যে, তাহারা অন্য কামনা দূর করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি জন্মায়। ভক্তি-উন্মেষের অপর কোনও হেতু নাই।

আগে যতযত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥ ৭৪
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে শ্লোকের করি মূল-অর্থ প্রকাশ ॥ ৭৫

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার—।
কেবল-ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥ ৭৬
কেবল-ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়—।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তির স্বভাব—সাধনভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্ম। **কৃষ্ণভাব**—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন—"সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥ আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ॥ ১।৩।৫॥ (টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—অতিধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎ-সঙ্গজাতমহাভাগ্যানাম্)—যাঁহাদের ভাগ্যে প্রথমেই মহৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে, সেই অতি ধন্য লোকদিগের সম্বন্ধে ভাব (বা কৃষ্ণরতি) দুই প্রকারে জন্মে—এক সাধনে অভিনিবেশ (অর্থাৎ সাধন-ভক্তি) দ্বারা, আর শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ দ্বারা; তন্মধ্যে প্রায় সকলেরই সাধনাভিনিবেশ হইতেই কৃষ্ণরতি জন্মে; কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতে জাত কৃষ্ণরতি অতি বিরল।" কৃষ্ণের কৃপা এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপা—উভয়েই অহৈতুকী; এই কৃপালাভের ভাগ্য কখন কাহার হইবে, তাহা বলা যায়না; তাই এইরূপ কৃপা হইতে জাত ভক্তি অতি বিরল। কিন্তু সাধনভক্তির অনুষ্ঠান গুরুকৃপায় বহু লোকই করিতে পারেন। তাই সাধন-ভক্তিতে অভিনিবেশ হইতেই সাধারণতঃ সকলের ভক্তির উন্মেষ হয়।

৭৪। আগে—ইহার পরে। **অর্থ**—আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ। **কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু**—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং ভক্তি এই তিনটীর কোনও একটী না একটীই কৃষ্ণ-গুণাস্বাদনের হেতু।

ভিন্ন ভিন্ন পদসমূহের অর্থ করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ করিতে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন যে, "শ্লোক-ব্যাখ্যায় যে যে স্থলে আত্মারামগণের কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজনের কথা বলা হইবে, সেই সেই স্থলের কোথাও বা কৃষ্ণ-কৃপা, কোথাও বা সাধুসঙ্গ এবং কোথাও বা ভক্তির কৃপাই ঐ আত্মারামাদির কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হওয়ার, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ বলিয়া জানিবে।"

৭৫-৬। এক্ষণে মূল আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে আত্মা-শব্দের সাতটী অর্থের মধ্যে একটী অর্থ বলা হইয়াছে "ব্রহ্ম"। এই "ব্রহ্ম" অর্থ ধরিয়াই এখন অর্থ করিতেছেন। আত্মাতে বা ব্রহ্মে রমণ করেন (প্রীতি অনুভব করেন) যাঁহারা, তাঁহারাই আত্মারাম। 'ব্রহ্ম' বলিতে রূঢ়ি-বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। **এজন্য**—জ্ঞানমার্গের সাধক কত প্রকার, তাহা বলিতেছেন।

যাঁহারা পরতত্ত্বকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক বলিয়া মনে করেন, নিজেকে ঐ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন এবং ঐ ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন—তাঁহারাই **জ্ঞান-মার্গের উপাসক।** এই উপাসক দুই রকমের ঃ—কেবল-ব্রহ্মোপাসক এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।

যাঁহারা আত্মার ব্রহ্মসম্পত্তি লাভের আশায় ব্রহ্মের উপাসক, মায়ামুক্তির বাসনা যাঁহাদের উপাসনার প্রবর্ত্তক নহে, তাঁহারা **কেবল ব্রহ্মোপাসক।** আর যাঁহারা মাত্র মুক্তির জন্যই ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা **মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।**

৭৭। কেবল-ব্রহ্মোপাসক আবার তিন রকম ঃ—সাধক, ব্রহ্মময় এবং প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয়। যে জীব ব্রহ্মে-লীন হইয়াছেন, তিনি **প্রাপ্তব্রহ্ম-লয়।** যিনি ব্রহ্মে লীন হন নাই, যথাবস্থিত দেহেই আছেন, অথচ যাঁহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি হয়, তিনি **ব্রহ্মময়।** আর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কবি-হবি-আদি নব-যোগীন্দ্রাদির ন্যায় মুক্ত হইয়াও যিনি সাধকের ন্যায় আচরণ করেন, তিনি **সাধক।** এই তিন রকমের উপাসকগণই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে আনন্দ অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহারা আত্মা-রাম (ব্রহ্ম-রাম); কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—ইহা ক্রমশঃ পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে ব্যক্ত করিতেছেন।

ভক্তি বিনু কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥ ৭৮
ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্মহৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ ৭৯
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥ ৮০

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভাঃ ১০।৮৭।২১)
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬)—শাঙ্করভাষ্যে
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥৩৩॥ ইত্যাদি

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মুক্তাঃ প্রাপ্তব্রহ্মসাযুজ্যাঃ লীলয়া ভক্তিকৃপয়া ইত্যর্থঃ। কৃত্বা ইতি অন্তর্ভূত-নিজর্থত্বেন কারয়িত্বা ইত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৮-৮০। প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয় জ্ঞানীও যে শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহাই তিন পয়ারে বলিতেছেন। এবং ভক্তির স্বভাব যে শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট করাইয়া কৃষ্ণভজন করায়, তাহাও এই তিন পয়ারে দেখাইতেছেন। ২।২২।১৬ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে যে, ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল জ্ঞান-মার্গের সাধনে জীব মুক্তি পাইতে পারে না। যিনি ভগবানের সবিশেষ-স্বরূপ স্বীকার করেন এবং সবিশেষ স্বরূপের ভজন করিয়া তাঁহার চরণে মায়া হইতে মুক্তি এবং নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে সাযুজ্য কামনা করেন, তিনিই সবিশেষ-স্বরূপের কৃপায় ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। ভক্তির সহায়তায় যিনি এইরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, তিনিই প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয়। যে ভক্তির কৃপায় তিনি সবিশেষ-স্বরূপের কৃপা লাভ করিয়াছেন এবং সবিশেষ-স্বরূপের কৃপার ফলে ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন—সেই ভক্তিই তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া ভজনোপযোগী চিন্ময়-দেহ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করাইয়া থাকেন। ইহা ভক্তিরই স্বভাব। এইরূপে প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় যখন ভক্তির কৃপায় ভক্তদেহ পান, তখন শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়; ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয় জীবও যে ভক্তদেহ পাইতে পারেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ "মুক্তা অপি" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভক্তির স্বভাব ইত্যাদি—জীবের স্বরূপ হইল নিত্যকৃষ্ণদাস; কৃষ্ণসেবা করাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। আর ভক্তির স্বভাব হইল—জীবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করানো। সুতরাং যে জীব—যে কোনও উদ্দেশ্যেই হউক না কেন—যে জীব একবার ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তিরাণী কৃষ্ণভজন না করাইয়া কখনও তাহাকে ছাড়িবেন না। এমন কি সেই জীব নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হইয়া যদি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াও ফেলে, তথাপি ভক্তি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ঐ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেই তাঁহার আশ্রিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া স্বতন্ত্র দেহ দিয়া, তারপর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাইয়া থাকেন। **দিব্যদেহ**—চিন্ময়-দেহ দিয়া থাকেন; প্রারব্ধ কর্ম্ম না থাকায় জড়দেহ-প্রাপ্তির কোনও হেতু নাই। **নির্ম্মল-ভজন**—অহৈতুকী ভজন; অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভজন।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্তমুক্ত জীবগণও পূর্ব্বানুষ্ঠিত ভক্তির কৃপায় (ভজনোপযোগী পার্ষদ-) দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। ৩৩

মুক্তাঃ—ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত। এস্থলে "মুক্ত"-বলিতে "জীবন্মুক্ত" বুঝায় না; কারণ, জীবন্মুক্তদের দেহ থাকে, যদ্দ্বারা তাঁহারা ভজন করিতে পারেন। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের পৃথক্ দেহ নাই বলিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে "বিগ্রহং কৃত্বা"-বাক্যের প্রয়োগ সার্থক হইতে পারে। **লীলয়া**—ভক্তির কৃপায়; ব্রহ্মে লীন জীবের মনের ক্রিয়া থাকে না বলিয়া তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না—সুতরাং "লীলয়া" শব্দে তাঁহার নিজের "ইচ্ছায়"-এইরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৮১

সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥ ৮২

তথাহি (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সঙ্ক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৩৪॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদিস্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিগ্রহং কৃত্বা—বিগ্রহ (দেহ) করাইয়া। ণিচ্-প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভূত আছে বলিয়া "কৃত্বা"-শব্দে "কারয়িত্বা (করাইয়া)" বুঝায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যে ভক্তির কৃপায় সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, সেই ভক্তি কোথা হইতে আসিলেন এবং কেনই বা মুক্তাবস্থাতেও এই ভক্তি সেই মুক্ত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন? উত্তর—সাধন-সময়ে এই মুক্ত জীব ভক্তির সাহচর্য্যেই সাধন করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব হইত না। সাধন-সময়ে কোনও ভাগ্যে এই জীবের যদি ভক্তি-বাসনা জাগিয়া থাকে, সেই ভক্তি-বাসনাই ভক্তির কৃপার হেতু। ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞানমার্গের সাধনের সময়ে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে অংশরূপেই সাধকের চিত্তে এই ভক্তি উপস্থিত থাকেন এবং সেই সময়ে ভক্তি থাকেন উদাসীন রূপে। উদাসীন রূপে থাকিলেও ভক্তি তখন সাধকের ভক্তি-বাসনাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যতদিন সাধকের নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান চলিতে থাকে, তত দিনই ভক্তির ঔদাসীন্য বর্ত্তমান থাকে। মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থাতে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান আর থাকেনা বলিয়া তখন ভক্তিই থাকেন একাকিনী; তখন তিনি ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া মুক্তজীবের পূর্ব্ব ভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই মুক্ত জীবকে ভজনের উপযোগী দেহ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করাইয়া থাকেন। ২৮।৮-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। মুক্তিপ্রাপ্ত জীবেরও ভজনের কথা "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।"—এই ৪।১।১২-ব্রহ্মসূত্রে এবং "মুক্তা অপি এনং উপাসত ইতি"—সৌপর্ণ শ্রুতিবাক্যেও দৃষ্ট হয়। ভূমিকায় "প্রয়োজন-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৯-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮১। এক্ষণে তিন পয়ারে দেখাইতেছেন যে, ব্রহ্মময়-জীবও শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। কৃষ্ণ-কৃপা এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপাই যে ভক্তির হেতু, তাহাও দেখাইতেছেন।

শুক—ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী। **সনকাদি**—সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দন। **ব্রহ্মময়**—সর্ব্বত্র ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট। শ্রীশুক ও সনকাদি জন্মাবধিই ব্রহ্মময় (আত্মারাম, ব্রহ্ম-রাম); সর্ব্বত্রই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াছেন— কৃষ্ণগুণানুভবের আনন্দ-প্রাচুর্য্যে ব্রহ্মানন্দকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ২।১৭।৭-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮২। কৃষ্ণ-কৃপাই যে সনকাদির ভক্তি-উন্মেষের হেতু, তাহা বলিতেছেন।

সৌরভে—সুগন্ধে; শ্রীচরণ-তুলসীর রমণীয় গন্ধ অনুভব করিয়া যে আনন্দ পাইলেন, তাহার নিকটে ব্রহ্মানন্দ অতি-তুচ্ছ বলিয়া বোধ হওয়াতেই সনকাদি ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণকৃপাতেই তাঁহার চরণতুলসীর স্বরূপগত গন্ধ অনুভব করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৩। শুকদেবের ভক্তি-উন্মেষের কথা বলিতেছেন। সাধু-কৃপাই ইহার হেতু। শুকদেবের পিতা ব্যাসদেবের

তথাহি (ভাঃ ১।৭।১১)—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ ৩৫

নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥ ৮৪
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥ ৮৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।৭)—

মহোপনিষদ্বচনম্,—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥ ৩৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি হরেরিতি। শ্রীব্যাসদেবাৎ যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তা মতি ব্রহ্মানন্দানুভবো যস্য সঃ পশ্চাদধ্যগাৎ। মহৎ বিস্তীর্ণমপি। ততশ্চ তৎকথা-সৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ। অয়ন্তাবঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্ব্বং তাবদয়ং গর্ব্তমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিযোজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্য তস্য দর্শনাৎ তন্নিবারণে সতি কৃতার্থম্মন্যতয়া স্বয়মেকান্তমেব আগতবান্। তত্র শ্রীব্যাসদেবস্ত তং বশীকর্ত্তুং তদনন্যসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা তদ্গুণাতিশয়প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিচ্ছ্রাবয়িত্বা তেনাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা তদেব পূর্ণমধ্যাপয়ামাস ইতি শ্রীভাগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ॥ শ্রীজীব॥ ৩৫

কমলভুবঃ ব্রহ্মণঃ গোষ্ঠীং সভাং শ্রুতিশিরসাং উপনিষদাং শ্রুতিং শ্রবণং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ যদুপুরসঙ্গমায় মথুরাগমনায় উত্তুঙ্গং উৎকৃষ্টম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃপাতেই, ব্যাসদেবেরই মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা (শ্রীমদ্ভাগবত) শ্রবণ করিয়া তিনি লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১।১২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

লীলাদি—লীলা, রূপ, গুণ প্রভৃতি।

"লীলাদি-স্মরণ" স্থলে "লীলাদিশ্রবণ"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। নিত্যং (সর্ব্বদা) বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (বৈষ্ণবজনপ্রিয়) ভগবান্ (ভগবান্) বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবগোস্বামী) হরেঃ (শ্রীহরির) গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (গুণশ্রবণে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) মহদাখ্যানং (শ্রীমদ্ভাগবত-নামক বিস্তীর্ণ আখ্যান) অধ্যগাৎ (অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা যাঁহার অতীব প্রিয়, সেই ভগবান বাদরায়ণি শ্রীশুকদেবগোস্বামী, হরিগুণ-শ্রবণে আক্ষিপ্তচেতা হইয়া, এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ১১।১২ এবং ২।১৭।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৪-৮৫। এক্ষণে দুই পয়ারে সাধক-জ্ঞানীর কথা বলিতেছেন।

নবযোগীশ্বর—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। এই নয়জন যোগীন্দ্র জন্মাবধিই ব্রহ্মের উপাসক। **বিধি**—ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, শিব এবং নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা শুনিয়া নব-যোগীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। বিধি-শিবাদি সাধুজনের কৃপাই তাঁহাদের ভক্তির হেতু।

একাদশ-স্কন্ধে—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে নব-যোগীন্দ্রের ভক্তির বর্ণনা আছে। তাঁহারা নিমিমহারাজের নিকটে ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। শ্রুতিজ্ঞাঃ (বেদার্থবেত্তা) নবযোগীন্দ্রাঃ অপি (নব-যোগীন্দ্রও) কমলভুবঃ (পদ্মযোনি

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু-জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥ ৮৬
মুমুক্ষু—জগতে অনেক সাংসারিক জন।
মুক্তি-লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ৮৭

তথাহি (ভাঃ ১।২।২৬)—
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ অন্যানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে। সত্যম্, মুমুক্ষবস্তু অন্যান্ ন ভজন্তি কিন্তু সত্যমা এবেত্যাহ মুমুক্ষব ইতি দ্বাভ্যাম্। ভূতপতীনিতি পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্। অনসূয়বঃ দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ ॥ স্বামী ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মার) অক্লেশাং (ক্লেশবিবর্জ্জিত) গোষ্ঠীং (সভায়) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) শ্রুতিশিরসাং (উপনিষৎ-সমূহের) শ্রুতিং (শ্রবণ) কুর্ব্বন্তঃ (করিয়া) পুলকভৃতঃ (পুলকিতাঙ্গ হইয়া) যদুপুর-সঙ্গমায় (মথুরাগমনের নিমিত্ত) উত্তুঙ্গং (অত্যন্ত) রঙ্গং (কৌতুহল) অবাপুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। বেদার্থবেত্তা নবযোগীন্দ্র, সর্ব্ববিধ ক্লেশবর্জ্জিত ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া উপনিষদ শ্রবণ করিতে করিতে নয় ভ্রাতাই পুলকাঙ্গ হইয়া, (শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ) মথুরাগমনের নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতুহল প্রাপ্ত (উৎকণ্ঠি) হইয়াছিলেন। ৩৬

৮৪-৮৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৬। তিন রকম কেবল-ব্রহ্মোপাসক-আত্মারামের কথা বলিয়া এখন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী-আত্মারামের কথা বলিতেছেন।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান-মার্গের উপাসক তিন রকম :—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্ত-স্বরূপ। **মুমুক্ষু**—যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন। **জীবন্মুক্ত**—২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রাপ্ত-স্বরূপ**—জ্ঞানমার্গের সাধনে যাঁহারা মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত—মায়া জনিত কর্তৃত্বাদি অভিমান হইতে মুক্ত—হইয়া ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, নিজেদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই অনুভব করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাপ্ত-স্বরূপ জ্ঞানী। ব্রহ্মের সহিত লীন হওয়ায় অবস্থা নহে; যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তস্বরূপ বলে না—প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় বলে। দেহত্যাগের পরে প্রাপ্ত-স্বরূপই প্রাপ্তব্রহ্মলয় হয়েন। এই তিন রকমের মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কিরূপে কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করেন, পরবর্তী পয়ার সমূহে তাহা বলিতেছেন।

৮৭। এক্ষণে চারি পয়ারে মুমুক্ষু-জীবের কৃষ্ণভজনের কথা বলিতেছেন। অনেক সংসারী লোক মুক্তি কামনা করিয়া (জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি-যোগে) শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। ইঁহারাই মুমুক্ষু।

মুক্তি-লাগি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত মুক্তি পাওয়া যায় না; ভক্তির সাধন ব্যতীতও কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায় না। তাই মুমুক্ষু-জীব মুক্তি-লাভের নিমিত্ত ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ইঁহাদের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। মুমুক্ষবঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ) ঘোররূপান্ (ঘোরস্বভাব ভৈরবাদিকে) অথ (এবং) ভূতপতীন্ (পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) অনসূয়বঃ (অসূয়াশূন্য হইয়া) শান্তাঃ (শান্তস্বভাব) নারায়ণকলাঃ (নারায়ণমূর্ত্তিকে) হি ভজন্তি (ভজন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। মুমুক্ষুগণ—ঘোরস্বভাব ভৈরবাদিকে এবং পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসূয়াশূন্য (দেবতান্তরের অনিন্দক) হইয়া শান্তস্বভাব নারায়ণমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ৩৭

যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা অন্যদেবতাদির ভজন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিয়া থাকেন; কারণ, অন্যদেবতার ভজনে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

সেই সভে সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায় ॥ ৮৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)—
হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্ (১।৫৪)—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-
ঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যত্র (যেন) কৃশা মুমুক্ষা ॥ ৩৮

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ৮৯

কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ॥ ৯০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।১৩)—
অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে মহাত্মন্! ভবঃ সংসারঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৮

সুখঘনমূর্ত্তৌ আনন্দঘনশরীরে স্ফুরতি প্রকাশমানে সতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৮। সেই সভে—মুমুক্ষু সংসারী-জীব-সমূহে। মুমুক্ষু সংসারী জীবের যদি শুদ্ধাভক্তি-মার্গের সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের গুণ স্ফুরিত হয়; তখন শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আশায় শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। সাধু-কৃপাই তাঁহাদের ভক্তির প্রবর্ত্তক।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। অহো (কি আশ্চর্য্য)! মহাত্মন্ (হে মহাত্মন্)! এষঃ (এই) ভবঃ (সংসার) বহুদোষদুষ্টঃ (বহুদোষে দুষ্ট) অপি (হইলেও) সৎসঙ্গমাখ্যেন (সৎসঙ্গনামক) সুখাবহেন (সুখজনক) একেন গুণেন (একটী গুণদ্বারা) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), যেন (যদ্দ্বারা—যে গুণের দ্বারা) অদ্য (আজ) নঃ (আমাদের) মুমুক্ষা (মুক্তিবাসনা) কৃশা (ক্ষীণা) কৃতা (হইল)।

অনুবাদ। হে মহাত্মন্! কি আশ্চর্য্য! এই সংসার বহুদোষে দূষিত হইলেও সৎসঙ্গনামক একটী সুখাবহ গুণের দ্বারাই ইহা শোভা পাইতেছে—যে গুণ অদ্য আমাদের মুমুক্ষাকে (মুক্তিবাসনাকে) ক্ষীণ করিল। ৩৮

এই সংসারে অনেক দোষ আছে সত্য; কিন্তু এই সংসারেই আবার অতি লোভনীয় একটী বস্তু আছে—যে বস্তুটীর জন্য শতদোষ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এই সংসার আবার বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে; সেই বস্তুটী হইতেছে—সৎসঙ্গ; সংসারেই এই সৎসঙ্গ পাওয়া যায়; সৎসঙ্গকে পরম লোভনীয় বলার হেতু এই যে, ইহার প্রভাবে মোক্ষবাসনা তিরোহিত হয়, শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা উন্মেষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ চিত্তে স্ফুরিত হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৯। মুমুক্ষু-জীবের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

শৌনকাদি মুনিগণ মুমুক্ষু ছিলেন। নারদের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহারা মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

৯০। মুমুক্ষু-জীবগণের মধ্যে সাধু-সঙ্গের প্রভাবে শৌনকাদির কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হইয়াছে। অন্যান্য মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কাহারও বা কৃষ্ণ-দর্শনের ফলে, কাহারও বা কৃষ্ণ-কৃপার ফলে, কৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অস্মিন্ (এই) সুখঘনমূর্ত্তৌ (আনন্দঘনমূর্ত্তি) পরমাত্মনি (পরমাত্মা) বৃষ্ণিপত্তনে

জীবন্মুক্ত অনেক ; সেও দুই ভেদ জানি—
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত-মানি। ৯১

ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত—গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত—অপরাধে অধো মজে ॥ ৯২

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

(দ্বারকায়) স্ফুরতি (স্ফুরিত থাকিতে) আত্মারামতয়া (আত্মারামত্বের অভিমানে) মে (আমার) চিরংকালঃ (চিরকাল) বৃথা (বৃথা) গতঃ (অতিবাহিত হইল)।

অনুবাদ। এই আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যদু-রাজধানী দ্বারকানগরে স্ফুরিত থাকিতে—"আত্মারাম" এই অভিমানে—আমার চিরকাল বৃথা গত হইল। ৩৯

কোনও আত্মারাম মহাত্মা ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় যাইয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন ভাগ্যক্রমে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়ামাত্রই তাঁহার মোক্ষবাসনা দুরীভূত হইল, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল ; যখনই শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, তখনই তাঁহার মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত সময়টাই যেন বৃথা নষ্ট হইয়াছে। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যে মুমুক্ষা দূরীভূত হয়, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

৯১। এক্ষণে দুই পয়ারে জীবন্মুক্ত-জীবের কথা বলিতেছেন।

জীবন্মুক্ত অনেক রকমের ; তন্মধ্যে ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের উপাসনায় জীবন্মুক্ত এবং ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল জ্ঞানের উপাসনায় জীবন্মুক্ত—এই দুইটী শ্রেণী (ভেদ) আছে। যাঁহারা ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল জ্ঞানের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজেরাই নিজেদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন (জ্ঞানে জীবন্মুক্ত-মানি), বাস্তবিক তাঁহারা জীবন্মুক্ত নহেন। ২।২২।১৬ এবং ২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আর যাঁহারা ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানের উপাসনা করেন, তাঁহারা ভক্তির মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীবন্মুক্ত হইতে পারেন।

জীবন্মুক্ত-মানি—জীবন্মুক্তম্মন্য ; যাঁহারা নিজেদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন, বাস্তবিক জীবন্মুক্ত নহেন। ২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯২। ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত ইত্যাদি—ভক্তির কৃপায় যাহারা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে পারেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের টীকার মর্ম্মে বুঝা যায়—মুগ, কলাই প্রভৃতির সঙ্গে স্বর্ণ-কণিকা মিশ্রিত থাকিলে, তাহা যেমন সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, মুগ-কলাই-আদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলে পরে যেমন স্বর্ণ-কণিকা-দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ যাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞান-মার্গের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের ভক্তি-অঙ্গ প্রাধান্য-লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তির কৃপায় বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই দুরীভূত হইয়া গেলে, যখন তাঁহারা ব্রহ্মভূতঃ হন (অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য-স্বরূপ লাভ করেন), তখন যদি আর তাঁহারা জ্ঞানের উপাসনা না করেন, তাহা হইলে, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, তাঁহাদের জ্ঞানোপাসনার প্রাধান্য (ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের কামনা) অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রমশঃ ভক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তখন এই ভক্তির প্রভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃপাই এই ভজনের হেতু। ২।৮।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শুষ্ক জ্ঞানে ইত্যাদি—কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জ্ঞানের উপাসনা দ্বারাই মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁহারা বরং শ্রীভবচ্চরণে অপরাধীই হইয়া থাকেন। ২।২২।১৬-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোক।

তথাহি (ভাঃ ১০।২।৩২)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৪০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০)—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৪২

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥ ৯৩

তথাহি (ভাঃ ২।১০।৬)—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অন্যথারূপম্ অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ॥ স্বামী॥ অন্যথারূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ং হিত্বা স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেষাঞ্চিদ্ ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ চ ব্যবস্থিতি র্মুক্তিরিতি॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিশূন্য-জ্ঞানে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার অযোগ্য হইয়া যায় বলিয়া ইহাকে শুষ্কজ্ঞান বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৪০। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ২।২২।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো ৪১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২ ৮ ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১০।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯২-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৩। এক্ষণে প্রাপ্তস্বরূপের কথা বলিতেছেন। প্রাপ্ত-স্বরূপের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২৪।৮৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। যাঁহারা প্রাপ্তস্বরূপ, তাঁহাদের জ্ঞানের সাধনে নিশ্চয়ই ভক্তির সাহচর্য্য থাকে; কারণ ভক্তির কৃপাব্যতীত প্রাপ্তস্বরূপ হওয়া যায় না। এই ভক্তির প্রভাবেই প্রাপ্তস্বরূপ জ্ঞানোপাসকগণ ভজনোপযোগী দিব্যদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন।

ভক্তিবলে—জ্ঞানোপাসনায় তাহার সহায়-কারিণী ভক্তির প্রভাবে। **দিব্যদেহ**—যেই দেহে মায়িক আসক্তি নাই। **কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট**—শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া। **কৃষ্ণপায়**—কৃষ্ণের চরণে; শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করে।

শ্লো ৪৩। **অন্বয়**। অন্যথারূপং (মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়রূপ—স্থূল-সূক্ষ্মদেহে কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান) **হিত্বা** (ত্যাগ করিয়া) স্বরূপেণ (স্বীয়-স্বরূপে) ব্যবস্থিতিঃ (অবস্থিতি) মুক্তিঃ (মুক্তি কথিত হয়)।

অনুবাদ। মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহে কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়স্বরূপে জীবের যে অবস্থিতি, তাহাকে মুক্তি বলে। ৪৩

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুগত অন্বয় এবং অনুবাদই উপরে লিখিত হইল। ইহাই প্রকরণ-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে **অন্যথারূপং**—অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি; অবিদ্যাজনিত কর্ত্তৃত্বাদি; কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান। **স্বরূপেণ**—ব্রহ্মতয়া; ব্রহ্মরূপে। জ্ঞানমার্গের সাধক নিজেকেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানমার্গের মতে ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ; সুতরাং জ্ঞানমার্গের সাধকের স্বরূপে অবস্থিতি হইল ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি—তিনি যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করেন, তখনই বলা হয়, তিনি স্বরূপে অবস্থিত বা প্রাপ্তস্বরূপ।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়॥ ৯৪

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৩৭)—
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদী-
শাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৪৪

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৪৫

ভক্তি বিনু মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে সে মুক্তি হয়। ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিশাস্ত্রানুসারে জীবের স্বরূপ হইল ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) দাস—ব্রহ্ম নহে। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীব ভোগায়তন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আশ্রয় লইয়া থাকে এবং এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় হইল মায়িক—ইহারা শুদ্ধ-জীবস্বরূপ নহে। তাই এই দুইটী হইল জীবের পক্ষে **অন্যথারূপ**—শুদ্ধজীব হইতে অন্য (ভিন্ন) রূপ। অন্যথারূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ম্ (চক্রবর্ত্তী)। শুদ্ধ-জীবস্বরূপই—শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তিরূপ চিৎকণ অংশই—হইল জীবের স্বরূপ। স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেষাঞ্চিদ্ ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ (চক্রবর্ত্তী)। জীবের স্বরূপ যখন নিত্য, জীব যখন নিত্য চিৎকণ বা অণুচিৎ, তখন, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, সাযুজ্যমুক্তির অবস্থাতেও তাহার চিৎকণ অবস্থাই থাকিবে। মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় ত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গের উপাসক যখন এই চিৎকণ শুদ্ধজীবস্বরূপে অবস্থিত হইবেন, তখনই তাঁহাকে মুক্ত বলা হইবে। আর যিনি ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহার কাম্য হইবে—উপাস্যের পার্ষদরূপে লীলাতে উপাস্যের সেবা করা। মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি যখন উপাস্যের পার্ষদরূপে অবস্থিতি করিবেন, তখনই তাঁহাকে মুক্ত বলা হইবে এবং পার্ষদদেহে তাঁহার অবস্থিতিকেই তাঁহার মুক্তি বলা হইবে। ইহাই উদ্ধৃত শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ হইবে এইরূপ:—মায়াকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে চিৎকণ শুদ্ধজীবস্বরূপে অবস্থিতি এবং ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৩ পয়ারে উল্লিখিত প্রাপ্তস্বরূপের লক্ষণই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৬ পয়ার অনুসারে প্রাপ্তস্বরূপও জ্ঞানমার্গের সাধক; সুতরাং এস্থলে এই শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদের অর্থ অপেক্ষা স্বামিপাদের অর্থই অধিকতর প্রকরণ-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৯৪। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ইত্যাদি—জীব শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়াছে বলিয়াই মায়া হইতে তাহার ভয় জন্মিয়াছে, অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে আবদ্ধ করিয়া মায়া তাহাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে।

কৃষ্ণোন্মুখ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হইয়া জীব যদি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহা হইলেই ঐ মায়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

এই পয়ারের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিয়াছেন বলিয়াই প্রাপ্তস্বরূপ জীব মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিজের শুদ্ধ জীবস্বরূপ লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রারব্ধ নষ্ট হওয়ায় ভক্তির কৃপায় তিনি দিব্যদেহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৪-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৪-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৫। ভক্তিব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না। ২।২২।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪৬

তথাহি (ভাঃ ১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৪৭

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৪৮

ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহো অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয়।৯৬

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভাঃ ১০৮০।২১)—
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬১) শঙ্করভাষ্যে।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ৪৯

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্-পৃথক্ চকার ইহাঁ অপির অর্থ কয় ॥ ৯৭

'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
'মুনয়ঃ সন্তঃ' ইতি—কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ৯৮

'নির্গ্রন্থাঃ' অবিদ্যাহীন—কেহো বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত—সেই অর্থের অধীন ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪৬, ৪৭, ৪৮। অন্বয়। অন্বয়াদি যথাক্রমে ২।২২।৬, ২।২২।১০ এবং ২।২২।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৫-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক তিনটী।

৯৬। ভক্তির কৃপায় যিনি সাযুজ্য মুক্তি পান, তিনি কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৮ ও ৯২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৬-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। একমাত্র ভক্তির কৃপাতেই যে মায়ামুক্ত হওয়া সম্ভব, ৯৪-৯৬ পয়ারে এবং ৪৪-৪৯ শ্লোকে তাহাই দেখান হইল।

৯৭। এই ছয় আত্মারাম—কেবল-ব্রহ্মোপাসকের মধ্যে সাধক-আত্মারাম, ব্রহ্মময়-আত্মারাম, এবং প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় আত্মারাম; আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে মুমুক্ষু-আত্মারাম, ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত-আত্মারাম এবং প্রাপ্ত-স্বরূপ-আত্মারাম, এই ছয় আত্মারাম।

পৃথক্ পৃথক্ চকার ইত্যাদি—আত্মারাম-শব্দের উক্ত ছয় রকম অর্থে, আত্মারামাশ্চ-শব্দের অন্তর্গত "চ"-শব্দের অর্থ হইবে—"অপি" = "ও" বা "পর্য্যন্ত"; আত্মারামাশ্চ—আত্মারামগণও; আত্মারামগণ পর্য্যন্ত (অন্যের কথা আর কি বলিব)। আত্মারাম-শব্দের প্রত্যেক অর্থের সঙ্গে এই অপি-অর্থ-বাচক "চ" শব্দের পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিতে হইবে—সাধক-আত্মারামাশ্চ, ব্রহ্ম-ময়-আত্মারামাশ্চ ইত্যাদি। অর্থ হইবে এইরূপ :—সাধক-আত্মারামগণও কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া ভজন করেন, ব্রহ্মময় আত্মারামগণও ভজন করেন, ইত্যাদি।

৯৮। আত্মারাম-শব্দের উক্ত ছয় অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া শ্লোকোক্ত অন্যান্য শব্দের অর্থ করিতেছেন।

আত্মারামা অপি—আত্মারামগণও; আত্মারাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

মুনয়ঃ সন্তঃ—মুনি (মননশীল) হইয়া। কৃষ্ণমননে আসক্তি-যুক্ত হইয়া।

৯৯। নির্গ্রন্থাঃ—পূর্ব্বে যে নির্গ্রন্থ-শব্দের অনেকগুলি অর্থ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে, উক্ত ছয় রকম আত্মারাম-সম্বন্ধে, মাত্র দুইটী অর্থ খাটে—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন ও শাস্ত্রবিধিহীন।

যাহাঁ যেই যুক্ত—যে স্থলে নির্গ্রন্থঃ-শব্দের যে অর্থ খাটে, সে স্থলে সেই অর্থ প্রযোজ্য। সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয়, ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ—এই পাঁচ আত্মারামের সঙ্গে নির্গ্রন্থঃ—শব্দের "অবিদ্যাগ্রন্থিহীন" অর্থ

'চ'-শব্দে করি যদি—'ইতরেতর' অর্থ। | আর এক অর্থ কহে—পরম সমর্থ ॥১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যুক্ত হইতে পারে; কারণ, তাঁহারা সকলেই মায়াতীত বলিয়া অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন। আর সংসারী-জীবরূপ মুমুক্ষু আত্মারামের সঙ্গে নির্গ্রন্থঃ-শব্দের "বিধিহীন" অর্থ যুক্ত হইতে পারে; "অবিদ্যাগ্রন্থিহীন" অর্থ নহে; কারণ, সংসারী-জীবের অবিদ্যাগ্রন্থি নষ্ট হয় নাই।

শ্লোকোক্ত "অপি" শব্দেপ অর্থ এখানে "ও"। নির্গ্রন্থা অপি—অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন হইয়াও; কিম্বা, বিধিহীন হইয়াও। "অপি"র তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা-গ্রন্থির ছেদনের নিমিত্তই লোকে সাধারণতঃ ভজনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উক্ত পাঁচ রকম আত্মারাম অবিদ্যা-গ্রন্থি শূন্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাধুর্য্য এমনই অদ্ভুত যে, তাঁহারা ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আর সংসারী-জীবরূপ মুমুক্ষু-আত্মারামের পক্ষে "অপি" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা সংসারাবদ্ধ-জীব, সুতরাং শাস্ত্রবিধির আচরণ করেন না বলিয়া যাঁহাদের চিত্তাদি অশুদ্ধ এবং তজ্জন্য ভুক্তিমুক্তি-আদির আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করার ধারণাই যাঁহাদের চিত্তে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা কম—তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, এমনই পরমাশ্চর্য্য তাঁহার গুণরাশি।

এইরূপে, আত্মা-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ ধরিয়া যে ছয় রকম আত্মারাম পাওয়া গেল, তাহাতে নির্গ্রন্থ-শব্দের যথাযোগ্য অর্থের যোজনাদ্বারা আত্মারাম-শ্লোকটির এই ছয় রকম অর্থ পাওয়া গেল:—

(১) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণ-মহিমা যে (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) যাঁহারা প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় (আত্মারাম), তাঁহারা প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় হইয়াও এবং অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন (নির্গ্রন্থাঃ) হইয়াও মননশীল (শ্রীকৃষ্ণ-মননে আসক্তি-যুক্ত) হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন।

(২) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য······যাঁহারা ব্রহ্মময় (আত্মারাম), তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়াও······ইত্যাদি।

(৩) শ্রীহরির এমনই······যাঁহারা (মুক্ত) সাধক (আত্মারাম) তাঁহারা (মুক্ত) সাধক হইয়াও···ইত্যাদি।

(৪) শ্রীহরির এমনই······যাঁহারা ভক্তি-প্রভাবে জীবন্মুক্ত (আত্মারাম), তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়াও···ইত্যাদি।

(৫) শ্রীহরির এমনই······যাঁহারা প্রাপ্ত-স্বরূপ (আত্মারাম), তাঁহারা প্রাপ্ত-স্বরূপ হইয়াও······ইত্যাদি।

(৬) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণ-মহিমা যে (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) যাঁহারা সংসারী অথচ মুমুক্ষু (আত্মারাম), তাঁহারা মুমুক্ষু সংসারী হইয়াও এবং শাস্ত্রবিধিহীন হইয়াও, মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন।

১০০। ছয় রকম অর্থ করিয়া এক্ষণে আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। "চ"-শব্দের "ইতরেতর" অর্থ ধরিয়া এই অর্থটি করিতেছেন। এই "চ"-টি শ্লোকোক্ত "আত্মারামাশ্চ" পদের "চ" নহে। ইহা ইতরেতর-সমাসের ব্যাস-বাক্যের "চ"। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে।

ইতরেতর সমাস—একই বিভক্তিযুক্ত সমানরূপ-বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ (অর্থাৎ, বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত একই শব্দ) সমাসে আবদ্ধ হইলে, তাহাদের মাত্র একটি শব্দ অবশিষ্ট থাকে, বাকী শব্দগুলি লোপ পাইয়া যায়। ঐ অবশিষ্ট একটি শব্দদ্বারাই সমস্ত শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশিত হয়। এইরূপ সমাসকে ইতরেতর সমাস বলে। যেমন, রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ—এই তিনটি রাম-শব্দ যেন তিনটি বিভিন্ন বস্তুকে বুঝাইতেছে; শব্দগুলির প্রত্যেকেই প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত; এবং সকলগুলির রূপই এক রকম (রাম); এই তিনটি রাম-শব্দ যদি ইতরেতর-সমাসে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমাসবদ্ধ পদটি হইবে "রামাঃ।" দুইটি রাম-শব্দ লোপ পাইবে, একটি অবশিষ্ট থাকিবে। এই অবশিষ্ট "রাম"-পদটিদ্বারাই তিনটি রাম-শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ সূচিত হইবে। "রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ"—ইহাকে ইতরেতর-সমাসে "রামাঃ"-শব্দের ব্যাসবাক্য বলে। এই ব্যাসবাক্যে যে "চ"-শব্দটি আছে, তাহা "ইতরেতর" বা "অন্যোন্য" বা

'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' করি বার ছয়।
পঞ্চ 'আত্মারাম' ছয়-চকারে লুপ্ত হয়॥ ১০১
এক 'আত্মারাম-শব্দ' অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে ছয়জনে কহে॥ ১০২

তথাহি পাণিনিঃ (১।২।৬৪),—সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গশব্দপ্রকরণে,—

"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"!
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
য়ামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ॥ ৫০

তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয়॥ ১০৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চকারলোপস্য প্রকারমাহ উক্তেতি॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"পরস্পর" অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ ব্যাসবাক্যে এই "চ"-শব্দটীদ্বারা যতগুলি "রাম"-শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর অর্থই সমাসবদ্ধ "রামাঃ"-শব্দদ্বারা সূচিত হইবে।

১০১-২। "আত্মারামাশ্চ" হইতে "ছয়জনে কহে" পর্য্যন্ত। এই দুই পয়ারে শ্লোকোক্ত "আত্মারামাঃ"-শব্দটীকে ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন ধরিয়া অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ছয় রকম আত্মারামের কথা বলা হইয়াছে, সেই ছয় রকম আত্মারাম-অর্থে ছয়টী আত্মারাম-শব্দ ইতরেতর-সমাসে আবদ্ধ হইয়া শেষ একটী "আত্মারাম"-শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে। "আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ"—এই ছয়টী "আত্মারামাঃচ"-শব্দ সমানরূপ-বিশিষ্ট এবং একই প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত (বহুবচনান্ত); সুতরাং ইতরেতর-সমাসে তাহাদের পাঁচটী লুপ্ত হইয়া একটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং ছয়টী "চ"ও লুপ্ত হইবে; অর্থাৎ কেবল "আত্মারামাঃ" অবশিষ্ট থাকিবে। এই একটী "আত্মারামাঃ"-শব্দ দ্বারাই ছয়টি আত্মারাম-শব্দের ছয়টি পৃথক্ পৃথক্ অর্থ সূচিত হইবে। তাহা হইলে এই ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন "আত্মারামাঃ"-শব্দের অর্থ হইল—প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়-আত্মারাম, ব্রহ্মময়-আত্মারাম, সাধক-আত্মারাম, মুমুক্ষু-আত্মারাম, জীবন্মুক্ত-আত্মারাম এবং প্রাপ্তস্বরূপ-আত্মারাম। এই ছয়টি অর্থের প্রত্যেকটিই মুখ্যভাবে সূচিত হইল।

পঞ্চ-আত্মারাম ইত্যাদি—ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন "আত্মারামাঃ"-শব্দের ব্যাসবাক্যে যে ছয়টি আত্মারাম-শব্দ আছে, তাহাদের পাঁচটি আত্মারামশব্দ লুপ্ত হইবে এবং যে ছয়টি "চ" আছে, তাহাদের ছয়টি "চ"ই লুপ্ত হইবে।

শ্লো। ৫০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। একশেষ সমাসে, একই বিভক্তিতে একই রূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকিলে, তাহাদের মধ্যে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দগুলির প্রয়োগ হয় না। যেমন, রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ—এই তিনটি রাম-শব্দের স্থলে দুইটি লোপ পাইয়া কেবল একটী রাম-শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে—সমাসসিদ্ধ পদটি হইবে "রামাঃ"। ৫০

১০০-পয়ারের টীকায় উল্লিখিত ইতরেতর-সমাসে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাকে **একশেষ-সমাসও** বলা হয়।

ব্যাকরণের যে নিয়ম ১০১-২ পয়ারের অর্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ উক্ত শ্লোকে দেওয়া হইল।

১০৩। আত্মারাম-শব্দের অর্থ করিয়া শ্লোকোক্ত "আত্মারামাশ্চ" শব্দের "চ"-কারের অর্থ করিতেছেন। "চ" এস্থলে "সমুচ্চয়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" অর্থ—আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ; অর্থাৎ আত্মারামগণ এবং মুনিগণ ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণভজন করেন—ইঁহাদের একজনও বাদ নহে, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন, ইহাই সমুচ্চয়ার্থক চ-কারের তাৎপর্য্য।

'নিগ্রন্থা অপি' এই 'অপি' সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখানে ॥ ১০৪
অন্তর্য্যামি-উপাসক—'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম-যোগী দুইবিধ হয়—॥ ১০৫
'সগর্ভ, নির্গর্ভ' এই হয় দুই ভেদ।
এক-এক তিনভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৪। শ্লোকোক্ত "নিগ্রন্থা অপি" শব্দের অন্তর্গত "অপি"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। "অপির" অর্থ এখানে সম্ভাবনা। অর্থাৎ নিগ্রন্থা শব্দের যে অর্থ যে স্থলে সম্ভব, সে স্থলে সেই অর্থ যুক্ত হইবে। নিগ্রন্থ-শব্দের অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, বিধিহীন প্রভৃতি অনেক রকম অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মুনিগণের মধ্যে কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীনও হইতে পারেন। তথাপি তাঁহারা সাধুকৃপাদির প্রভাবে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজন করেন।

তাহা হইলে, আত্মারাম-শ্লোকের সপ্তম অর্থ হইল এই :—

(৭) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) কেবল-ব্রহ্মোপাসক সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্মলয়, আর মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ—এই ছয় রকম জ্ঞানমার্গের উপাসক (আত্মারাম) এবং মুনিগণ—সকলেই নিগ্রন্থ (কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীন) হইয়াও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ভক্তি করিয়া থাকেন।

১০৫। পূর্ব্বে ২।২৪।৫৮-পয়ারে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য-অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও উপাসনাভেদে এই ব্রহ্মেই জ্ঞানীদের নিকটে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগীদের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তদের নিকটে ভগবান্ রূপে আত্ম প্রকাশ করেন। তাহা হইলে আত্মাশব্দের "ব্রহ্ম"-অর্থ ধরিলে আত্মারাম-শব্দেও জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত—এই তিন শ্রেণীর উপাসকগণকেই বুঝাইতে পারে।

তন্মধ্যে উপরি উক্ত সাত রকম অর্থে জ্ঞানমার্গের উপাসক আত্মারামগণের কথা বলিয়া এক্ষণে যোগমার্গের উপাসক আত্মারামগণের কথা বলিতেছেন। যোগমার্গের উপাসকের নিকটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হন; সুতরাং যোগীদিগের সম্পর্কে আত্মারাম-অর্থ হইবে "পরমাত্মারাম" অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মায় রমণ করেন। এক্ষণে এই পরমাত্মায় রমণকারী আত্মারামদের কথাই বলিতেছেন।

অন্তর্য্যামি-উপাসক—পরমাত্মার অপর নাম অন্তর্য্যামী। পরমাত্মার উপাসকগণকে অন্তর্য্যামীর উপাসকও বলে।

অন্তর্য্যামীর আবার তিনটি স্বরূপ আছে :—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু (ইনি সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী), গর্ভোদশায়ী সহস্র-শীর্ষাপুরুষ (ইনি ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী) এবং ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণু (ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী)। ক্ষীরোদশায়ীর সঙ্গেই জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; অন্তর্য্যামীর উপাসক যোগিগণ বোধ হয় সাধারণতঃ এই জীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ীর উপাসনাই করিয়া থাকেন। ইনি এক স্বরূপে ক্ষীরোদসাগরে এবং এক স্বরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

আত্মারাম-যোগী ইত্যাদি—যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসকগণ দুই রকমের।

১০৬। পরমাত্মার উপাসকগণ দুই রকমের :—সগর্ভ ও নির্গর্ভ।

যাঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রাদেশ-প্রমাণ চতুর্ভুজ পরমাত্মাপুরুষকে নিজেদের হৃদয়-মধ্যে ধারণা করিয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহাদিগকে **সগর্ভযোগী** বলে। নিম্নের "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে" শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে।

আর যাঁহারা পরমাত্মাকে নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করেন না, পরন্তু হৃদয়ের বাহিরে (ক্ষীরোদ-সমুদ্রে) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহারা **নির্গর্ভ-যোগী**।

তথাহি (ভাঃ ২।২।৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৫১

তথাহি (ভাঃ ৩.২৮।৩৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপিচিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তামেব ধারণাং সবিশেষমাহ কেচিদিতি ষড়্‌ভিঃ। কেচিৎ বিরলাঃ স্বদেহস্য অন্তর্মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যোহবকাশস্তস্মিন্ বসন্তম্। প্রাদেশ স্তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং তত্রোপচর্য্যতে। কঞ্জং পদ্মম্। রথাঙ্গং চক্রম্॥ স্বামী ॥ ৫১

সমাধিমাহ এবমিতি দ্বাভ্যাম্। নির্ব্বীজঃ সবীজশ্চেতি দ্বিবিধো যোগঃ। তত্র নির্ব্বীজযোগে "যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েদিতি" গীতাদ্যুপমার্গেণ ক্রিয়মাণোঽপি দুষ্করঃ সমাধিঃ। সবীজে তু সুকরঃ। তত্র হি পরমানন্দমূর্ত্তৌ হরৌ ধ্যায়মানেঽযত্নত এব চিত্তোপরমো ভবতি। তদুক্তম্— "হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে" ইতি। অতঃ স এবোপক্ষিপ্তঃ যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরমানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর স্মরণে যোগীরাও আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন, তাঁহাদেরও অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। ভক্তদেরও এইরূপ হয়। তবে যোগী ও ভক্তে পার্থক্য এই যে—ধ্যানের প্রভাবে যোগিগণের চিত্ত যখন পরমানন্দ-মূর্ত্তি বিষ্ণুতে নিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহারা প্রচুর আনন্দই উপভোগ করেন, কিন্তু ইহার পরে তাঁহারা অল্পে অল্পে মনকে শ্রীবিষ্ণু হইতে বিযুক্ত করিয়া আনেন (তচ্চাপি চিত্ত-বড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে।); কিন্তু ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট হইতে চিত্তকে দূরে সরাইয়া আনেন না। যোগীর পক্ষে পরমাত্মার ধ্যান ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ; কিন্তু ভক্তের ধ্যান নিত্য। উপাস্য-বিষয়েও পার্থক্য আছে। ভক্তের উপাস্য স্বয়ং ভগবান্; আর যোগীর ধ্যেয় স্বয়ং ভগবানের অংশ-কলারূপী বিষ্ণু। পরমাত্মা—মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট; কিন্তু ভগবান্—পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট। "অন্তর্য্যামিত্ব-ময়-মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্ব-শক্তি-বিশিষ্টং ভগবানিতি।—ভক্তিসন্দর্ভ। ৭॥" ভগবানের রূপগুণাদির মাধুর্য্যাধিক্যে যোগীদের উপাস্য পরমাত্মার মনও চঞ্চল হয়।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। কেচিৎ (কেহ কেহ) স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (নিজের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াবকাশে) বসন্তং (অবস্থিত) চতুর্ভুজং (চতুর্ভুজ) কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং (পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী) প্রাদেশমাত্রং (প্রাদেশ—তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার—পরিমিত) পুরুষং (পুরুষকে) ধারণয়া (ধারণায়) স্মরন্তি (স্মরণ—চিন্তা—করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। (অল্পসংখ্যক) কতিপয় মহাত্মা নিজ-দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়াবকাশে (হৃদয়মধ্যে) অবস্থিত প্রাদেশ-(তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার)-পরিমিত চতুর্ভুজ এবং পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী পুরুষকে ধারণায় চিন্তা করিয়া থাকেন। ৫১

পরমাত্মা শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে এবং এক প্রাদেশ পরিমাণ চিন্ময়দেহে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। যাঁহারা স্ব-স্ব-হৃদয়ে পরমাত্মার এই স্বরূপের চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে সগর্ভ যোগী বলে।

১০৬-পয়ারোক্ত সগর্ভ-যোগিবিষয়ক প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। এবং (এইরূপে) ভগবতি হরৌ (ভগবান্ হরিতে) প্রতিলব্ধভাবঃ (যোগমিশ্রা

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে এই তিনভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১০৭

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬.৩-৪)—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৫৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সবীজস্যেতি। তদেবাযত্নসিদ্ধত্বং দর্শয়তি। এবং ধ্যানমার্গেণ হরৌ প্রতিলব্ধো ভাবঃ প্রেমা যেন, ভক্ত্যা দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য, প্রমোদাদুদ্গতানি পুলকানি যস্য, ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তাশ্রুকলয়া চ মুহুরর্দ্দ্যমানঃ আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ দুর্গ্রহস্য ভগবতো গ্রহণে বড়িশং মৎস্যবেধনমিব উপায়ভূতং চিত্তমপি ধ্যেয়াৎ বিযুঙ্ক্তে, তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নো ভবতীত্যর্থঃ॥ স্বামী ॥ ৫২

তর্হি যাবজ্জীবনং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসঃ তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকারণত্বাৎ। জ্ঞানযোগসমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ বিক্ষেপকর্ম্মোপরমঃ জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ স্বামী ॥ ৫৩

কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ঃ যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ভোগ্যশব্দাদিষু চ কর্ম্মসু যদা নানুসজ্জতে আসক্তিং ন করোতি তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সংন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ স্বামী ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা লব্ধপ্রেম) ভক্ত্যা (শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রভাবে) দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবীভূত-হৃদয়) প্রমোদাৎ (আনন্দবশতঃ) উৎপুলকঃ (পুলকিতাঙ্গ) ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্পকলয়া (উৎকণ্ঠাপ্রবর্ত্তিত অশ্রুরাশিতে) মুহুঃ (বারংবার) অর্দ্দ্যমানঃ (আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জমান), তৎ চ (সেই) চিত্ত-বড়িশম্ অপি (চিত্তরূপ বড়িশকেও) শনকৈঃ (ক্রমে ক্রমে) বিযুঙ্ক্তে (বিযুক্ত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। এইরূপ যোগমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি শ্রীহরিতে ভাব লাভ করিয়াছেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রমোদভরে যাঁহার অঙ্গে পুলকের উদ্গম হয় এবং উৎকণ্ঠা-প্রবৃত্ত অশ্রুকণায় যিনি আনন্দ সংপ্লবে-নিমগ্ন হন, তাঁহার তাদৃশ চিত্তবড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। ৫২।

উক্ত শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৮শ অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক ; শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটীর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলির আলোচনা করিলে—বিশেষতঃ ২৩।২৪ শ্লোকের "হৃদিকুর্য্যাৎ" এবং ৩৩শ শ্লোকের "ধ্যায়েৎ স্বদেহকুহরে" বাক্য আলোচনা করিলে—স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, এই শ্লোকটীও সগর্ভ-যোগীদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

১০৭। সগর্ভ-যোগী আবার তিন রকমের এবং নিগর্ভ-যোগীও তিন রকমের। সগর্ভ যোগারুরুক্ষু, সগর্ভ-যোগারূঢ়, সগর্ভ-প্রাপ্ত-সিদ্ধি ; এবং নির্গর্ভ-যোগারুরুক্ষু, নির্গর্ভ-যোগারূঢ় ও নির্গর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি—এই ছয় রকমের যোগী।

বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া নিশ্চলভাবে পরমাত্মাতে স্থাপনের নামই যোগ। যিনি এই যোগপ্রাপ্তির জন্য চিত্ত-শুদ্ধিজনক নিষ্কাম-কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন, তিনি **যোগারুরুক্ষু**—যোগারোহণে ইচ্ছুক। যোগারুরুক্ষু ব্যক্তির মন সম্যক্রূপে স্থির হয় নাই ; মনকে স্থির করার জন্যই চেষ্টা করেন। আর যাঁহার মন স্থির হইয়াছে, পরামাত্মাতে যিনি মনকে নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাকে **যোগারূঢ়** বলে। ভোগ্য-বস্তুতে এবং কর্ম্মেতে তাঁহার কোনও আসক্তি থাকেনা। তিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। আর যাঁহার অণিমাদি-সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তিনি **প্রাপ্তসিদ্ধি** যোগী। সগর্ভ ও নির্গর্ভ উভয় রকমের যোগীরই ঐ তিনটী অবস্থা হইতে পারে।

শ্লো। ৫৩-৫৪। অন্বয়। যোগং (যোগপদবীতে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) মুনেঃ

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদিহেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া ॥ ১০৮
'চ-'শব্দে অপি অর্থ ইহাঁও কহয়।
'মুনি, নিগ্রর্ন্থ'-শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥ ১০৯
'উরুক্রম, অহৈতুকী' কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কৈল পরম সমর্থ ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(জনের) কর্ম্ম (কর্ম্মই) কারণং (আরোহণের কারণ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ়) তস্য (তাঁহার—ব্যক্তির পক্ষে) শমঃ (চিত্তবিক্ষেপজনক কর্ম্ম হইতে উপরতি) এব (ই) কারণং (কারণ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যদাহি (যখন) [জনঃ] (লোক) সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সন্ (সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (না ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুতে) ন কর্ম্মসু (এবং না কর্ম্মে) অনুসজ্জতে (আসক্ত হন) তদা (তখন) [সঃ] (তিনি) যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হন)।

অনুবাদ। ধ্যান-নিষ্ঠারূপ যোগপদবীতে আরোহণ করিতে যিনি অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই ঐ আরোহণের কারণ (যেহেতু, কর্ম্মদ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হয়)। আবার যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে চিত্ত-বিক্ষেপজনক কর্ম্ম হইতে উপরতিরূপ শমই ধ্যান-বিষয়ে দৃঢ়তার কারণ। যে কালে যোগাভ্যাস-রত সাধক, ভোগ ও কর্ম্ম-বিষয়ক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদিতে এবং কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হন, সেই কালে তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে। ৫৩-৫৪

এই দুই শ্লোকে পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ পয়ারোল্লিখিত যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

১০৮। পূর্ব্বোক্ত ছয় রকম যোগীই সাধু-সঙ্গাদির প্রভাবে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন।

১০৯। আত্মারাম-শব্দের যোগী অর্থ করিলে শ্লোকোক্ত অন্যান্য শব্দের কিরূপ অর্থ হইবে, তাহা বলিতেছেন। **"চ"-শব্দে**—এই স্থলেও চ-শব্দের অর্থ "অপি"; "ও" বা "পর্য্যন্ত।" **ইহাঁও**—এই স্থলেও। মুনি ও নিগ্রর্ন্থ পদদ্বয়ের অর্থও পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ মুনি-অর্থ মননশীল; এবং নিগ্রর্ন্থ অর্থ অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন বা বিধিহীন।

১১০। আত্মা-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ ধরিয়া, এবং ব্রহ্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থ ধরিয়া, আত্মারাম-শব্দের ছয় রকম অর্থ করা হইল। যথা—সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু আত্মারাম, সগর্ভ-যোগারূঢ় আত্মারাম, সগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি আত্মারাম, নির্গর্ভ যোগারুরুক্ষু আত্মারাম, নির্গর্ভ যোগারূঢ় আত্মারাম এবং নির্গর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি আত্মারাম। এই ছয়টী অর্থের এক একটিকে পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া শ্লোকটীর অর্থ করিলে মোট ছয়টী অর্থ পাওয়া যাইবে। উক্ত ছয়টী অর্থ এইরূপ ঃ—

(৮) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নিগ্রর্ন্থ (বিধিহীন) হইয়াও সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(৯) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নিগ্রর্ন্থ (কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীন) হইয়াও সগর্ভ-যোগারূঢ় আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(১০) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐগুণে আকৃষ্ট হইয়া) নিগ্রর্ন্থ (অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, অথবা বিধিহীন) হইয়াও সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি-আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(১১) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্যগুণ মহিমা যে, (ঐগুণে আকৃষ্ট হইয়া) নিগ্রর্ন্থ (বিধিহীন) হইয়াও নির্গর্ভ-যোগারুরুক্ষু-আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(১২) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐগুণে আকৃষ্ট হইয়া) নিগ্রর্ন্থ (অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, অথবা বিধিহীন) হইয়াও নির্গর্ভ যোগারূঢ়-আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
'শান্তভক্ত' করি তবে কহি তার নাম॥ ১১১

'আত্মা'-শব্দে 'মন' কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥ ১১২

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)—
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং তাবৎ সর্ব্বাত্মকে পরমেশ্বরে সর্ব্বশ্রুতিসমন্বয়েন সদ্‌ভজনীয়ত্বমুক্তা অভক্তনিন্দয়া চ তদেব দৃঢ়ীকৃত্য ইদানী-মনবগাহ্যম্‌হিমনি প্রথমং তাবৎ উপাধ্যবলম্বনমুপাসনমুদরং ব্রহ্মেতি শর্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেতি আরুণয়ো ব্রহ্মা হৈবৈতা উর্দ্ধং ত্বেবোদসর্পং তচ্ছিরোঽশ্রয়ত ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিদধতীত্যাহ উদরমুপাসত ইতি। ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু যে কূর্পদৃশঃ তে উদরালম্বনং মণিপূরস্থং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি শর্করাক্ষা ইতি শ্রুতিপদস্য প্রতিপদং কূর্পদৃশ ইতি কূর্পং শর্করা রজো বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃপিহিতদৃষ্টয় স্থূলদৃষ্টয় ইতি যাবৎ উদরস্য হৃদয়াপেক্ষয়া স্থূলত্বাৎ যদ্বা কূর্পং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মদৃশ ইত্যর্থঃ। তথা হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেব আলক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমমুদরস্থমুপাসত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(১৩) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে (ঐগুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, অথবা বিধিহীন) হইয়াও নির্গর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি-আত্মারামগণপর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

উক্ত ছয় অর্থ, আর পূর্ব্বের (৯৯ ও ১০৪ পয়ারের) সাত অর্থ—মোট হইল তের রকমের অর্থ।

১১১। এইসব শান্ত ইত্যাদি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রসের পাঁচরকম ভক্ত আছেন। উপরে যে তের রকমের অ আত্মারামগণের কথা বলা হইল, তাঁহারা কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তখন তাঁহারা উক্ত পাঁচ রকমের মধ্যে কোন্ রকমের ভক্ত হইবেন—তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। তাঁহারা শান্তরসের ভক্ত হইবেন। শান্ত-ভক্তের লক্ষণ কেবল শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা; "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ।" শ্রীকৃষ্ণে যে বুদ্ধির নিষ্ঠতা, নিশ্চলভাবে স্থিতি, তাহার নামই "শম"। এই শম যাঁহার আছে, তিনিই শান্ত। উক্ত তের রকমের আত্মারাম-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে কেবল নিষ্ঠামাত্রই লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মমতাবুদ্ধি লাভ করেন নাই। এজন্য তাঁহারা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা পাইবেন না—অর্থাৎ দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের উপাস্য হইবেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং তাঁহারা পরব্যোমে সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাইবেন।

১১২। এক্ষণে আত্মাশব্দের 'মন' অর্থ ধরিয়া শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। আত্মায় (মনে) রমণ করে যাহারা তাহারা আত্মারাম (মনোরাম)।

কিন্তু "মনে রমণ করা" অর্থ কি? "মনে রমণ করা" অর্থ—এস্থলে হৃদয়স্থিত জীবান্তর্য্যামীতে রমণ করা। পরবর্ত্তী শ্লোকের "হৃদয়মারুণয়ো দহরং" এই অংশের অর্থই **"মনে যেই রমে"**। ইহার টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন 'আরুণয়স্তু হৃদয়ং হৃদয়স্থিত-জীবান্তর্য্যামিনং বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তনয়া জ্ঞানশক্তিদায়কং দহরং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ সূক্ষ্মম্ ইত্যাদি।" ইহা হইতে বুঝা যায়, যিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আছেন, এবং যিনি প্রত্যেক জীবের বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেই এই পয়ারে "মনে বমণকারী" বলা হইয়াছে। আরুণি-ঋষিগণ হৃদয়স্থিত এই সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেন।

এই পয়ারের অর্থ এই ঃ—বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী সূক্ষ্ম-ব্রহ্মকে যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহারাও সাধুকৃপা প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন।

শ্লো। ৫৫। অন্বয়। ঋষিবর্ত্মসু (ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে) যে (যাঁহারা) **কূর্পদৃশঃ** (স্থূলদৃষ্টি, তাঁহার)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইত্যর্থঃ। আরুণয়স্তু সাক্ষাৎ হৃদয়স্থং দহরং সূক্ষ্মমেবোপাসতে হৃদয়বিশেষণং পরিসরপদ্ধতিমিতি পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তি পরিসরাঃ নাড্য স্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিত্যর্থঃ সবিশেষণস্য ফলমাহ তত ইতি। ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত তব ধাম উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং শিরোমূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্‌গতমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ধাম যৎসমেত্য প্রাপ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে মৃত্যুমুখে সংসারে ন পতন্তি তথাচ শ্রুতিঃ শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্য স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ অন্যা উৎক্রমণে ভবন্তীতি। উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ। হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্‌গতং তমুপাস্মহে। স্বামী॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উদরং (উদরমধ্যস্থমণিপুরস্থিত ব্রহ্মের—অথবা ক্রিয়াশক্তিদায়ক বৈশ্বানরান্তর্য্যামীর) উপাসতে (ধ্যান করিয়া থাকেন); আরুণয়ঃ (অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ) পরিসরপদ্ধতিং (দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসমূহ যে স্থান দিয়া বিভিন্নদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই) হৃদয়ং (হৃদয়স্থিত) দহরং (সূক্ষ্মতত্ত্বের—জ্ঞানশক্তিদায়ক জীবান্তর্য্যামীর) [উপাসতে] (উপাসনা করেন)। অনন্ত (হে অনন্ত)! ততঃ (তাহা—সেই হৃদয়—হইতে) তব (তোমার) ধাম (উপলব্ধি-স্থান) সুষুম্নাখ্যং (সুষুম্নানামক নাড়ী) পরমং (শ্রেষ্ঠ—জ্যোতির্ম্ময়) শিরঃ (ব্রহ্মরন্ধ্র—ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি) উদগাৎ (উদ্‌গত হইয়াছে)—যৎ (যে ধামকে বা সুষুম্না নাড়ীকে) সমেত্য (প্রাপ্ত হইলে) পুনঃ (পুনরায়) ইহ (এই সংসারে) কৃতান্তমুখে (মৃত্যুমুখে) ন পতন্তি (পতিত হয় না)।

অনুবাদ। ঋষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূল-দৃষ্টি ঋষিগণ উদর-মধ্যে মণিপুরস্থ-ব্রহ্মের (অথবা ক্রিয়াশক্তি দায়ক বৈশ্বানরান্তর্য্যামীর) ধ্যান করিয়া থাকেন। অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ—দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসমুহ যে স্থান দিয়া বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে অবস্থিত সূক্ষ্ম তত্ত্বের (জ্ঞানশক্তিদায়ক জীবান্তর্য্যামীর) উপাসনা করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতেই জ্যোতির্ম্ময়-সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে উদ্‌গত হইয়াছে—যে সুষুম্নানাড়ী তোমার উপলব্ধি-স্থান এবং যে সুষুম্নানাড়ীকে লাভ করিতে পারিলে আর এই সংসারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। ৫৫

ঋষিদিগের মধ্য যাঁহারা স্থূলদৃষ্টি, তাঁহারা **উদরং উপাসতে**—উদরের (পেটের) উপাসনা (ধ্যান) করিয়া থাকেন। তন্ত্রের মতে উদরের অঙ্গীভূত নাভিতে মণিপুর নামক একটী পদ্ম আছে (ইহা ষট্‌চক্রের অন্তর্গত একটী চক্র); ব্রহ্ম একরূপে এই পদ্মেও অবস্থিত আছেন; এই শ্লোকে "উদরের উপাসনা"-দ্বারা উদর-মধ্যস্থিত মণিপুর-নামক পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অথবা "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ গীতা। ১৫।১৪॥"—এই বচনানুসারে দেখা যায়, ভগবান্‌ই বৈশ্বানর-রূপে উদরে অবস্থিত থাকিয়া চতুর্ব্বিধ (চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়) অন্নকে পরিপাক করাইয়া ক্রিয়াশক্তি দান করিয়া থাকেন। "উদরের উপাসনা" বলিতে এই ক্রিয়াশক্তিদাতা বৈশ্বানরের উপাসনাও বুঝাইতে পারে। হৃদয় অপেক্ষা উদর স্থূলতর বলিয়া উদরের উপাসকগণকে কূর্পদৃশঃ বা স্থূলদৃষ্টি বলা হইয়াছে।

পরিসরপদ্ধতিং—পরিতঃ (চতুর্দ্দিকে) সরন্তি (প্রসারিত হয়) ইতি পরিসরাঃ; নাড়ীসমূহ একস্থান হইতে সর্ব্বদিকে প্রসারিত হয় বলিয়া নাড়ীসমূহকে পরিসর বলে; সেই নাড়ীসমূহের পদ্ধতি (মার্গ—রাস্তা) স্বরূপ যে হৃদয়। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থানকে তন্ত্রশাস্ত্রমতে মূলাধার বলে; এই মূলাধারই শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর মূলস্থান; নাড়ীসমূহ এই মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া সমস্তদেহে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই নাড়ী-সমুহের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাই শ্রেষ্ঠ; ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থলে থাকে সুষুম্না; এই সুষুম্না মেরুদণ্ডের বাহিরে অবস্থিত। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের মধ্য দিয়া এই সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; এইরূপে

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইয়া॥ ১১৩

'আত্মা' শব্দে 'যত্ন' কহে, যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুষুম্নানাড়ীর (এবং অন্যান্য নাড়ীরও) গতিপথে পড়ে বলিয়াই হৃদয়কে নাড়ীর পদ্ধতি (মার্গ বা রাস্তা)-স্বরূপ বলা হইয়াছে। এতাদৃশ যে হৃদয়, সেই **হৃদং**—হৃদয়স্থিত নাড়ীসমূহের প্রসরণের রাস্তাস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থিত **দহরং**—সূক্ষ্মতত্ত্ব, জীবান্তর্য্যামী—যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বিগ্রহে জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া জ্ঞানশক্তি দান করেন। "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥ ইতি শ্রীভা ১০।৮৭।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভধৃত শ্রুতিবচন॥" হৃদয়স্থিত জীবান্তর্যামী সূক্ষ্মতত্ত্বকে আরুণি-ঋষিগণ উপাসনা করেন। **ততঃ**—সেই হৃদয় হইতে; যে হৃদয়স্থিত জীবান্তর্য্যামী আরুণিঋষিগণকর্ত্তৃক উপাসিত হয়েন, সেই হৃদয় হইতে; অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সেই হৃদয়ের মধ্য দিয়া ভগবান্ অনন্তের **ধাম**—উপলব্ধিস্থানস্বরূপ **সুষুম্নাখ্যং**—সুষুম্নানামক নাড়ী; ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে অবস্থিতা সুষুম্নানাড়ী **পরমং**—জ্যোতির্ম্ময় **শিরঃ**—মস্তক, মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত **উদগাৎ**—উদ্গত হইয়াছে। সুষুম্নানাড়ী মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যদিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। **যৎ সমেত্য**—যে সুষুম্নানাড়ীকে প্রাপ্ত হইলে, সুষুম্না নাড়ীর যোগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারিলে আর কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ইতি শ্রীভা, ১০।৮৭।১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিধৃত শ্রুতিবচন॥—হৃদয়ের সংশ্রবে একশতটী নাড়ী আছে; তাহাদের মধ্যে একটী মাত্র নাড়ী (সুষুম্না) ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইয়াছে; এই নাড়ীটীর যোগে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলে উপাসক মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; অন্যান্য নাড়ীসকল সংসার ভ্রমণের দ্বারমাত্র হইয়া থাকে।" সুষুম্নার সহায়তায় অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ হইতে পারে বলিয়াই সুষুম্নাকে ভগবদুপলব্ধিস্থান বলা হইয়াছে।

হৃদয় অর্থ মন; উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, আরুণি-ঋষিগণ হৃদয়ের (হৃদয়স্থ সূক্ষ্মতত্ত্বের) উপাসনা করেন অর্থাৎ তাঁহারা হৃদয়ে বা মনে রমণ করেন; সুতরাং তাঁহারা হইলেন মনে রমণকারী বা মনোরাম—আত্মা (মনঃ)-রাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২-পয়ারে যে "মনে রমণকারী" আত্মারামদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপক শ্লোক এইটী।

১১৩। এহো—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত মনোরাম। **মহামুনি হঞা**—কৃষ্ণ-মননে আসক্তি-যুক্ত হইয়া; ইহা শ্লোকস্থ "মুনয়ঃ"-শব্দের অর্থ। **নির্গ্রন্থ**—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন বা বিধিহীন। এই দুই পয়ারে আত্মাশব্দের "মন" অর্থ ধরিয়া আত্মারাম-শ্লোকের আর একটী অর্থ পাওয়া গেল।

(১৪) বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক হৃদয়মধ্যস্থিত অন্তর্য্যামী সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে যাঁহারা ধ্যান করেন (সেই মনোরাম আত্মারামগণও) তাঁহারাও (সাধুসঙ্গের প্রভাবে), কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীন (নির্গ্রন্থা) হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণ-মননে আসক্তিযুক্ত (মুনয়ঃ) হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—এমনই পরমাশ্চর্য্য শ্রীহরির গুণমহিমা।

এই পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দটী অর্থ পাওয়া গেল।

১১৪। আত্মা-শব্দের 'যত্ন' অর্থ ধরিয়া আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। **আত্মারাম**—যত্নরাম; যাঁহারা অত্যন্ত যত্নশীল; অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যাঁহারা প্রারব্ধ কার্য্য সম্পাদনের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই **যত্নরাম**।

তথাহি (ভাঃ ১।৫।১৮)—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ৫৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৭)—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নমু স্বধর্ম্মমাত্রাদপি কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ পিতৃলোকপ্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব তত্রাহ তস্যেতি। কোবিদঃ বিবেকী তস্যৈব হেতোস্তদর্থং যত্নং কুর্য্যাৎ যৎ উপরি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তম্ অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তঞ্চ ভ্রমদ্‌ভির্জীবৈর্নলভ্যতে ষষ্ঠী তু পূর্ব্ববৎ। তৎ তু বিষয়সুখমন্যত এব প্রাচীনস্বকর্ম্মণা সর্ব্বত্র নরকাদাবপি লভ্যতে। দুঃখবৎ, যথাদুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ। তদুক্তম্—অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতি-রিচ্যতে ইতি ॥ স্বামী ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুনয়োঽপি কৃষ্ণ ভজে—মুনিগণও কৃষ্ণভজন করেন। পূর্ব্বে যে কয়টী অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্লোকের 'কুর্ব্বন্তি' ক্রিয়ার কর্ত্তা করা হইয়াছে "আত্মারামাঃ"কে। কিন্তু আত্মা-শব্দের 'যত্ন' অর্থ ধরিয়া শ্লোকের অর্থ করার সময়ে "মুনয়ঃ" পদকেই "কুর্ব্বন্তি" ক্রিয়ার কর্ত্তা করা হইতেছে। **মুনি**—তপস্বী।

শ্লো। ৫৬। অন্বয়। উপর্য্যধঃ (ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং নিম্নে স্থাবর-যোনি পর্য্যন্ত) ভ্রমতাং (ভ্রমণকারী জীবগণের) যৎ (যাহা) ন লভ্যতে (লাভ হয় না), কোবিদঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) তস্য (তাহার) এব (ই) হেতোঃ (জন্য) প্রযতেত (যত্ন করিবেন)। তৎসুখং (সেই বিষয়সুখ) গভীররংহসা (মহাবেগ—অথবা অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন) কালেন (কালের প্রভাবে—অথবা, প্রাক্তন-কর্ম্মফলে) দুঃখবৎ (দুঃখের ন্যায়) অন্যতঃ (অন্য হইতে—নিজের চেষ্টাব্যতীতই) সর্ব্বত্র (সর্ব্বত্র) লভ্যতে (লাভ হয়)।

অনুবাদ। ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং নিম্নে স্থাবর-যোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও জীবগণ যাহা লাভ করিতে পারেনা, তাহা (সেই ভক্তিসুখ) লাভের জন্য যত্ন করাই বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। দুঃখের মতন বিষয়-সুখও অদ্ভুত-শকি-সম্পন্ন প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফলে—কোনও চেষ্টা ব্যতীতই—আপনা আপনিই—সর্ব্বত্র আসিয়া উপস্থিত হয় (সুতরাং ঐহিক সুখের জন্য চেষ্টা করার কোনও প্রয়োজন নাই)। ৫৬

দুঃখলাভের জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করেনা—চেষ্টা তো দূরের কথা, ইচ্ছাও করেনা; তথাপি, যে দুঃখ আসিবার, প্রাক্তন-কর্ম্মফলে তাহা আসিয়াই পড়ে; কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। সুখের জন্য—বিষয়-সুখের জন্য—লোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু যে সুখের জন্য চেষ্টা করা হয়, সেই সুখই যে পাওয়া যায়, তাহা নহে; প্রাক্তন-কর্ম্মফলে—যে সুখ আসিবার, তাহাই আসে—যে সুখ আসিবার নয়, তাহা আসে না। সুখ আসে কর্ম্মফলে, জীবের চেষ্টার ফলে নহে; জীবের চেষ্টা সুখোদ্‌গমের উপলক্ষ্যমাত্র—কারণ নহে; সুতরাং প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলেই যদি সুখের আগমন হয়, তাহা হইলে সুখের জন্য চেষ্টা না করিলেও, প্রাক্তন কর্ম্মফলে সুখ আসিবেই; কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্য হইবেই। কিন্তু ভক্তিসুখ কেহ কখনও চেষ্টাব্যতীত লাভ করিতে পারেনা—যাহারা ব্রহ্মলোকের অধিবাসী, তাহারাও না। ভক্তিসুখ-লাভের জন্য যত্নের বিশেষ প্রয়োজন; তাই, যাঁহারা বুদ্ধিমান্—প্রাক্তন কর্ম্মফলে, দুঃখের ন্যায়ই অনায়াসলভ্য বিষয়-সুখের জন্য যত্ন না করিয়া—তাঁহারা ভক্তিসুখলাভের জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে "কোবিদঃ"-শব্দে ১১৪-পয়ারোক্ত "মুনয়ঃ—মুনিগণকে, তপস্বীদিগকে"-বুঝাইতেছে। মুনিগণ যে যত্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন (ভক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্ন) করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো ৫৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৬-শ্লোকের ন্যায় ইহাও ১১৪-পয়ারের প্রমাণ।

'চ'-শব্দ—'অপি'-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে। | যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৫। "চ" শব্দের অর্থ এস্থলে "অপি", "ও"। আর শ্লোকের **"অপি"**—শব্দে অবধারণ বুঝায়। **অবধারণ**—নিশ্চয়তা। এইরূপ অর্থে **শ্লোকটীর অন্বয়** হইবে এই ঃ—মুনয়ঃ চ (অপি) আত্মারামাঃ (যত্নশীলাঃ) নির্গ্রন্থা অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। অর্থ হইল এইরূপ ঃ—

(১৫) মুনিগণও যত্নশীল এবং মায়াতীত (নির্গ্রন্থ) হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন—এমনিই পরমাশ্চর্য্য তাঁহার মহিমা।

এই পর্য্যন্ত মোট পনরটী অর্থ হইল।

যত্নাগ্রহবিনা ইত্যাদি—যত্ন অর্থ উদ্যোগ; আগ্রহ অর্থ আসক্তি, উৎকণ্ঠা। বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে যে একটা ব্যস্ততা, তাহাই যত্ন। আর প্রেমলাভের নিমিত্ত চিত্তে যে বলবতী উৎকণ্ঠা, তাহাই আগ্রহ। **ভক্তি**—সাধনভক্তি, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের তজ্জন্য উদ্যোগ এবং আগ্রহ যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রেম পাওয়া যায় না।

যন্ত্রের মত ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান মাত্র করিয়া গেলেই যে হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হইবে, তাহা নহে। ভক্তির উন্মেষের জন্য একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই; কিসে অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে পারে, কিসে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা চাই, কাতর-প্রাণে আন্তরিকতার সহিত ভগবচ্চরণে, কি ভক্তচরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ভাবে বলবতী উৎকণ্ঠা এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত যাঁহারা ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করেন, পরম করুণ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রেমবিকাশের অনুকূল বুদ্ধি-বৃত্তি স্ফুরিত করেন। তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ প্রেমের উন্মেষ হইতে পারে। আসক্তি-শূন্য অনুষ্ঠান দ্বারা প্রেম-বিকাশের বিশেষ কিছু সহায়তা হয় না। (২।২২।৮৯ পয়ারের টীকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

এই পয়ারের পূর্ব্বের দুই শ্লোকে এবং পরের দুই শ্লোকে সাধকের যত্নের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্য চেষ্টা করার কোনও প্রয়োজন নাই; প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলে দুঃখ যেমন আমাদের কোনওরূপ চেষ্টা ছাড়াই আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ। কিন্তু ভক্তি কখনও আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় না—ভক্তি-লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। ৫৭ সংখ্যক শ্লোকেও বলিয়াছেন—ভক্তি-লাভের জন্য যাঁহাদের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ আছে, শীঘ্রই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। নিম্নের ৫৯ সংখ্যক শ্লোকেও বলিয়াছেন—যাঁহারা যত্ন ও আগ্রহের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাদের চিত্তে এমন বুদ্ধি স্ফুরিত করিয়া দেন, যাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন। নিম্নের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—শুদ্ধাভক্তি সহজলভ্যা নহে, ইহা সুদুর্ল্লভা। এই সুদুর্ল্লভত্ব দুই রকমের; এক—এই ভক্তি কোনও সময়েই কিছুতেই পাওয়া যায় না; আর—এই ভক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নয়। যাঁহাদের সাধনে আসঙ্গ (আসক্তি) নাই, অর্থাৎ ভক্তিলাভের জন্য যাঁহাদের হৃদয়ে উৎকণ্ঠা নাই, চেষ্টাতে কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ পায় না, যে কৌশলে ভজন করিলে চিত্তে প্রেমের উন্মেষ হইতে পারে, সেই কৌশল যাঁহারা জানেন না, সেই কৌশলটী জানিবার জন্যও যাঁহাদের আগ্রহ নাই—শত সহস্র সাধন করিলেও তাঁহারা কোনও সময়েই প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। "বহু-জন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥ ১।৮।১৫ ॥" শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই প্রেমভক্তির সাধন; কিন্তু যত্ন ও আগ্রহশূন্য হইয়া বহুজন্ম পর্য্যন্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেও প্রেম-ভক্তি মিলিবে না—মুক্তি আদি মিলিতে পারে, কিন্তু প্রেম মিলিবে না। এইরূপ সাধকদের পক্ষে হরিভক্তি একেবারেই অলভ্যা। আর যাঁহাদের ভজনে

তথাহি তত্রৈব (১।২।২২)—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥ ৫৮

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৫৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরিণাচাশ্বদেয়েত্যত্রাসঙ্গেঽপীতিগম্যতে। অন্যথা দ্বৈবিধ্যানুপপত্তেঃ। দ্বিধা সুদুর্ল্লভেতি প্রকারদ্বয়েনাপি দুর্ল্লভত্বং তস্যা ইত্যর্থঃ। * * *। সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববনৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব। তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্ল্লভে-ত্যুক্তিস্ত সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি। * * অনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ॥ শ্রীজীব॥ ৫৮

এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মষ্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগম্ উপায়ং দদামি। তমিতি কং যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তাঃ মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ স্বামী॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যত্ন ও আগ্রহ আছে, তাঁহারা প্রেম পাইতে পারেন বটে—কিন্তু সহসা নহে। যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি আদির জন্য বাসনা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত প্রেম মিলিবে না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১।৮।১৬॥"

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। অনাসঙ্গৈঃ (আসঙ্গরহিত—সাক্ষাদভজনে প্রবৃত্তিহীন) সাধনৌঘৈঃ (সাধনসমূহদ্বারা) সুচিরাদপি (সুচিরকালেও) অলভ্যা (অলভ্যা), হরিণা চ (এবং শ্রীহরিকর্ত্তৃক) আশু (শীঘ্র—যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি মুক্তি-কামনা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত) অদেয়া (অদেয়া—দেওয়ার অযোগ্যা)—ইতি দ্বিধা (এই দুই রকম) সুদুর্ল্লভা (সুদুর্ল্লভা) সা হরিভক্তি) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ। আসঙ্গ-রহিত (অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন) বহু যহু-সাধনদ্বারা সুচির-কালেও (বহুজন্মেও) অলভ্যা এবং (সাসঙ্গ-সাধনেও—সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত সাধনেও) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আশু (শীঘ্র—যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত) অদেয়া—হরিভক্তি এই দুই রকমে সুদুর্ল্লভা। ৫৮

অনাসঙ্গ—আসঙ্গহীন। আসঙ্গ বলিতে সাধন-নৈপুণ্য বুঝায় এবং এই সাধন-নৈপুণ্য হইল সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি (শ্রীজীব)। এইরূপ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন **সাধনৌঘৈঃ**—সাধনসমূহদ্বারা, শতসহস্র সাধনদ্বারাও হরিভক্তি **সুদুর্ল্লভা**—হরিভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে যদি সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তি না থাকে—আমার ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, এইরূপ ভাব যদি মনে না থাকে,—তাহা হইলে সাধনের ফলে ভক্তি পাওয়া যাইবে না। "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"—এই পয়ারে সে কথাই বলা হইয়াছে। সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সময় মনে করিতে হইবে—আমি আমার সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে আমার অভীষ্ট লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি। এইরূপে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই হরিভক্তি মিলিতে পারে; কিন্তু তাহাও সহজে নহে—যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত হরিভক্তি মিলিবে না। সাধন করিতে করিতে ভগবানের কৃপায় বা ভক্ত-কৃপায় যখন চিত্ত হইতে সমস্ত দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখনই ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিবেন। এই রূপে ভজন করিতে হইলে মনঃসংযোগের প্রয়োজন এবং মনঃসংযোগের জন্য যত্ন ও আগ্রহের প্রয়োজন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ১১৫-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

'আত্মা'-শব্দে—'ধৃতি' কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
'ধৈর্য্যবন্ত এব' হঞা করয়ে ভজনে ॥ ১১৬

'মুনি'-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ; 'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ জন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥ ১১৭

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।১৪)—
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভো অম্ব মাতঃ অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ পক্ষিণস্তে প্রায়েণ মুনয়ো ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ? কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি তথা রুচিরাঃ প্রবালা যেষাং তান্ দ্রুমভুজান্ বৃক্ষাণাং শাখা আরুহ্য তেন শ্রীকৃষ্ণেনোদিতং প্রকটিতং কলবেণুগীতং কেনাপি সুখেন অমীলিতদৃশস্ত্যক্তান্যবাচশ্চ সন্তো যে শৃণ্বন্তীতি। তথাহি মুনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং যথা ভবতি তথা বেদোক্তকর্ম্মফলপরিত্যাগেন বেদদ্রুমশাখারূঢ়া রুচিরপ্রবালস্থানীয়ানি কর্ম্মাণ্যেবোপাদদানাঃ সুখিনঃ সন্ত শ্রীকৃষ্ণগীতমেব শৃণ্বন্তি অতস্ত এবৈতে ভবিতুমর্হন্তীতি ভাবঃ ॥ স্বামী ॥ ৬০

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

১১৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাও ১১৫-পয়ারের প্রমাণ।

১১৬। আত্মা-শব্দের ধৃতি অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। **ধৃতি**-অর্থ—ধৈর্য্য। **আত্মারাম**—ধৈর্য্যে রমণ করেন যাঁহারা; ধৈর্য্যশীল।

ধৈর্য্যবন্ত—ধৈর্য্যশীল। **এব**—নিশ্চয়। ধৈর্য্যশীল হইয়াই তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজন করেন।

১১৭। এই পয়ারে আত্মা-শব্দের ধৃতি-অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া মুনি ও নির্গ্রন্থ শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন। **মুনি** শব্দে পক্ষী ও ভৃঙ্গ (ভ্রমর)কে বুঝায়। পরবর্ত্তী "প্রায়ো বতাম্ব" শ্লোকে পক্ষীকে এবং "এতেঽলিনস্তব" শ্লোকে ভ্রমরকে মুনি বলা হইয়াছে। মননশীলত্ব বশতঃই পক্ষী ও ভ্রমরকে মুনি বলা হইয়াছে। **নির্গ্রন্থঃ** অর্থ এস্থলে মূর্খ। **দোঁহার ভজন**—পক্ষি-ভ্রমরাদি এবং মূর্খজন এই উভয়েই কৃষ্ণ-ভজন করে।

পরবর্ত্তী ৬০।৬২।৬৩ সংখ্যক শ্লোকে পক্ষীদিগের, ৬১ সংখ্যক শ্লোকে ভ্রমরদিগের এবং ৬৪ সংখ্যক শ্লোকে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি জাতীয় মূর্খলোকদিগের শ্রীকৃষ্ণভজন দেখাইয়াছেন।

শ্লো। ৬০। অন্বয়। অম্ব (হে মাতঃ)! অস্মিন্ বনে (এই বনে) যে (যে সমস্ত) পক্ষিণঃ (পক্ষী আছে) [তে] (তাহারা) প্রায়ঃ (প্রায়) মুনয়ঃ (মুনি) [ভবিতুম্ অর্হন্তি] (হওয়ার যোগ্য। [যতঃ তে] (যেহেতু, তাহারা) কৃষ্ণেক্ষিতং (শ্রীকৃষ্ণদর্শন যেরূপে হইতে পারে, সেইরূপে—যাহাতে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাধা না হয়, সেইরূপে) রুচিরপ্রবালান্ (মনোহর-পত্রযুক্ত) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখায়) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া) মীলিতদৃশঃ (নিমীলিত-নয়নে) বিগতান্যবাচঃ (অন্যবাক্য রহিত হইয়া—নিঃশব্দে) তদুদিতং (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রকটিত) কলবেণু-গীতং (মধুর বেণুগীত) শৃণ্বন্তি (শ্রবণ করিতেছে)।

অনুবাদ। হে অম্ব! এই বৃন্দাবনের যে পক্ষিগণ, তাহারাও প্রায় মুনি। কারণ (তাহাদের আচরণ মুনির তুল্য, যেহেতু) তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ মনোহর-পত্রযুক্ত বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া নিঃশব্দে ও নিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রকটিত মধুর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। ৬০

মুনিগণ যেমন নিমীলিত-নয়নে ও নিঃশব্দে শ্রীকৃষ্ণকথা বা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করেন, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনস্থ পক্ষিগণও **কৃষ্ণেক্ষিতং**—শ্রীকৃষ্ণদর্শন যাহাতে হইতে পারে, তদ্রূপ ভাবে—বৃক্ষস্থ পত্র-পুষ্প-ফলাদি যাহাতে তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাধা জন্মাইতে না পারে, সেইভাবে, **রুচিরপ্রবালান্**—রুচির (মনোহর) প্রবাল (পত্র) আছে যাহাতে, তাদৃশ **দ্রুমভুজান্**—দ্রুমের (বৃক্ষের) ভুজ (শাখা) সমূহে আরোহণ করিয়া, তাদৃশ শাখাসমূহে

তথাহি (ভাঃ ১০।১৫।৬,৭)—
এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যাঃ
গূঢ়ং বনেঽপি জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে অনঘ! বনে গূঢ়মপি ত্বাং ন ত্যজন্তি ত্বয়ি মনুষ্যবেশেন নিগূঢ়ে সতি মুনয়োঽপ্যলিবেশেন নিগূঢ়াস্ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসিয়া **মীলিতদৃশঃ**—মীলিত (নিমীলিত) হইয়াছে দৃক্ (নয়ন) যাহাদের, তাদৃশ হইয়া নিমীলিতনয়নে এবং **বিগতান্যবাচঃ**—বিগত (বিশেষরূপে দূরীভূত হইয়াছে) অন্যবাক্য (শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি ব্যতীত অন্য শব্দ) যাহাদিগ হইতে—অন্য কোনওরূপ শব্দ যাহাদের মুখ হইতে বাহির হয় না, যাহাদের কাণে প্রবেশ করেনা, যাহাদের মনের উপরও ক্রিয়া করেনা, তাদৃশ হইয়া—শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতব্যতীত অন্য কোনওরূপ শব্দের সহিত সম্যক্‌রূপে সম্পর্কশূন্য হইয়া একাগ্রচিতে শ্রীকৃষ্ণের **কলবেণুগীতং**—কল (মধুর) বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ ভজনেরই একটী অঙ্গ; মুনিদিগের ন্যায় আচরণশীল হইয়া বৃন্দাবনস্থ পক্ষিগণও এই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই ইহার একমাত্র হেতু—নচেৎ পক্ষিগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনিবার নিমিত্ত এত আগ্রহ ও যত্ন সম্ভবপর নহে।

অথবা, সনকাদি-মুনিগণই পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিতেছেন (বৈষ্ণব-তোষণী); তাই, পক্ষিগণকে "মুনয়ঃ—মুনিগণ" বলা হইয়াছে।

১১৭-পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণকৃপায় পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করে; এই উক্তিরই প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

শ্লো। ৬১। অন্বয়। আদিপুরুষ (হে আদিপুরুষ বলদেব)! এতে (এই সকল) অলিনঃ (ভ্রমর) তব (তোমার) অখিললোকতীর্থং (অখিল-লোক-পাবন) যশঃ (যশঃ) গায়ন্তঃ (গান করিতে করিতে) অনুপথং (পথে পথে) ভজন্তে (ভজন করিতেছে—তোমার অনুগমন করিতেছে)। অনঘ (হে অনঘ—পরমকারুণিক)! অমী (ইহারা—এই ভ্রমরগণ) প্রায়ঃ (প্রায়ই) ভবদীয়মুখ্যাঃ (তোমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) মুনিগণাঃ (মুনিগণই)—বনে (শ্রীবৃন্দাবনে) গূঢ়ম্ অপি (গূঢ়—গোপনীয়—ভাবে অবস্থিত) আত্মদৈবং (নিজ অভীষ্টদেব তোমাকে) ন জহতি (ত্যাগ করে না)।

অনুবাদ। হে আদি-পুরুষ বলদেব! এই ভ্রমরগণ তোমার অখিল-লোক-পাবন যশোগান করিতে করিতে পথে পথে তোমার অনুগমন করিতেছে। হে অনঘ! ইহারা প্রায়ই তোমার সেবক-প্রধান মুনিগণ, ইহারা বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে বিচরণকারী নিজ অভীষ্টদেব তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। ৬১

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বৃন্দাবনের বনে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ শব্দ করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে বলিতেছেন—এই ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ রবে তোমার যশোরাশিই কীর্ত্তন করিতেছে; তোমার সেবকশ্রেষ্ঠ মুনিগণই হয়তো ভ্রমরের রূপ ধরিয়া তোমার যশঃকীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার অনুসরণ করিতেছে; তুমি যেমন এস্থানে মানুষী লীলার আবরণে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছ, তোমার সেবকগণও তদ্রূপ গূঢ়ভাবে ভ্রমরের বেশে তোমার সেবা করিতেছে।

অখিল-লোকতীর্থং—অখিল (সমস্ত) লোকের পক্ষে তীর্থসদৃশ (পরম-পাবন), সকল-লোক-পাবন; শ্রীবলদেবের যশোরাশি (মহিমা) শ্রবণ করিলে—তীর্থস্পর্শে লোক যেমন পবিত্র হয়, তদ্রূপ—সকল লোকই পবিত্র হইতে পারে বলিয়া তাঁহার যশঃ বা মহিমাকে অখিল-লোক-তীর্থ বলা হইয়াছে। এতাদৃশ মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বেনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ৬২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গ ইতি। যদস্তি স্বস্মিংস্তদ্গৃহমাগতায় মহতে মহাপুরুষায় সমর্পয়ন্তীতি ॥ স্বামী ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভ্রমরগণ শ্রীবলদেবের পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। **অনঘ**—সেবকদের অঘ (অপরাধ) নাই যাঁহার নিকটে; যিনি সেবকদের অপরাধ গ্রহণ করেন না, কৃপাবশতঃ; সুতরাং যিনি-করুণ, তিনিই অনঘ। এস্থলে অনঘ-শব্দে শ্রীবলদেবের পরম-কারুণিকত্ব সূচিত হইতেছে। যে সমস্ত ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে বলদেবের গুণগান করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিতেছেন—ইহারা **ভবদীয়মুখ্যাঃ**—ভবদীয়দিগের (তোমার ভক্তদের) মধ্যে মুখ্য (শ্রেষ্ঠ); তোমার স্বয়ংরূপের ভক্তও আছে, তোমার অন্যান্য-স্বরূপের ভক্তও আছে; অন্যান্য স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্যান্য-স্বরূপের উপাসক অপেক্ষা স্বয়ংরূপের উপাসকও শ্রেষ্ঠ; এইরূপে, তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠ—তোমার স্বয়ংরূপের উপাসক—**মুনিগণাঃ**—মুনিগণই (তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনিগণই ভ্রমরের বেশে এস্থানেও তোমার গুণকীর্ত্তনরূপ ভজন করিতেছেন; তাঁহারা) এই **বনে**—বৃন্দাবনে **গঢ়ম্ অপি আত্মদৈবং**—মনুষ্যলীলার আবরণে গূঢ় (গোপনীয়) ভাবে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের আত্মদৈবকে (অভীষ্টদেব তোমাকে) **ন জহতি**—ত্যাগ করিতেছে না। তুমি যেমন আত্মগোপন করিয়া এস্থানে ক্রীড়া করিতেছ, তাঁহারাও তদ্রূপ ভ্রমরের বেশে আত্মগোপন করিয়া তোমার সেবা করিতেছেন—তাঁহারা তোমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও তাঁহারা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

১১৭ পয়ারে বলা হইয়াছে ভৃঙ্গ—ভ্রমরগণও শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকে; এই শ্লোকে দেখান হইল—ভ্রমরগণ ভগবদ্ যশোগানরূপ ভজন করিয়া থাকে; এইরূপে এই শ্লোক ১১৭ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৬২। অন্বয়। ঈড্য (হে স্তবনীয়)! অমী শিখিনঃ (এই ময়ূরগণ) মুদা (হর্ষে—আনন্দে) নৃত্যন্তি (নৃত্য করিতেছে)। হরিণ্যঃ (হরিণীগণ) গোপ্য ইব (গোপীদের ন্যায়) ঈক্ষণেন (দৃষ্টিদ্বারা), কোকিলগণাঃ (এবং কোকিলগণ) সূক্তৈঃ (মধুর-শব্দদ্বারা) তে (তোমার) প্রিয়ং (প্রিয়কার্য্য) কুর্ব্বন্তি (করিতেছে); [অতঃ এতে] (অতএব এই) বনৌকসঃ (বনবাসিগণ) ধন্যাঃ হি (কৃতার্থ), [যতঃ] (যেহেতু) ইয়ান্ (এসমস্ত—গৃহাগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মানার্থ নৃত্যাদি প্রিয়কার্য্য) সতাং (সাধুগণের) নিসর্গঃ (স্বভাব)।

অনুবাদ। হে স্তবনীয়! এই ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে; ইহারা নৃত্যদ্বারাই গৃহাগত তোমার প্রিয় সাধন করিতেছে। এইরূপে হরিণীগণও গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা এবং কোকিলগণ মধুর শব্দদ্বারা তোমার প্রিয় সাধন করিতেছে। অতএব এই বনবাসিগণ ধন্য, কারণ গৃহাগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্বীয় বস্তুর নিবেদনে আগ্রহই সাধুগণের স্বভাব। ৬২।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বনে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের দেখিয়া ভ্রমরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোকিলগণ মধুর কুহুধ্বনি করিতেছে এবং হরিণীগণ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—গোপীগণ যেভাবে চাহিয়া থাকেন, ঠিক যেন সেইভাবে। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বলিতেছেন—দাদা! এই বনই এই সমস্ত ময়ূর, কোকিল ও হরিণীগণের গৃহ: গৃহস্বামী যেমন গৃহাগত অতিথির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, প্রীতিপূর্ণনেত্রে অতিথির প্রতি চাহিয়া থাকে—তদ্রূপ এই ময়ূর-কোকিলাদির গৃহস্বরূপ বনে তাহাদের অতিথিস্বরূপ তুমি উপস্থিত হইয়াছ বলিয়া তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে—তাই তাহারা তোমার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ তোমার প্রিয় কার্য্য করিতেছে—তোমারই প্রতি প্রীতিপ্রকাশার্থ—ময়ূর নৃত্য করিতেছে, কোকিল মধুর কুহুরব করিতেছে এবং হরিণীগণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তোমার প্রতি চাহিয়া আছে।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৫।১১)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারু গীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ৬৩

তথাহি (ভাঃ ২।৪।১৮)—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তর্হি যে সরসি সারসা হংসা অন্যে চ বিহগাস্তে চারুণা গীতেন হৃতচেতস এত্য ততঃ আগত্য হরিমুপাসত অভজন্ত তৎসমীপে উপবিবিশুর্বা। হন্তেতি বিষাদে ॥ স্বামী ॥৬৩

ভক্তেঃ পরমশুদ্ধিহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ, অন্যে চ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাস্তে। যদপাশ্রয়া ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি, প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায়েতি ॥ স্বামী ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বস্তুতঃ আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দর্শনে ময়ূর, হরিণী ও কোকিলগণের চিত্তে আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই স্ব-স্ব-ভাবে তাহারা নিজেদের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে; কেবল ময়ূর-হরিণী-কোকিলগণেরই যে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দ হইয়াছে, তাহা নয়; অন্যান্য পক্ষী এবং ভ্রমরগণেরও আনন্দ হইয়াছে—তাহারাও স্ব-স্ব-ভাবে নিজেদের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে (পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে)। আর, জলাশয়ে সারস-হংসাদি যাহারা ছিল, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাহাদেরও আনন্দ জন্মিয়াছিল (পরবর্ত্তী শ্লোক)।

শ্লো ৬৩। অন্বয়। সরসি (সরোবরে—সরোবরস্থিত) সারস-হংস-বিহঙ্গাঃ (সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ) চারুগীতহৃতচেতসঃ (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-বংশীগীতে আকৃষ্টচিত্ত); তে (তাহারা) এত্য (সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া) যতচিত্তাঃ (সংযতচিত্ত) মীলিতদৃশঃ (নিমীলিতনেত্র) ধৃতমৌনাঃ (মৌনী) [সন্তঃ] (হইয়া) হরিং (শ্রীহরিকে) উপাসত (উপাসনা করে)।

অনুবাদ। সরোবরস্থ সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশীগীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন পূর্ব্বক মৌনভাবে সংযতচিত্তে ও নিমীলিতনয়নে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকে। ৬৩

শ্লো। ৬৪। অন্বয়। কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসাঃ (কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস) আভীরশুহ্মাঃ (আভীর, শুহ্ম), যবনাঃ (যবন) খসাদয়ঃ (খস-প্রভৃতি), যে (যে সমস্ত) পাপাঃ (পাপজাতি) অন্যে চ (এবং অন্যান্য যাহারা) [পাপাঃ] (কর্ম্মবশতঃ পাপ বা পাপাত্মা) [তে অপি] (তাহারাও) যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যে ভগবানের ভক্তগণের আশ্রিত) [সন্তঃ] (হইয়া) শুধ্যন্তি (পবিত্র হয়), তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে (প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে) নমঃ (নমস্কার)।

অনুবাদ। মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেনঃ—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস. আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি যে সমস্ত পাপজাতি আছে এবং অপর যাহারা কর্ম্মবশতঃ পাপাত্মা, তাঁহারাও যেই ভগবানের আশ্রিত ভক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পবিত্র হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি। ৬৪

পাপাঃ—পাপকর্ম্মবশতঃ যাহারা কিরাতাদি দুর্জ্জাতিতে—হীনজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। **অন্যে চ**—অন্যান্য যাহারা পাপকর্ম্ম করিতেছে। **যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ**—অপ (যজ্ঞকর্ম্ম—ভগবদ্‌ভজনরূপ যজ্ঞকর্ম্মই) আশ্রয় (অবলম্বন) যাঁহাদের, তাঁহারা অপাশ্রয়; ভক্ত। তাঁহারাই আশ্রয় (অবলম্বন) যাঁহাদের, তাঁহারা অপাশ্রয়; ভক্ত। তাঁহারাই আশ্রয় (শরণ) যাহাদের, অপাশ্রয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যাহারা, তাহারা অপাশ্রয়াশ্রয়; ভক্তের

কিংবা 'ধৃতি' শব্দে—নিজপূর্ণতাজ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১১৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।৪।৭৫)
ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎ-সম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা উত্তমস্য ভগবৎ-সম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্নঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রিত। যাঁহার (যে ভগবানের) অপাশ্রয় (ভক্ত), =যদপাশ্রয় ; তাঁহাদের আশ্রয়ে আছেন যাঁহারা, তাঁহারা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ।

ভগবদ্‌ভক্তগণ পতিত-পাবন ; তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিলে, ভগবদ্‌ভক্তের কৃপায় ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই কিরাত-হূণাদির দুর্জ্জাতিত্ব-জনক প্রারব্ধ-পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের দুর্জ্জাতিত্ব আর থাকে না; ব্যবহারিকভাবে তত্তজ্জাতিরূপে তাহাদের পরিচয় হইয়া থাকিলেও পারমার্থিকভাবে তখন তাহারা পরম পবিত্র হইয়া যায়। আর উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা পাপকর্ম্মে রত, ভক্তের কৃপায় তাহাদেরও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারাও পবিত্র হইয়া উঠে। যাঁহার ভক্তেরই এতাদৃশ মহিমা, সেই ভগবানকেই এই শ্লোকে অদ্ভুত-প্রভাবশালী বলা হইয়াছে ; তিনি অদ্ভুত-প্রভাবশালী বলিয়াই, তাঁহার ভক্তদেরও পতিত-পাবনত্বরূপ মহিমা।

"আভীর-শুহ্মা" স্থলে "আভীর-কঙ্কা"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—আভীর এবং কঙ্ক।

১১৭-পয়ারে বলা হইয়াছে, "নির্গ্রন্থ—বা মূর্খজনেরাও" কৃষ্ণকৃপায় বা সাধুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকে। এই শ্লোকের কিরাত-হূণাদি জাতীয় লোকেরাই মূর্খজন ; ইহারাও ভগবদ্ ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণভজন করিয়া থাকে—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল ; এইরূপে এই শ্লোক ১১৭ পয়ারের প্রমাণ।

১১৮। পূর্ব্ববর্ত্তী-১১৬-পয়ারে "আত্মা"-শব্দের "ধৃতি" অর্থ করিয়া ধৃতি-শব্দের "ধৈর্য্য"-অর্থ করা হইয়াছে ; এক্ষণে ধৃতি-শব্দের অন্য অর্থ করিতেছেন।

ধৃতি—ভগবদনুভবে যে জ্ঞান জন্মে তাহা, তজ্জন্য দুঃখশূন্যতা এবং ভগবৎ-সম্বন্ধি প্রেমলাভ করার দরুণ মনে যে চঞ্চলতার অভাব জন্মে এবং তজ্জন্য যে পূর্ণতার জ্ঞান জন্মে, তাহাকেও ধৃতি বলে। এই ধৃতি যাহার আছে—অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য, অথবা নষ্ট বস্তুর জন্য তাহার কোনওরূপ দুঃখ হয় না।

নিজপূর্ণতা-জ্ঞান—নিজের পূর্ণতার জ্ঞান ; অভাব-শূন্যতার জ্ঞান ; মনের স্থিরতা। ভগবদনুভূতিতেই এই জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সংশ্রবেই আমাদের চিত্তের অভাববোধ এবং চঞ্চলতা জন্মে ; যাঁহার ভগবদনুভূতি হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুতে তাঁহার আর কোনও আসক্তি থাকেনা, সুতরাং মনের চঞ্চলতাও থাকেনা। তাঁহার চিত্ত ভগবানের অনুভবজনিত আনন্দে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এইরূপ লোককেই ধৃতিমান্ বলে।

দুঃখাভাবে ইত্যাদি—পূর্ণতা-জ্ঞান কিসে হয়, তাহা বলিতেছেন। দুঃখের অভাব এবং উত্তমবস্তু-প্রাপ্তি—এই দুইটী কারণবশতঃ পূর্ণতাজ্ঞান জন্মে। মায়িক বস্তুতে আসক্তি থাকে না বলিয়া দুঃখাভাব ; আর উত্তমবস্তু ভগবৎ-সম্বন্ধি-প্রেমলাভ হইয়া থাকে বলিয়া অভাবশূন্যতা ও প্রেমানন্দ-পূর্ণতা। এইরূপ ধৃতিমান্ লোক যাঁহারা, তাঁহাদের কোনও অভাব না থাকিলেও, এবং হৃদয় প্রেমানন্দে পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, এমনই পরমাশ্চর্য্য শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমা।

শ্লো ৬৫। অন্বয়। জ্ঞান-দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ (জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম বস্তুর লাভহেতু) পূর্ণতা (পূর্ণতা বা মনের অচাঞ্চল্য) ধৃতিঃ (ধৃতি) স্যাৎ (হয়)। অপ্রাপ্তাতীত-নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৎ (এই ধৃতি—অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের জন্য অনুশোচনার অভাব জন্মায়)।

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥ ১১৯

তথাহি (ভাঃ ৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥ ৬৬

তথা হি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ ৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি। জীবচঞ্চলে জীবঃ চঞ্চলঃ যত্র তস্মিন্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম-বস্তুর লাভহেতু মনের অচাঞ্চল্যকে ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক না করাই ইহার অনুভাব। ৬৫

জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ— জ্ঞান (ভগবদনুভবস্বরূপ জ্ঞান), দুঃখাভাব (আনন্দস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধবশতঃ যে দুঃখাভাব, তাহা) এবং উত্তম বস্তুর (ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম-বস্তুর) আপ্তি (প্রাপ্তি বা লাভ) বশতঃ যে **পূর্ণতা**—চিত্তের চাঞ্চল্যহীনতা, চিত্তে স্থৈর্য্য, তাহাকেই ধৃতি বলে। ইহা হইল ধৃতির স্বরূপ-লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ বলিয়া তটস্থ-লক্ষণও বলিতেছেন— **অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ**—অপ্রাপ্ত (যে অভীষ্টবস্তু পাওয়া যায় নাই,) অতীত (যে অভীষ্টবস্তু পুর্ব্বে ছিল, এখন নাই—আপনা আপনি যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা ভোগের দ্বারা যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে) এবং নষ্ট (যাহা ভোগের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এরূপ) যে অর্থ (কাম্যবস্তু), তাহার জন্য অনভিসংশোচনাদি—ন অভিসংশোচনাদি (শোকাদি কি অনুশোচনাদি) কৃৎ (করে যাহা); অপ্রাপ্তাতীত অভীষ্টবস্তুর জন্য শোকাভাবাদি জন্মায় যাহা—তাহা ধৃতি ; অর্থাৎ যাঁহার ধৃতি আছে, তিনি কখনও অভীষ্টবস্তু পাওয়া না গেলে, কি অভীষ্ট বস্তু নিঃশেষ বা নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য দুঃখিত হননা ; ইহা হইল ধৃতির তটস্থ-লক্ষণ বা কার্য্য বা অনুভাব।

১১৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৯। একমাত্র কৃষ্ণভক্তেরই যে পূর্ব্বপয়ারোক্ত ধৃতি বা পূর্ণতা থাকিতে পারে, তাহা দেখাইতেছেন।

কৃষ্ণভক্ত ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা ব্যতীত কৃষ্ণভক্তের অন্য কোনও বাসনা নাই (বাঞ্ছান্তরহীন); সুতরাং অন্য-বাসনার অপূর্ত্তিজনিত দুঃখাদিও তাঁহার নাই (তিনি দুঃখহীন)। আবার অত্যন্ত প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন বলিয়া সেবানন্দে তাঁহার হৃদয়ও সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। সেবানন্দে হৃদয় পূর্ণ থাকে বলিয়া তাঁহার কোনও অভাব-বোধ নাই—কোনও জিনিষই তিনি কামনা করেন না ; অন্য বস্তু তো দূরের কথা, তিনি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তি পর্য্যন্তও কামনা করেন না। সুতরাং কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত ধৃতিমান্। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ২।১৯।১৩২॥"

কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণপ্রেমসেবা"র স্থলে "কৃষ্ণানন্দ-সেবা" পাঠ আছে।

পূর্ণানন্দ প্রবীণ—পূর্ণানন্দে প্রবীণ (শ্রেষ্ঠ); পূর্ণতমরূপে আনন্দিত।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অন্যবস্তুর কথা দূরে, সালোক্যাদি মুক্তিও যে কৃষ্ণভক্ত কামনা করেন না—সুতরাং তাঁহারা যে "কৃষ্ণ-প্রেমসেবা-পূর্ণানন্দপ্রবীণ"—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপ ১১৯-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৬৭। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) হৃষীকেশে (হৃষীকেশ-শ্রীকৃষ্ণে) স্থৈর্য্যগতানি (স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে) হি (নিশ্চিত) স এব (তিনিই) জীবচঞ্চলে (জীবচঞ্চল) সংসারে (সংসারে) ধৈর্যং (ধৈর্য্য) আপ্নোতি (লাভ করেন)।

'চ'—অবধারণে ইহাঁ 'অপি'—সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খচয়ে॥ ১২০

'আত্মা'-শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। হৃষীকেশ-শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন) এই জীবচঞ্চল সংসারে তিনিই ধৈর্য্য লাভ করেন। ৬।

হৃষীকেশ—হৃষীক (ইন্দ্রিয়)-সমূহের ঈশ (অধিপতি) যিনি, তিনি হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্‌রূপে—অবিচলিতভাবে—নিয়োজিত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীকৃষ্ণে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; তখন শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের সেবাত্যাগ করিয়া কোনও ইন্দ্রিয়ই আর অত্যল্প সময়ের জন্যও ধাবিত হইবে না। এরূপ করিতে যিনি পারিয়াছেন, এই **জীবচঞ্চলে**—জীব (কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সর্ব্বদা বিভিন্ন যোনিতে গতাগতি করে বলিয়া) চঞ্চল (অস্থির) যেস্থলে, সেই সংসারে তিনিই ধৈর্য্য লাভ করিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না।

এই শ্লোকও ১১৯ পয়ারের প্রমাণ।

১২০। আত্মা-শব্দের "ধৃতি" অর্থের সঙ্গে শ্লোকোক্ত "চ" এবং "অপি" শব্দদ্বয়ের কি অর্থ হইবে, তাহা বলিতেছেন। **চ-অবধারণে**—"চ"-শব্দে অবধারণ বা নিশ্চয় বুঝায়। **অপি-সমুচ্চয়ে**—"অপি" শব্দে সমুচ্চয় বুঝায়; অর্থাৎ "মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপি" দ্বারা মুনিগণ এবং নিগ্রর্ন্থগণ সকলেই কৃষ্ণভজন করে, ইহাই "অপি"র সমুচ্চয়ার্থের তাৎপর্য্য।

১১৬, ১১৭ ও ১২০-পয়ারোক্ত অর্থানুসারে আত্মারাম-শ্লোকের **অন্বয়** এইরূপ হইবে:—
নিগ্রর্ন্থাঃ (মূর্খাঃ কিরাতাদয়ঃ নীচাঃ) মুনয়ঃ (পক্ষিণঃ ভ্রমরাঃ বা) অপি আত্মারামাঃ (ধৈর্য্যশীলাঃ সন্তঃ) চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

(১৬) উক্ত অন্বয়ানুরূপ শ্লোকার্থ হইবে এইরূপ:—কিরাতাদি নীচ-জাতীয় মূর্খ লোকগণ এবং পক্ষিভ্রমরাদিও ধৈর্য্যশীল হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করে, এমনই শ্রীহরির গুণ।

আর ১১৮-পয়ারানুসারে ধৃতি-শব্দের পূর্ণতা অর্থে **অন্বয়াদি** এইরূপ:—নিগ্রর্ন্থাঃ (মায়াতীতাঃ) মুনয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণ-মননশীলাঃ ভক্তাঃ) অপি আত্মারামাঃ (আত্মনি ধৃতৌ রমন্তঃ ভগবদনুভববশতঃ দুঃখাভাবাৎ ভগবৎ-প্রেম-লাভতঃ পূর্ণাঃ চাঞ্চল্যরহিতাঃ চ সন্তঃ) চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি।

অর্থঃ—**(১৭)** অবিদ্যাগ্রন্থিহীন শ্রীকৃষ্ণ-মননশীল ভগবদ্‌-ভক্তগণও ভগবৎসম্বন্ধলাভবশতঃ দুঃখাভাবহেতু এবং ভগবৎ-প্রেমলাভ-প্রযুক্ত পূর্ণতা-হেতু চাঞ্চল্যশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন এতাদৃশই ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট সতরটী অর্থ হইল।

১২১। আত্মা-শব্দের "বুদ্ধি"-অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। **বুদ্ধি**—সামান্য ও বিশেষ ভেদে দুই রকম। বিশেষ-বুদ্ধিতে যাঁহারা রমণ করেন, যাঁহারা বিশেষ-বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারাই আত্মারাম।

সামান্য বুদ্ধি ইত্যাদি—দেহ-দৈহিক বস্তুতে যাহাদের "আমি, আমার" বুদ্ধি আছে, তাহাদের বুদ্ধিই সামান্য-বুদ্ধি। সাধারণ লোকমাত্রই এইরূপ সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। এস্থলে আত্মারাম-শব্দে এই সামান্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদিগকে লক্ষ্য করেন নাই।

যত জীব অবশেষ—সামান্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবগণকে অবশিষ্ট রাখিয়া বিশেষ-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদিগকেই এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধ্যে রমে 'আত্মারাম' দুই ত প্রকার—।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর ॥ ১২২
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণপায় ॥ ১২৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৮)—
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৬৮

তথাহি (ভাঃ ২।৭।৪৫)—
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৬৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তথাচ বিভূতিযোগয়ো র্জ্ঞানেন সম্যক্ জ্ঞানাবাপ্তিং দর্শয়তি অহমিতি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ ইত্যাদি সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে॥ স্বামী॥ ৬৮

কিং বহুনা, সৎসঙ্গেন সর্ব্বেঽপি বিদন্তি ইত্যাহ—তে বা ইতি। অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসাঃ যস্য হরেস্তৎ-পরয়ণাস্তদ্ভক্তাস্তেষাং শীলে শিক্ষা যেষাং তে তথা যদি ভবন্তি, তর্হি তেঽপি বিদন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনোনিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি কিমু বক্তব্যম্॥ স্বামী ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২২। **বুদ্ধ্যে রমে**—বুদ্ধ্যে অর্থ এস্থলে বিশেষবুদ্ধিতে। এই বিশেষ-বুদ্ধিটী কি, তাহা পর-পয়ারে বলিতেছেন। **বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম**—আত্মা-শব্দের বিশেষবুদ্ধি অর্থ গ্রহণ করিলে, আত্মারাম-শব্দের অর্থ হয়—বিশেষবুদ্ধিতে রমণ করেন যাঁহারা, বিশেষ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। বিশেষ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আত্মারাম দুই রকমের—এক পণ্ডিত মুনিগণ, আর নির্গ্রন্থ মূর্খগণ। **পণ্ডিত মুনি**—যে সকল মুনির শাস্ত্রজ্ঞান আছে। ইহা মুনয়ঃ শব্দের অর্থ। **নির্গ্রন্থমূর্খ**—যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সুতরাং মূর্খ। ইহা নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩।১৪ পয়ারের অর্থ দ্রষ্টব্য)।

১২৩। **কৃষ্ণকৃপায়** ইত্যাদি—কৃষ্ণের কৃপায়, কিম্বা সাধুর কৃপায় সাধুদিগের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদি শুনিয়া —পণ্ডিত মুনিগণ ও নির্গ্রন্থ মূর্খগণ—শ্রীকৃষ্ণেতে রতি (নিষ্ঠা)-রূপা বুদ্ধি লাভ করেন। এই বুদ্ধিলাভ করিলেই তাঁহারা অন্য সমস্ত ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শুদ্ধা (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণেতে রতি (নিষ্ঠা)-রূপা বুদ্ধিই বিশেষ-বুদ্ধি। এই বিশেষ-বুদ্ধি-লাভের হেতু কৃষ্ণকৃপা বা সাধুসঙ্গ। এই বিশেষ-বুদ্ধি যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই এস্থলে আত্মারাম। **কৃষ্ণপায়**—কৃষ্ণের চরণে। উক্ত অর্থে শ্লোকটীর **অন্বয়াদি** এইরূপ হইবে :—

মুনয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খাঃ) অপি চ আত্মারামাঃ (শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠারূপা-বুদ্ধিবিশিষ্টাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি।

অর্থ—**(১৮)** পণ্ডিতগণ এবং মূর্খগণ উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠারূপা-বুদ্ধিবিশিষ্টা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত আঠারটী অর্থ হইল।

পণ্ডিতগণ যে বুদ্ধিবিশেষযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তাহার প্রমাণ নিম্নের ৬৮ শ্লোকে, এবং মূর্খগণ বুদ্ধিবিশেষযুক্ত হইয়া যে ভজন করেন, তাহার প্রমাণ নিম্নের ৬৯ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৬৮। **অন্বয়**। অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বস্য (সকলের) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থান), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সকল—সকলের বুদ্ধি-জ্ঞান-অসম্মোহাদি সমস্ত) প্রবর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয়)—ইতি (এইরূপ) মত্বা (মনে করিয়া) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে)।

অনুবাদ। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—আমিই (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু) সকলের উৎপত্তিস্থান এবং আমিই সকলের (বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ প্রভৃতির) নিয়ন্তা—ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতি-সহকারে আমার ভজন করেন। ৬৮

পণ্ডিত-মুনিগণ যে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহার (১২২-২৩ পয়ারোক্তির) প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৬৯। **অন্বয়**। স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরাঃ (স্ত্রী, শূদ্র, হূণ এবং শবরগণ এবং) পাপজীবাঃ (পাপজীবগণ—

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে তাঁরে পায় ॥ ১২৪

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৭০

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ সাধনপ্রধান ॥ ১২৫

এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প করয়।
সদ্‌বুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা

শাস্ত্র বিরুদ্ধাচারী জীবগণ) অপি (ও) তির্য্যগ্‌জনাঃ অপি (পশু-পক্ষি প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিবর্গও) যদি (যদি) অদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষাঃ (যাঁহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত, সেই ভগবানের ভক্তগণের চরিত্রবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত) [ভবন্তি] (হইতে পারে) [তদা] (তাহা হইলে) তে বৈ (তাহারাও) দেবমায়াং (দেবমায়া) বিদন্তি (জানিতে পারে) অতিতরন্তি চ (এবং উত্তীর্ণ হইতে পারে)—কিমু (তাঁহাদের কথা আর কি বলিব) যে (যাঁহারা) শ্রুতধারণাঃ (ভগবানের রূপে বা তত্ত্বে যাঁহারা মনকে নিয়োজিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারদের নিকটে ব্রহ্মা বলিলেন :—যাঁহার পাদ-বিন্যাস অদ্ভুত (অর্থাৎ যিনি পাদবিক্ষেপ দ্বারা ত্রিলোকীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন), সেই ভগবানের ভক্তগণের চরিত্র-বিষয়ে যদি শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহা হইলে (বৈদিক-কর্ম্মে অধিকারহীন) স্ত্রী, শূদ্র এবং হূণ-শবরাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী জীবগণও—এমন কি পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিবর্গও দেব-মায়া অবগত ও উত্তীর্ণ হইতে পারে। অতএব যাঁহারা বেদার্থ আলোচনা করিয়া ভগবদ্রূপে চিত্ত মোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি ? ৬৯

অদ্ভুতক্রম—উরুক্রম শ্রীভগবান্ ; এই পরিচ্ছেদের ৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষাঃ**—অদ্ভুতক্রমে (উরুক্রম-ভগবানে) পরায়ণ (পর—শ্রেষ্ঠ—একমাত্র অয়ন যাঁহাদের—ভগবান্‌ই একমাত্র আশ্রয় যাঁহাদের, তাদৃশ ঐকান্তিক ভক্তগণ), তাঁহাদের শীল (চরিত্র—চরিত্রবিষয়ে) শিক্ষা লাভ হইয়াছে যাঁহাদের ; ভক্তগণের চরিত্রবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তদ্রূপ আচরণ (অর্থাৎ ভজন) যাঁহারা করেন, তাহারা , অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজন করিতে পারিলে স্ত্রীশূদ্রাদি সকলেই দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। **শ্রুতধারণাঃ**—শ্রুতে (ভগবানে) ধারণা—ভগবানের রূপ-গুণাদিতে বা ভগবত্তত্ত্বে চিত্তের ধারণা জন্মিয়াছে যাঁহাদের।

"অদ্ভুত-ক্রম-পরায়ণশীল-শিক্ষা" শব্দ সাধুসঙ্গ সূচিত হইতেছে ; যেহেতু, সাধুদের (ভক্তদের) চরিত্রবিষয়ে কিছু জানিতে হইলে তাঁহাদের সঙ্গের প্রয়োজন, সাধুসঙ্গ না হইলে সাধুদের চরিত্রবিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায় না।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে নির্গ্রন্থ মূর্খগণও যে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকে, এই ১২২-২৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৪। পূর্ব্ব পয়ারে যে বিচারের কথা বলা হইয়াছে, সেই বিচারের ফলে কিরূপে রতিবুদ্ধি পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছেন।

বিচারের ফলে যখন বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য,—কেবল উত্তমা ভক্তির নিমিত্ত নহে, জীবের অন্য বাসনা-পূর্ত্তির নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, এই জ্ঞান যখন জন্মে—তখন জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকে। প্রীতির সহিত ভজন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাকে এমন বুদ্ধি দেন, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ নিম্ন শ্লোক।

শ্লো। ৭০। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ১।১।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৫-২৬। শ্রীকৃষ্ণেতে রতিরূপা বুদ্ধিলাভের সাধন বলিতেছেন—সৎসঙ্গ ইত্যাদি দুই পয়ারে। সৎসঙ্গাদি পাঁচটী প্রধান ভজনাঙ্গের যে কোনও একটীর অল্পমাত্র অনুষ্ঠানেও সদ্‌বুদ্ধিজনের কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। ২।২২।৭৪-৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১১০)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দুরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৭১

উদারা মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥ ১২৭

তথাহি (ভাঃ ২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ৭২

ভক্তিপ্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥ ১২৮

তথাহি (ভাঃ ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৭৩

তথাহি (ভাঃ ৫।১৯।২০)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৭৪॥

'আত্মা' শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে।
'আত্মারাম' জীব যত স্থাবরজঙ্গমে॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদ্বুদ্ধিজন—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সৎ-বস্তু, মুখ্য সৎ-বস্তু, অন্যনিরপেক্ষ সৎ-বস্তু, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য-বস্তু—এই জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই সদ্বুদ্ধিজন। ২।২২।৪৯ পয়ারের অন্তর্গত সৎ-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৫৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২৫-২৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৭। উদারা মহতী ইত্যাদি—সদ্বুদ্ধিজনের কথা বলিতেছেন। **উদারা**—সরলা; কুটিলতাশূন্যা। **মহতী**—শ্রেষ্ঠা; সর্ব্বাপেক্ষা মহদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী বলিয়া মহতী। **সর্ব্বোত্তমা**—অপর সকলের বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠা। **নানাকামে**—নানাবিধ কামনা-সিদ্ধির জন্য; ভুক্তি-মুক্তি-আদির নিমিত্ত। **ভক্তি-সিদ্ধি**—শুদ্ধাভক্তির সিদ্ধি বা ফল।

যাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত সরল, "শ্রীকৃষ্ণই সকলের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ"—এইরূপ উত্তমা বুদ্ধি যাঁহার আছে, তিনি যদি অন্যবাসনা-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাহা হইলেও তিনি শুদ্ধাভক্তির ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপে হয়, তাহা পর-পয়ারে বলিতেছেন।

শ্লো। ৭২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৮। **ভক্তি-প্রভাবে**—ভক্তির স্বরূপগতশক্তিতে। **কাম**—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-আদির বাসনা। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বা আত্মদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা।

ভুক্তি-মুক্তি-আদি লাভের নিমিত্তও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাহা হইলেও—ভক্তির এমনই শক্তি যে, ঐ ভজনের প্রভাবেই তাঁহার চিত্ত হইতে অন্যবাসনা দূরীভূত হইবে, এবং কৃষ্ণের গুণ চিত্তে স্ফুরিত হইবে, এবং কৃষ্ণের গুণ স্ফুরিত হইলেই ঐ গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন। ২।২২।২৪-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২৮-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৯। আত্মা-শব্দের 'স্বভাব' অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন।

স্বভাব—'স্ব'-এর ভাব অর্থাৎ স্বরূপের ভাব। জীবের স্বরূপ হইল—কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং জীবের স্বভাব হইল—কৃষ্ণদাস-অভিমান। কৃষ্ণকৃপাদি-হেতুতে যখন এই কৃষ্ণদাস-অভিমানরূপ স্বভাব স্ফুরিত হয়, তখন ঐ

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে 'আত্মা'-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ ১৩০
কৃষ্ণ-কৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৩১
'চ'-শব্দ এব-অর্থে—'অপি' সমুচ্চয়ে।
'আত্মারাম-এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৩২
সেই জীব সনকাদি সব মুনি জন।
'নিগ্র্রন্থ' মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥ ১৩৩
ব্যাস-শুক-সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নিগ্র্রন্থ-স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ ॥ ১৩৪
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অভিমানে যাঁহারা রমণ করেন, অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণের দাস', এইরূপ অভিমানে যাঁহারা আনন্দানুভব করেন, তাঁহারাই এই স্থলে আত্মারাম।

আত্মারাম জীব যত ইত্যাদি—স্থাবর-জঙ্গমাদি যত জীব আছে, কৃষ্ণ-কৃপাদি পাইলে সকলেই এইরূপ আত্মারাম হইতে পারে; অর্থাৎ সকলেরই কৃষ্ণদাসাভিমান স্ফুরিত হইতে পারে। নিম্নের ৭৫।৭৬।৭৭ শ্লোকে স্থাবরদিগের এবং ৭৬।৭৮ শ্লোকে জঙ্গমদিগের আত্মারামতার প্রমাণ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন সময়ে ঝারিখণ্ডের সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু এবং তরুগুল্মাদিও প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিল। শিবানন্দসেনের কুকুর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়াছিল।

১৩০। জীবের স্বভাব ইত্যাদি—জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; সুতরাং কৃষ্ণদাস-অভিমানই তাহার স্বভাব। **দেহে আত্মজ্ঞানে** ইত্যাদি—মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়া—মায়িক দেহকে "আমি" বলিয়া এবং দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে "আমার বস্তু" বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মিয়াছে; এই ভ্রান্তজ্ঞান বশতঃ জীবের "কৃষ্ণদাস-অভিমান"-রূপ স্বভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। **আচ্ছাদিত**—ঢাকা পড়িয়াছে; চাপা পড়িয়াছে; স্ফুরিত হয় না।

১৩১। কৃষ্ণকৃপাদি—কৃষ্ণের কৃপা, ভক্তের কৃপা ও ভক্তির কৃপা। **স্বভাব উদয়**—কৃষ্ণকৃপাদির প্রভাবে জীবের দেহে-আত্মবুদ্ধি দূর হয়। এই আত্মবুদ্ধি দূরীভূত হইলেই কৃষ্ণদাস-অভিমানরূপ স্বভাব স্ফুরিত হয়। ভস্মের নীচে স্বর্ণখণ্ড লুক্কায়িত থাকিলে যেমন স্বর্ণ দেখা যায় না, ভস্ম দূর করিয়া দিলে যেমন আবার স্বর্ণ দেখা যায়, তদ্রূপ দেহাত্মবুদ্ধির অন্তরালে কৃষ্ণদাসাভিমান লুক্কায়িত থাকে, কৃষ্ণকৃপাদিবশতঃ দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইলেই জীবের চিত্তে কৃষ্ণদাস-অভিমান স্ফুরিত হয়।

কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট ইত্যাদি—দেহাত্ম-বুদ্ধি তিরোহিত হইলেই চিত্তে কৃষ্ণদাস-অভিমান স্ফুরিত হয়, এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে কৃষ্ণগুণ স্ফুরিত হয়; তখনই জীব কৃষ্ণগুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করে।

১৩২। আত্মা-শব্দের "স্বভাব"-অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া শ্লোকস্থ "চ" ও "অপি"-শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন। **চ-শব্দ**—চ শব্দের অর্থ এব (ই); নিশ্চয়। **অপি সমুচ্চয়ে**—সমুচ্চয় অর্থে এস্থলে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ। মুনয়ঃ নিগ্র্রন্থা অপি অর্থ—মুনিগণ এবং নিগ্র্রন্থ (মূর্খ) গণ সকলেই কৃষ্ণভজন করেন; ইহাই অপির তাৎপর্য্য।

১৩৩। এই পয়ারে মুনয়ঃ ও নিগ্র্রন্থাঃ শব্দের অর্থ করিতেছেন। **সেই জীব**—যে জীবের কৃষ্ণদাসাভিমান স্ফুরিত হইয়াছে, সেই জীব। **সনকাদি মুনিগণ**—সনক-সনাতনাদি, ব্যাস, শুক প্রভৃতি মুনিগণ। ইহা 'মুনয়ঃ'-শব্দের অর্থ। **নিগ্র্রন্থ**—শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সুতরাং মূর্খ, কিরাতাদি নীচ-জাতীয় লোকগণ, পশুপক্ষী প্রভৃতি এবং তৃণ-লতাদি স্থাবর-জাতীয় জীব সকলেই নিগ্র্রন্থ।

১৩৪-৩৫। ব্যাস-শুক-সনকাদি মুনিগণ যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন (প্রসিদ্ধ)। তৃণ-লতাদি স্থাবরজাতীয় প্রাণিগণ যে কৃষ্ণভজন করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন না; তাঁহাদের ভজনের কথা

তথাহি (ভাঃ ১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বং
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ৭৫ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।১৯)—

গাগোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃণবীরুধশ্চ তব পাদৌ স্পৃশন্তীতি তথা। করজাভিমৃষ্টা নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ। সদয়ৈরবলোকনৈঃ। শ্রীরপি যস্মৈ স্পৃহয়তি কেবলং তেন ভুজয়োরন্তরেণ বক্ষসা গোপ্যো ধন্যা ইতি ॥ স্বামী ॥ ৭৫

হে সখ্যঃ! ইদন্ত অতিচিত্রম্। গোপৈঃ সহ বনে বনে গাঃ সঞ্চারয়তোস্তয়ো রামকৃষ্ণয়ো র্মধুরপদৈর্ম্মহাবেণুনাদৈঃ। শরীরিষু যে গতিমন্ত স্তেষামস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যুজ্যন্তে গাবঃ আভিরিতি নির্য্যোগঃ পাদবন্ধনরজ্জবঃ, অধ্যুগবাং কর্ষণার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ। শিরসি নির্য্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থাপনেন চ গোপ-পরিবৃঢ়শ্রিয়া বিরাজমানয়োরিতি ॥ স্বামী ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(নিম্ন- শ্লোক-সমূহে) বলিতেছি শুন। কৃষ্ণকৃপাদিবশতঃ তাঁহাদের কৃষ্ণ-দাস-অভিমানরূপ স্বভাব স্ফুরিত হইলে তাঁহারাও কৃষ্ণ-ভজন করেন। তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণ-কৃপাদিই হেতু।

শ্লো। ৭৫। অন্বয়। অদ্য (আজ) ইয়ং (এই) ধরণী (পৃথিবী) ধন্যা (ধন্যা), ত্বৎপাদস্পৃশঃ (তোমার চরণ-স্পর্শপ্রাপ্ত) তৃণবীরুধঃ (তৃণ-গুল্মগণ) করজাভিমৃষ্টাঃ (করনখ-স্পর্শ লাভ করিয়া) দ্রুমলতাঃ (বৃক্ষলতাগণ) সদয়াবলোকৈঃ (তোমার সকরুণ অবলোকনে) নদ্যঃ (নদীসকল) অদ্রয়ঃ (পর্ব্বত-সকল) খগমৃগাঃ (মৃগপক্ষিগণ)—শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) যৎস্পৃহা (যাহার জন্য স্পৃহাবতী, সেই) ভুজয়োঃ (তোমার ভুজদ্বয়ের) অন্তরেণ (মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থল-দ্বারা—বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন দ্বারা) গোপ্যঃ (গোপীগণ—গোপীনামক শ্যামলতাসমূহ) [ধন্যাঃ] (ধন্য হইল)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বলিলেন :—অদ্য তোমার চরণ-স্পর্শে এই পৃথিবী এবং (তৎপৃষ্ঠস্থ) তৃণ-গুল্মগণ ধন্য হইল ; তোমার কর-নখের স্পর্শে বৃক্ষ ও বৃক্ষসংলগ্ন-লতাসমূহ, তোমার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা নদী-পর্ব্বত ও মৃগপক্ষিসকল ধন্য হইয়াছে এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও ভুজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলের যে আলিঙ্গন কামনা করেন, তোমার সেই আলিঙ্গন লাভ করিয়া গোপীগণও (গোপী-নামক-লতাসমূহও) ধন্য হইল। ৭৫

শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে এই সকল স্তুতিবাক্য বলিয়াছিলেন।

শ্রীঃ যৎস্পৃহা—শ্রী (লক্ষ্মীও) যাহার (যে আলিঙ্গনের) জন্য স্পৃহাবতী ; ইহাদ্বারা শ্রীবলদেবের বক্ষঃস্থলের ও ভুজদ্বয়ের পরম-রমণীয়তা সূচিত হইতেছে। **গোপ্যঃ**—গোপীগণ ; শ্রীবৃন্দাবনের বনে এক রকম শ্যামলতা আছে—তাহাকে সাধারণতঃ গোপী বা গোপীলতা বলা হয় ; শ্রীবলদেব কৌতুকবশতঃ সেই লতাসমূহকে দুই বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; তাহাই এস্থলে সুচিত হইতেছে।

শ্রীবলদেবের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ পাইয়া তৃণ-গুল্মাদি স্থাবর জীবগণের ধন্য—কৃতার্থ—হওয়ার কথাই এই শ্লোক হইতে জানা যায় ; তাহাদের কৃতার্থতাদ্বারাই শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শাদির নিমিত্ত তাহাদের উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে ; ভগবৎ-সংস্পর্শলাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাই জীব-স্বরূপের স্বভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কৃপাতেই এই স্বভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ; এইরূপে—১৩৪ পয়ারোক্ত নির্গ্রন্থ-স্থাবরাদির শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭৬। অন্বয়। সখ্যঃ (হে সখীগণ)! গোপকৈঃ (গোপবালকগণের সঙ্গে) অনুবনং (বনে বনে)

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৭৭॥

তথাহি (ভাঃ ২।৪।১৮)—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

গাঃ নয়তঃ (গোচারণকারী) নির্যোগ-পাশকৃত-লক্ষণয়োঃ (মস্তকে গাভীসকলের পাদবন্ধন-রজ্জু এবং স্কন্ধে দুর্দ্দান্ত গো-সমূহের বন্ধন-রজ্জুধারণকারী) [রাম-কৃষ্ণয়োঃ] (শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের) কলপদৈঃ (মধুর-পদবিশিষ্ট) উদার-বেণুস্বনৈঃ (শ্রবণ-সুখকর বেণুরব শ্রবণ করিয়া) তনুভৃৎসু (দেহধারী-প্রাণিগণের মধ্যে) গতিমতাং (জঙ্গম-প্রাণীদিগের) অস্পন্দনং (নিশ্চলতারূপ স্থাবর-ধর্ম্ম) তরূণাং (স্থাবর বৃক্ষসমূহের) পুলকঃ (পুলকরূপ জঙ্গমধর্ম্ম)—[ইতি] (ইহা) বিচিত্রম্ (অতীব বিচিত্র—অদ্ভুত)!

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কোনও গোপী তাঁহার সখীগণকে বলিতেছেন ঃ—

হে সখীগণ! যাঁহারা গোপগণ-সঙ্গে বনে বনে গোচারণ করিতেছেন, এবং যাঁহারা মস্তকে নির্যোগ (দোহনকালে গাভীগণের পাদবন্ধন-রজ্জু) এবং স্কন্ধে (দুর্দ্দান্ত গো-সমূহের) বন্ধনপাশ ধারণ করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবলরামের, মধুর-পদবিশিষ্ট শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব শ্রবণ করিয়া—দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে, জঙ্গম-প্রাণিগণ যে অস্পন্দনরূপ স্থাবর-ধর্ম্ম এবং বৃক্ষাদি স্থাবর-দেহিগণ যে পুলকরূপ জঙ্গম-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অতীব বিচিত্র। ৭৬

নির্যোগ—দোহনকালে কোনও কোনও গাভীর পেছনের পা-দুইটী বাঁধিয়া রাখিতে হয়; যে রজ্জুদ্বারা এইরূপে গাভীর পা বাঁধা হয়, তাহাকে নির্যোগ বলে। **পাশ**—রজ্জু; দুর্দ্দান্ত গরু বাঁধার সাধারণ দড়ি। গো-চারণে যাওয়ার সময়ে কৃষ্ণবলরাম এই সকল দড়ি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—নির্যোগ মাথায় জড়াইয়া এবং পাশ কাঁধে ফেলিয়া লইতেন; এই নির্যোগ ও পাশই তাঁহাদের গোচারণের লক্ষণ হইত—তাঁহাদের মাথায় নির্যোগ এবং কাঁধে পাশ দেখিলেই বুঝা যাইত—তাঁহারা গোচারণে যাইতেছেন। তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—**নির্যোগ-পাশ-কৃতলক্ষণয়োঃ**—নির্যোগ এবং পাশ দ্বারা কৃত হইয়াছে লক্ষণ (বা গোচারণ-চিহ্ন) যাঁহাদের, সেই রামকৃষ্ণের। **কলপদৈঃ**—কল (মধুর) পদসমূহ আছে যাহাতে; মধুর-পদবিশিষ্ট **উদার-বেণুস্বনৈঃ**—শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরবের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে জঙ্গম-প্রাণিসমূহের অস্পন্দনরূপ স্থাবরত্ব এবং পুলক-নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে স্থাবর বৃক্ষাদিরও পুলক বা শিহরণরূপ জঙ্গমত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল—স্তম্ভের উদয়ে মৃগপক্ষিপ্রভৃতি জঙ্গম প্রাণিগণ প্রতিমার ন্যায় স্পন্দশূন্য—সম্যক্‌রূপে অচল হইয়া রহিল। আবার স্থাবরদিগের অবস্থাও বিচিত্র; সাধারণতঃ দেখা যায়, মনুষ্য-মৃগাদি জঙ্গম-প্রাণীর দেহেই পুলকের উদ্‌গম হয়; বৃক্ষাদি-স্থাবর জীবের দেহে কখনও পুলক দেখা যায় না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবে বৃক্ষাদি-স্থাবর প্রাণীর দেহেও পুলকের উদয় হইয়াছিল।

শ্লো। ৭৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকেও তরু-লতাদি স্থাবর-জীবের অশ্রু ও পুলক নামক সাত্ত্বিক-ভাবের কথা বলা হইয়াছে।

স্তম্ভ, অশ্রু, পুলকাদি ভক্তির বিকার—চিত্তস্থিত ভক্তির বহির্লক্ষণ; সুতরাং উক্ত শ্লোকদ্বয়ে বৃক্ষ-লতাদি-স্থাবর-জীবের সাত্ত্বিক-বিকারের উল্লেখ থাকায় কৃষ্ণকৃপায় তাহাদের ভগবদ্‌ভজনের কথাই জানা যাইতেছে। এইরূপে এই দুই শ্লোকও ১৩৪-৩৫ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৭৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৬৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে মূর্খ-নীচাদির শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ১৩৩ পয়ারের প্রমাণ।

আগে তের অর্থ কৈল, আর ছয় এই।
উনবিংশতি অর্থ হৈল—মিলি এই দুই ॥ ১৩৬
এই উনইশ অর্থ কৈল, আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে 'দেহ' কহে, চারি অর্থ তার ॥১৩৭
'দেহারামী' দেহে ভজে—দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহো করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১৩৮

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)—
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ৭৯

'দেহারামী'—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদিজন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৬। আত্মারামাদি-শব্দের উপরি উক্ত অর্থানুসারে শ্লোকটীর **অন্বয়** এইরূপ হইবে—

মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খনীচাদয়ঃ স্থাবরাদয়ঃ বা) অপি আত্মারামাঃ (আত্মনি কৃষ্ণদাসোঽহং ইতি অভিমানাত্মকে স্বভাবে রমন্তে যে তাদৃশাঃ সন্তঃ) চ (এব) উরুক্রমে অহৈতুকীং ইত্যাদি।

অর্থ ঃ—**(১৯)** সনকাদি মুনিগণ এবং নীচজাতীয় মূর্খ জনগণ, পশু-পক্ষী-আদি জীবগণ বা তৃণগুল্মাদি স্থাবরগণও—কৃষ্ণ কৃপাদিবশতঃ "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস" এই প্রকার অভিমান লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, ইত্যাদি।

আগে তের অর্থ—পূর্ব্বে, ৯৯।১০৪।১১০ পয়ারের টীকায় আত্মারাম-শ্লোকের তেরটী অর্থের কথা বলা হইয়াছে। **আর ছয় এই**—আর ১১৩।১১৫।১২০।১২৩।১৩৬ পয়ারের টীকায় ছয়টী অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে এপর্য্যন্ত মোট উনিশটী অর্থ হইল। **মিলি এই দুই**—তের ও ছয় এই উভয়ে মিলিয়া।

১৩৭। আত্মা-শব্দের 'দেহ' অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আরও চারিপ্রকার অর্থ করিতেছেন।

আত্মা-শব্দের অর্থ 'দেহ' হইলে আত্মারাম শব্দের অথ হয়—দেহ-রাম (দেহে রমণ করে যে)। **চারি অর্থ তার**—দেহ-শব্দের আবার চারি রকমের তাৎপর্য্য ; তাহা পরবর্ত্তী চারি পয়ারে দেখাইতেছেন।

১৩৮। **দেহারামী**—দেহে (আত্মায়) রমণ করে যে। কোনও কোনও গ্রন্থে "দেহে রমে" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

"দেহ-রাম" স্থলে "দেহারামী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহেতে আরাম বা আনন্দ অনুভব করে যে, সে দেহারামী।

দেহে ভজে—নিজ দেহ-মধ্যে ভজন করে। **দেহোপাধি-ব্রহ্ম**—দেহরূপ উপাধির মধ্যে ব্রহ্মকে ভজন করে।

নিম্নের ৭৯ সংখ্যক শ্লোকের মর্ম্মানুসারে মনে হয়, যাঁহারা উদর-মধ্যে—ক্রিয়াশক্তির প্রবর্ত্তক বৈশ্বানর-অন্তর্য্যামীকে ভজন করেন এবং যাঁহারা হৃদয়মধ্যে—বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক জীবান্তর্য্যামীকে ভজন করেন, তাঁহাদিগকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইতেছে। ইহার মধ্যে হৃদয়-মধ্যস্থ জীবান্তর্য্যামীর ভজনের কথা পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্দ্দশ অর্থে (২।২৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) বলা হইয়াছে। সুতরাং উদরমধ্যস্থ বৈশ্বানর-অন্তর্য্যামীর ভজন যাঁহারা করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বোধ হয় এই পয়ারে দেহারামী বলা হইয়াছে।

সৎসঙ্গে—সাধুসঙ্গের প্রভাবে এইরূপ দেহারামীগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন।

শ্লো। ৭৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৫৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৮-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩৯। দ্বিতীয় রকমের দেহ-রামের কথা বলিতেছেন।

তথাহি (ভাঃ ১।১৮।১২)—
কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ৮০॥

তপস্বিপ্রভৃতি যত 'দেহারামী' হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥ ১৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ অস্মিন্ কর্ম্মণি সত্রে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে। বৈগুণ্যং বাহুল্যেন ফলতি নিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রঃ বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তানস্মান্। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। আসবং মকরন্দং মধু মধুরম্॥ স্বামী॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদিজন—যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা যাঁহাদের। এইরূপ কর্ম্মনিষ্ঠ জনগণকেই এই পয়ারে 'দেহারামী' বলা হইয়াছে। কারণ, কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে স্বর্গাদিভোগ-প্রাপ্তি হয়; এই সমস্ত ভোগ-লোকের সুখও দৈহিক সুখই; এই দৈহিক-সুখ-প্রাপক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন বলিয়াই কর্ম্মনিষ্ঠ-জনগণকে "দেহারামী" বলা হইয়াছে।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে ইহাঁরাও কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

শ্লো। ৮০। অন্বয়। অস্মিন্ (এই) অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়—বহুতর বিঘ্নবশতঃ ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে অনিশ্চিততাহেতু বিশ্বাসের অযোগ্য) কর্ম্মণি (কর্ম্মে—সত্রযাগে) ধূম-ধূম্রাত্মনাং (ধূম্রসেবনে ধূম্রবর্ণদেহ) [অস্মাকম্] (আমাদের) ভবান্ (আপনি) মধু (মধুর) গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং (গোবিন্দ-পাদপদ্ম-মধু) আপায়য়তি (পান করাইতেছেন)।

অনুবাদ। শৌনকাদি মুনিগণ মহাত্মা সূতকে বলিলেনঃ—হে সূত! (বহুতর বিঘ্ন-বশতঃ ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে অনিশ্চিততা হেতু) অবিশ্বসনীয় সত্র-যাগের ধূম-সেবনে যাঁহাদের শরীর বিবর্ণ হইতেছিল, সেই আমাদিগকে তুমি সুমধুর গোবিন্দ-পাদপদ্ম-মধু পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলে। ৮০

সত্র যাগ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; শৌনকাদি ঋষিগণ বহুকালযাবৎ নৈমিষারণ্যে সত্র-যাগের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; বহুকাল যাবৎ যজ্ঞোত্থিত ধূম সেবন করিতে করিতে তাঁহাদের গায়ের বর্ণও ধূম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের দেহের ধূম্রবর্ণ দ্বারা—তাঁহারা যে বহুকাল যাবৎই উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে তাঁহাদের মনে বিশেষ ভরসা ছিল না; কারণ, কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে অনেক বিঘ্নের আশঙ্কা আছে—ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রাদি বিচার আছে, মন্ত্রাদির উচ্চারণের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার আছে, উচ্চারণের স্বরের বিচার আছে—ইত্যাদি; তাই অনেক ত্রুটীর সম্ভাবনা; ত্রুটিহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের আশা প্রায়ই বিড়ম্বনামাত্র; তাই কর্ম্মমার্গমূলক সত্রযাগের ফলপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শৌনকাদি ঋষিগণের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল; কারণ, অনুষ্ঠান-কালে কোনওরূপ ত্রুটী থাকিয়া গেলে আর ফল পাওয়া যাইবে না। এইরূপ অবস্থায়, মহাত্মা সূত যখন তাঁহাদের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করিলেন—কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে ভজনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইলেন; শ্রীসূতের সঙ্গ-প্রভাবে ও তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাদের মতির এইরূপ পরিবর্ত্তন।

১৩৯-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪০। তৃতীয় রকমের দেহারামের কথা বলিতেছেন।

তপস্বী—তপঃ-পরায়ণ, চান্দ্রায়ণাদি কষ্ট-সাধ্য অনুষ্ঠান করেন যাঁহারা। তপস্যার ফলও দেহের সুখ; এজন্য তপস্বীকেও দেহারামী বলা হইয়াছে। সাধুকৃপার ফলে তপস্বী দেহারামীও শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন।

তথাহি (ভাঃ ৪।২১।৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-

মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী

যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ ৮১॥

'দেহারামী' সর্ব্বকাম, সব 'আত্মারাম'।

কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম॥ ১৪১

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—

স্থানাভিকামস্তপসি স্থিতোঽহং

ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।

কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং

স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ৮২॥

এই চারি অর্থ সহ হৈল তেইশ অর্থ।

আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥ ১৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ জীবানাং মোক্ষদঃ পরমেশ্বর এব ন অর্ব্বাগ্‌দেবতাঃ, তাসামপি জীবত্বাবিশেষাদিত্যাশয়েনাহ ত্রিভিঃ। যস্য পাদয়োঃ সেবায়াঃ অভিরুচিঃ তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্ অশেষৈর্জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি, তমেব ভজতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা? অহন্যহনি বর্দ্ধমানা, সতী সাত্ত্বিকী। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈব এষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি॥ স্বামী॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮১। অন্বয়। যৎপাদসেবাভিরুচিঃ (যাঁহার চরণ সেবার অভিলাষ) অন্বহং (প্রতিদিন) এধতী (যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে) সতী (এবং সাত্ত্বিকী—যাহা শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপা তাহা)—পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা (শ্রীভগবানের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃত) সরিৎ যথা (নদীর ন্যায়—গঙ্গার ন্যায়) তপস্বিনাং (তপস্বীদিগের—বহুতপস্যায়ও যাঁহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় নাই, তাদৃশ তপস্বিগণের ধিয়ঃ (বুদ্ধির) অশেষ-জন্মোপচিতং (অশেষ জন্মের সঞ্চিত) মলং (মলিনতাকে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ—মহৎকৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) ক্ষিণোতি (ক্ষয় করিয়া দেয়) [তং ভগবন্তং ভজত) (সেই ভগবানের ভজন কর)।

অনুবাদ। মহারাজ পৃথু সভ্যদিগকে বলিলেন:—যাঁহার চরণসেবার নিমিত্ত সাত্ত্বিক বা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ অভিলাষ (—যাহা মহৎ-কৃপার ফলে জন্মিয়াছে এবং যাহা) প্রতিদিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া—(বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যার ফলেও যাঁহাদের বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হয় নাই, সে সমস্ত) তপস্বিগণের বুদ্ধির মলিনতাকে (দুর্ব্বাসনাকে) সদ্যঃই (—মহৎকৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই)—(শ্রীভগবানের) পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে সঞ্জাত গঙ্গারই ন্যায়—নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত করায়, (সেই শ্রীহরিকে ভজন করিবে)। ৮১

সাধুসঙ্গ বা মহৎ-কৃপার ফলে যে তপস্বীদিগের চিত্তের মলিনতাও দূরীভূত হয় এবং দূরীভূত হওয়ার পরে তাঁহাদের চিত্তেও যে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভক্তির (সেবা-বাসনার) উদয় হয়, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপে ইহা ১৪০-পয়ারের প্রমাণ।

১৪১। চতুর্থ রকমের দেহারামীর কথা বলিতেছেন। **সর্ব্বকাম**—সর্ব্ববিধ দৈহিক সুখই যাঁহাদের প্রার্থনীয়. তাঁহারা সর্ব্বকাম-দেহারামী।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে সর্ব্বকাম-দেহারামীও সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—ধ্রুব-মহারাজ। তিনি পিতৃসিংহাসনের জন্য ভজন করিতেছিলেন। শ্রীহরির কৃপায় সিংহাসনে লোভ দূর হইল। নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ৮২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৪১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪২। শ্লোকস্থ আত্মারাম-শব্দে উক্ত চারি রকমের অর্থযোজনা করিলে শ্লোকটীর চারি রকমের অর্থ হয়। নিম্নে এই চারি রকম অর্থের দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইল:—

'চ'-শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৩
'নির্গ্রন্থাঃ' হইয়া ইহাঁ 'অপি' নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে ॥' ১৪৪
'চ'-শব্দ—'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর।
'বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

(২০) দেহস্থিত উদরমধ্যস্থ বৈশ্বানর-অন্তর্য্যামীর ভজন যাঁহারা করেন, সেই দেহারাম (আত্মারাম) গণও নির্গ্রন্থ এবং মননশীল হইয়াও উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—এইরূপই শ্রীহরির গুণমহিমা (১৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

(২১) দৈহিক-সুখভোগার্থ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তাদৃশ দেহারাম (আত্মারাম) গণও নির্গ্রন্থও মননশীল ইত্যাদি। (১৩৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

(২২) দৈহিক-সুখভোগার্থ তপস্যাদির অনুষ্ঠান যাঁহারা করেন, তাদৃশ দেহারাম (আত্মারাম) গণও নির্গ্রন্থ ইত্যাদি। (১৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

(২৩) সর্ব্ববিধ দৈহিক-সুখই যাঁহাদের কাম্য, তাদৃশ দেহারাম (আত্মারাম) গণও নির্গ্রন্থ ইত্যাদি। (১৪১-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে উনিশ রকম অর্থের কথা বলা হইয়াছে। এই চারি অর্থ ধরিয়া তেইশ অর্থ হইল।

আর তিন অর্থ—পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে আরও তিন রকম অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন। শ্লোকস্থ চ-শব্দের সমুচ্চয় অর্থ ধরিয়া এক রকম, অন্বাচয়-অর্থ ধরিয়া এক রকম এবং নির্গ্রন্থ শব্দের "ব্যাধ" অর্থ ধরিয়া আর এক রকম—মোট এই তিন রকম অর্থ।

১৪৩। চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ ধরিয়া শ্লোকের অন্য এক রকম অর্থ করিতেছেন। **চ-শব্দদ্বারা** যে কয়টী শব্দ যুক্ত হয়, সকল শব্দেরই যখন সমভাবে গ্রহণ সূচিত হয়, তখন "চ"এর সমুচ্চয়ার্থ। যথা—"রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বনে বিহরতঃ"—রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বনে বিহার করিতেছে। এস্থলে চ-এর সমুচ্চয়ার্থ ধরিলে অর্থ এইরূপ হইবে ঃ—রাম এবং কৃষ্ণ উভয়েই সমান ভাবে বনে বিহার করিতেছে; উভয়ের বিহারের একই সঙ্গে আরম্ভ, একই সঙ্গে শেষ; রাম যে ভাবে বিহার করে, কৃষ্ণও ঠিক সেই ভাবেই বিহার করে। একজন মুখ্যভাবে, একজন গৌণভাবে—রাম বিহার করিতেছে বলিয়াই যে কৃষ্ণ বিহার করিতেছে, এইরূপ—অর্থ সূচিত হইবে না।

মূল শ্লোকের চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ ধরিলে **"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ"**-শব্দের অর্থ হইবে—আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ। আত্মারামগণ এবং মুনিগণ এই উভয়েই সমভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—আত্মারামগণ মুখ্যভাবে, আর মুনিগণ গৌণভাবে, অথবা মুনিগণ মুখ্যভাবে, আর আত্মারামগণ গৌণভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, এইরূপ অর্থ বুঝাইবে না।

১৪৪। চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া নির্গ্রন্থাঃ ও অপি শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন।

নির্গ্রন্থাঃ—(পূর্ব্বের মত) অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন, অথবা শাস্ত্র-বিধি-হীন।

অপি-শব্দ—নির্দ্ধারণে বা নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মারামগণ এবং মুনিগণ নির্গ্রন্থা হইয়াই কৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহাই অপি-শব্দের তাৎপর্য্য।

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ—চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ বুঝাইবার জন্য একটী উদাহরণ দিতেছেন। পূর্ব্ব পয়ারের অর্থ দ্রষ্টব্য।

চ-শব্দের সমুচ্চয়-অর্থ ধরিলে শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে ঃ—**(২৪)** আত্মারামগণ এবং মুনিগণ, নির্গ্রন্থ হইয়াই উভয়ে সমভাবে) উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট চব্বিশ রকমের অর্থ হইল।

১৪৫। চ-শব্দের **অন্বাচয়** অর্থ ধরিয়া শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। অন্বাচয়ের অর্থ এই যে, চ-শব্দ দ্বারা যে দুইটী শব্দের সংযোগ করা হয়, তাহাদের একটীর প্রাধান্য, অপরটীর অপ্রাধান্য, সূচিত হয়। যেমন—"বটো!

কৃষ্ণ-মনন 'মুনি' কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে গৌণ অর্থ কয়॥ ১৪৬
'চ'—এবার্থে, মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
'আত্মারামা' 'অপি'—'অপি'—গর্হা-অর্থ কয়॥১৪৭
'নিগ্রর্ন্থ হইয়া' এই দোঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভিক্ষামট গাঞ্চানয়" (গাং চ আনয়); ইহার অর্থ এই ঃ—হে বটো! তুমি ভিক্ষায় যাও (ভিক্ষাম্ অট); আসিবার সময় গরুটীকে আনিও (গাং চ আনয়)। এস্থলে "ভিক্ষায় যাওয়াটা"ই মুখ্য, "গরু আনা" মুখ্য নহে,—গৌণ। "ভিক্ষামট" এবং "গাং আনয়" এই দুইটী বাক্যই চ-শব্দের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে; একটীর (ভিক্ষায় যাওয়ার) প্রাধান্য এবং অপরটীর (গরু আনার) অপ্রাধান্য সূচিত হওয়ায় চ-শব্দের অন্বাচয়-অর্থ হইল। **বটো**—শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ-কুমারকে বটু বলে। বটু-শব্দের সম্বোধনে বটো হয়; হে বটো। **ভিক্ষামট**—ভিক্ষাং (ভিক্ষার নিমিত্ত) অট (গমন কর); ভিক্ষায় যাও। **গাঞ্চানয়**—গাং চ আনয়। গাং অর্থ গাভীটিকে। চ-অর্থ "এবং" বা "ও"। আনয় অর্থ আনয়ন কর। গাঞ্চানয় অর্থ—এবং গাভীটিকে আনয়ন কর; অর্থাৎ গাভাটিকে আনিও। **যৈছে প্রকার**—যে প্রকার; "ভিক্ষামট গাঞ্চানয়"—এই বাক্যে চ-শব্দ যে প্রকার (অন্বাচয়)-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, (মূল-শ্লোকেও সেই প্রকার অর্থ হইবে)।

১৪৬। পূর্ব্ব-পয়ারে দৃষ্টান্তদ্বারা চ-শব্দের অন্বাচয়ার্থ বুঝাইয়া এই পয়ারে মূল-শ্লোকে চ-শব্দের তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ অপি" ইত্যাদির অন্বয় এইরূপ হইবে ঃ—মুনয়ঃ আত্মারামাঃ চ নির্গ্রন্থাঃ (সন্তঃ) অপি ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—মুনয়ঃ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, আত্মারামাশ্চ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। অর্থাৎ মুনয়ঃ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি এব, আত্মারামাঃ অপি ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—মুনিগণ ভক্তি করেনই, আত্মারামগণও ভক্তি করেন। মুনিগণের প্রাধান্য এবং আত্মারামগণের অপ্রাধান্য বা গৌণত্ব সূচিত হইতেছে। শ্রীনারদাদি মুনিগণ সর্ব্বদাই (প্রথমাবধিই) শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন,—ইহাই মুখ্যার্থ; আর ব্রহ্মোপাসক প্রভৃতি আত্মারামগণও সাধু-সঙ্গাদির প্রভাবে স্ব-স্ব-উপাসনা ত্যাগ করিয়া তারপর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহা গৌণার্থ।

কৃষ্ণ-মনন—মুনি-শব্দের অর্থ করিতেছেন; মুনি-অর্থ মনন-শীল, অর্থাৎ কৃষ্ণে (কৃষ্ণ-রূপ-গুণাদিতে) মননশীল যিনি, তিনিই **মুনি**—শ্রীনারদাদি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত মুনিগণ। **সর্ব্বদা ভজয়**—জন্মাবধি সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন; কোনও সময়েই তাঁহাদের কৃষ্ণ-ভজনেয় বাধা হয় নাই। ইহা-দ্বারা মুনি-শব্দের মুখ্যত্ব বা প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। **আত্মারামা অপি**—ব্রহ্মোপাসকাদি আত্মারামগণও। শ্রীনারদাদি-মুনিগণ জন্মাবধি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে-ভজন করেন; তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ব্রহ্মোপাসক আত্মারামগণও ব্রহ্মোপাসনাদি ত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ইহাতে ভজনব্যাপারে আত্মারামগণের গৌণত্ব বা অপ্রাধান্য দেখাইলেন।

১৪৭। চ—এবার্থে ইত্যাদি—শ্লোকের চ-শব্দের তাৎপর্য্য বলিতেছেন। **এবার্থে**—"এব"-অর্থে; "এব"-শব্দের যে অর্থ, সেই অর্থে; এব-শব্দের অর্থ "ই"-নিশ্চয়াত্মক। "মুনয়ঃ চ" অর্থ "মুনয়ঃ এব" অর্থাৎ মুনিগণই কৃষ্ণ ভজন করেন; ইহাতে ভজন-বিষয়ে মুনিগণের প্রাধান্য দেখাইতেছেন। **আত্মারামা অপি**—আত্মারামগণও (ভজন করেন)। **গর্হা অর্থ**—গৌণ অর্থ; অপ্রধান অর্থ। "আত্মারামা অপি" স্থলে "অপি"-শব্দে কৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে আত্মারামগণের গৌণত্ব বা অপ্রাধান্য বুঝাইতেছে।

১৪৮। **নিগ্রর্ন্থ হইয়া** ইত্যাদি—শ্লোকের নির্গ্রন্থা শব্দটি "মুনয়ঃ" এবং "আত্মারামাঃ" এই দুই শব্দের বিশেষণ। মুনিগণ এবং আত্মারামগণ এই উভয়েই নির্গ্রন্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

চ-শব্দের অন্বাচয় অর্থে মূল-শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে ঃ—**(২৫)** (শ্রীনারদাদি কৃষ্ণ-মনন-শীল) মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও (সর্ব্বদাই) শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন; (ব্রহ্মোপাসকাদি) আত্মারামগণও (সাধু-সঙ্গাদির প্রভাবে ব্রহ্মোপাসনাদি ত্যাগ করিয়া) নির্গ্রন্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী-ভক্তি করেন। ইত্যাদি—

এই পর্য্যন্ত আত্মারাম শ্লোকের মোট পঁচিশ রকম অর্থ হইল।

'নিগ্রন্থ-শব্দে কহে—ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণভজন ॥ ১৪৯
'কৃষ্ণরামাশ্চ এব' হয় কৃষ্ণমনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ১৫০
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমাজ্ঞানে ॥ ১৫১

একদিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণীস্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥ ১৫২
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি ॥ ১৫৩
আর কথোদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড় ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই দোঁহার—মুনয়ঃ (মুনিগণ) এবং আত্মারামাঃ (আত্মারামগণ)—এই দোঁহার। **বিশেষণ**—গুণপ্রকাশক শব্দ। **আর অর্থ শুন**—(১৪২-পয়ারে উল্লিখিত তিনটি অর্থের মধ্যে) এই কয় পয়ারে দুইটী অর্থ দেখান হইল; এক্ষণে আর একটী অর্থ করিতেছেন। **যৈছে সাধুর সঙ্গম**—যে অর্থে সাধুসঙ্গের মহিমা জানা যায়।

১৪৯। আত্মারাম-শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। এই অর্থে, মূলশ্লোকের "নিগ্রন্থাঃ" শব্দই "কুর্ব্বন্তি" ক্রিয়ার কর্ত্তা। নিগ্রন্থগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—আত্মারাম এবং মুনি হইয়া।

নিগ্রন্থ-শব্দে ইত্যাদি—নিগ্রন্থ শব্দের অর্থ নির্ধন; দরিদ্র। **ব্যাধ নির্ধন**—যে লোক এত দরিদ্র যে, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় না দেখিয়া পশুহননরূপ ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই লোকও সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকে।

১৫০। নিগ্রন্থ-শব্দের 'নির্ধন-ব্যাধ' অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া "আত্মারামাঃ" ও "মুনয়ঃ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। "আত্ম"-শব্দের "কৃষ্ণ" অর্থ ধরিয়া, "আত্মারাম" শব্দের "কৃষ্ণরাম" অর্থ করিলেন। আত্মায় (কৃষ্ণে) রমণ (প্রীতিলাভ) করেন যিনি, তিনি আত্মারাম (কৃষ্ণরাম)। **কৃষ্ণরামাশ্চ**—আত্মারামাশ্চ; শ্রীকৃষ্ণে রমণশীল (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রীতিযুক্ত)। কৃষ্ণরামাশ্চ = কৃষ্ণরামাঃ + চ। **চ এব**—শ্লোকস্থ চ-শব্দের অর্থ এস্থলে (ই); কৃষ্ণরামাশ্চ—কৃষ্ণরাম (কৃষ্ণে-প্রীতিযুক্ত) হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। **কৃষ্ণমনন**—কৃষ্ণবিষয়ে মনন-শীল; ইহা শ্লোকস্থ মুনয়ঃ-শব্দের অর্থ। **ব্যাধ হঞা হয়** ইত্যাদি—ঘৃণিত ব্যাধ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রভাবে উত্তম-ভাগবতরূপে তিনি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মহিমা জানাইতেছেন।

উক্তরূপ অর্থসমূহ-অনুসারে শ্লোকটীর অন্বয়াদি এইরূপ হইবে :—

অন্বয়—নিগ্রন্থাঃ (ব্যাধাদয়ঃ) অপি আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ (এব) (সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি।

অর্থ :—**(২৬)** নির্ধন ব্যাধাদিও আত্মারাম (শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত) এবং মুনি (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে মননশীল) হইয়াই উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট ছাব্বিশ রকমের অর্থ হইল।

১৫১। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যে যে প্রাণি-হিংসক ব্যাধাদিরও শ্রীকৃষ্ণভজনে রতি জন্মে, এক ব্যাধের আখ্যান বলিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

১৫২। **নারায়ণ**—বদরিকাশ্রমের শ্রীনারায়ণ। **ত্রিবেণী-স্নানে**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গম-স্থানকে ত্রিবেণী বলে। ইহা প্রয়াগে অবস্থিত। ভক্তগণ এই ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া থাকেন। **স্নানে**—স্নান করার নিমিত্ত। **প্রয়াগ**—বর্ত্তমান এলাহাবাদ সহর।

১৫৩। **বাণবিদ্ধ**—ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া। **ভগ্নপাদ**—যাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৫৪। **তৈছে**—পূর্ব্বোক্তরূপ বাণবিদ্ধ ও ভগ্নপাদ। **শশক**—খরগোস।

ঐছে এক শশক দেখে আর কথোদূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥ ১৫৫
কথোদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হৈয়া।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ জুড়িয়া ॥ ১৫৬
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যমদণ্ডধর ॥ ১৫৭
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিল।
নারদ দেখিয়া সব মৃগ পলাইল ॥ ১৫৮
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে গালি মুখে না বাহিরায় ॥ ১৫৯
'গোসাঞি! প্রমাণপথ ছাড়ি কেনে আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥' ১৬০
নারদ কহে—পথ ভুলি আইলাঙ্ পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে ॥ ১৬১
পথে যে শূকর মৃগ, জানি তোমার হয় ?।
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত নিশ্চয় ॥ ১৬২
নারদ কহে—যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেনে না লও পরাণ ? ॥ ১৬৩
ব্যাধ কহে—শুন গোসাঞি! মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥ ১৬৪
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাঢ়য়ে অন্তরে ॥ ১৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৬। বৃক্ষে ওত হৈয়া—গাছে উঠিয়া গাছের শাখাদির অন্তরালে নিজের দেহকে সাবধানে গোপন করিয়া।

১৫৭। এই পয়ারে ব্যাধের আকারাদির বর্ণনা করিতেছেন। ব্যাধের গায়ের বর্ণ শ্যাম, তাহার চক্ষু দুইটী খুব লাল (রক্তনেত্র), তাহাকে দেখিলেই মনে অত্যন্ত ভয় জন্মে (মহাভয়ঙ্কর)। ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া আছে ; মনে হয় যেন, ধনুর্ব্বাণ নয়—যেন যমদণ্ডই ধারণ করিয়া আছে।

যমদণ্ডধর—ধনুর্ব্বাণদ্বারা পশু-হনন করা হয় বলিয়া তাহাকে যমদণ্ড বলা হইয়াছে।

১৫৮। নারদ দেখিয়া—নারদকে দেখিয়া।

১৬০। প্রমাণ পথ—লোক-চলাচলের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ পথ। কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রয়াণ-পথ" পাঠ আছে। প্রয়াণপথ অর্থ—যাওয়ার পথ। আবার কোনও গ্রন্থে "গোসাঞি! প্রণাম পথ ছাড়ি কেনে আইলা" পাঠ আছে। নারদকে দেখিয়া ব্যাধ বলিল—"গোসাঞি! আপনাকে প্রণাম করি। পথ ফেলিয়া এদিকে আসিলেন কেন ?"

মোর লক্ষ্য মৃগ—আমি যে মৃগটিকে বধ করার উদ্দেশ্যে ধনুর্ব্বাণ লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাহা।

১৬১। নারদ ব্যাধকে বলিলেন—আমার মনে একটা সংশয় (সন্দেহ) জন্মিয়াছে ; তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই সংশয় দূর করার জন্যই তোমার নিকট আসিলাম।

১৬৩। নারদের সংশয়টী কি তাহা বলিতেছেন। নারদ বলিলেন—ব্যাধ! দেখিলাম তুমি জীবগুলিকে বাণবিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ ; কিন্তু এই জীবগুলিকে সম্পূর্ণরূপে না মারিয়া আধ-মরা করিয়া রাখিয়াছ কেন ?

১৬৪-৬৫। নারদের কথা শুনিয়া ব্যাধ বলিল—"গোসাঞি! আমি ব্যাধ ; পশু-হননই আমার ব্যবসায়। আমি আমার পিতার নিকটে ইহা শিক্ষা করিয়াছি। এই জীবগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মারিয়া ফেলিলেও আমার বাস্তবিক কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু আধ-মরা জীবগুলি যখন যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে থাকে, তখন উহা দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়, তাই আমি এইগুলিকে প্রাণে না মারিয়া আধ-মরা করিয়া রাখি।"—ইহাদ্বারাই বুঝা যায়, ব্যাধের অন্তঃকরণ কত কঠিন, কত নিষ্ঠুর।

মৃগারি—মৃগের (পশুর) অরি (শত্রু) ; ব্যাধ।

নারদ কহে—এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লেহ যেই তোমার মনে॥ ১৬৬
মৃগছাল চাই যদি, আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ, তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে॥ ১৬৭
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক দান আমি মাগি তোমার ঠাঞি॥ ১৬৮
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥ ১৬৯
ব্যাধ কহে—কিবা দান মাগিলে আমারে?।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে॥ ১৭০
নারদে কহে—অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা॥ ১৭১
ব্যাধ! তুমি জীব মার, এ অল্প পাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার, এ পাপ অপার॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬৭। মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে—মৃগচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম; হরিণের চামড়া ও বাঘের চামড়া। কোনও কোনও সন্ন্যাসী কাপড়ের পরিবর্ত্তে হরিণের বা বাঘের চামড়া পরিধান করেন। এজন্য এই চামড়াকে অম্বর (বস্ত্র) বলা হইয়াছে।

১৭১। অবস্থা—দুরবস্থা; কষ্ট।

১৭২। নারদ বলিলেন—তুমি জাতিতে ব্যাধ বলিয়া পশুহত্যা তোমার জাতীয় ধর্ম্ম; জাতীয় ধর্ম্ম হইলেও ইহাতে অবশ্যই পাপ হয়; কারণ, যাহা পাপ, তাহা সকলের পক্ষেই পাপ। জীব-হত্যা পাপকার্য্য; ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষেও পাপ—ব্যাধের পক্ষেও পাপ। ["অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা। ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কামক্রোধলোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর অথচ প্রিয় এইরূপ কার্য্যে যত্ন—ইহা সকল বর্ণের সমানরূপে সেব্য ধর্ম্ম। শ্রীভা, ১১।১৭।২১॥" অহিংসাদি সকল বর্ণের—ব্রাহ্মণের যেমন, ব্যাধেরও তেমনি—সমানরূপে সেব্যধর্ম্ম হওয়াতে অহিংসাদির বিপরীত—হিংসাদিও সকল বর্ণের পক্ষেই সমান অধর্ম্ম, সমানরূপে পাপ। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উক্তিও দৃষ্ট হয়। "বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ। অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্॥ ৭।১১।৩০॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্তৎকুলকৃতা কুলপরম্পরাপ্রাপ্তা পরম্পরাপ্রাপ্তমপি চৌর্য্যং হিংসাদিকঞ্চ নিষেধতি অচৌরাণামপাপানাঞ্চ ইতি। তৎপ্রদর্শনার্থং কাংশ্চিৎ প্রতিলোমবিশেষানাহ অন্ত্যজেতি। রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটবরুড় এব চ। কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥ অন্তেবসায়িনশ্চ চণ্ডাল-পুক্কশ-মাতঙ্গাদয়ঃ তেষাং পরম্পরয়া প্রাপ্তৈব বস্ত্রনির্ণেজনাদি বৃত্তিরিত্যর্থঃ॥' এই শ্লোকে শ্রীনারদ-ঋষি প্রতিলোমজ লোকদিগের ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীর (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীরও) টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ।—(রজক, চর্ম্মকার, নট. বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্লাদি) অন্ত্যজদিগের এবং (চণ্ডাল, পুক্কশ, মাতঙ্গাদি) অন্তেবাসীদিগের এবং সঙ্করজাতিদিগের পক্ষে কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত (যেমন রজকদিগের পক্ষে বস্ত্রধৌতি, চর্ম্মকারদিগের পক্ষে এবং অন্যান্যের পক্ষে স্ব-স্ব-জাতীয় ব্যবসায়াদি) বৃত্তিই তাহাদের ধর্ম্ম। কিন্তু চৌর্য্য ও হিংসাদি তাহাদের কুলপরম্পরাপ্রাপ্তবৃত্তি হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত হইলেও চৌর্য্য-হিংসাদি ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্মই। চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অচৌরত্বে সত্যের বৃত্তিঃ কুলকৃতা বিহিতা পাপাভাবশ্চোক্ত ইতি ভাবঃ।—চৌর্য্যবিহীন হইলেই কুলপরম্পরাপ্রাপ্তা বৃত্তি পাপশূন্যা হইবে, অন্যথা নহে।" সুতরাং হিংসাবৃত্তি ব্যাধের কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত-বৃত্তি হইলেও তাহার পক্ষে অধর্ম্ম, পাপ। সকল বর্ণের পক্ষেই হিংসা, চৌর্য্যাদি অধর্ম্ম, পাপ। এই পাপের গুরুত্ব ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অপেক্ষা ব্যাধাদির পক্ষে যে কিছু কম হইবে, তাহার কোনও হেতু নাই। পাপকার্য্যদ্বারা সকলের চিত্তই সমানভাবে কালিমালিপ্ত হয়।] যাহাহউক, শ্রীনারদ ব্যাধকে বলিলেন—জীবকে প্রাণে না মারিয়া কেবল কষ্ট দেওয়াও পাপ। তুমি উভয়বিধ পাপেই পাপী। তুমি এই পশুগুলিকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিয়া দেওয়াতে তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া, তাহার পরে তুমি তাহাদিগকে প্রাণে মার। যন্ত্রণা না দিয়া হঠাৎ মারিয়া ফেলিলে যে পাপ হয়,—অশেষ

কদর্থিয়া তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ॥ ১৭৩
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল ॥ ১৭৪
ব্যাধ কহে—বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিমু মুঞি পামর অধম ? ॥ ১৭৫
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায় ?।
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায় ॥ ১৭৬
নারদ কহে—যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥ ১৭৭
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সে-ই ত করিব।
নারদ কহে—ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব ॥১৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

যন্ত্রণা দিয়া তারপর প্রাণে মারিলে তদপেক্ষা বেশী পাপ হয়। এই পাপের তুলনায়, বিনা যন্ত্রণায় প্রাণিহত্যার পাপ অল্প।

এ অল্প পাপ তোমার—জীবহত্যা ব্যাধের জাতিধর্ম্ম বলিয়াই যে ইহাতে তাহার অল্প পাপ, তাহা নহে। কদর্থনা দিয়া হত্যা করিলে যে পাপ হয়, তাহার তুলনায় এই পাপ অল্প।

যাহা পাপ, তাহা জাতীয়ধর্ম্ম হইলেও পাপ, বৈদিক কাম্যকর্ম্মাদির অঙ্গীভূত হইলেও পাপ। জীবহত্যা পাপ। সুরথ-রাজা দুর্গাপূজায় ছাগবলি দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—মৃত্যুর পরে, তৎকর্ত্তৃক নিহত প্রত্যেক ছাগ এক এক খড়্গ হাতে লইয়া সুরথ-রাজাকে আঘাত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ভগবতী-পূজার অঙ্গরূপে তিনি ছাগ হত্যা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে জীবহত্যার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কদর্থনা—যন্ত্রণা।

১৭৩। তৈছে—সেইরূপ যন্ত্রণা দিয়া (কদর্থিয়া) তোমাকে হত্যা করিবে। যন্ত্রণা দেওয়ার ফলে তোমাকেও প্রত্যেকের হাতে তদ্রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং হত্যা করার ফলে তোমাকেও তাহাদের প্রত্যেকের হাতে ঐরূপ নিহত হইতে হইবে। **জন্মজন্মান্তরে**—যত জীব তুমি হত্যা করিয়াছ, তাহাদের প্রত্যেকেই তোমাকে ঐরূপ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবে। একটীর হাতে একবার নিহত হইলেই একজন্ম তোমার শেষ হইয়া যাইবে। এইরূপে সকলের হাতে নিহত হইতে হইতে তোমার অনেক জন্ম শেষ হইয়া যাইবে। তোমাকে বহুজন্ম এইরূপে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাণবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

১৭৪। নারদ পরম-ভাগবত; তাঁহার সঙ্গের মাহাত্ম্যে, বিশেষতঃ নারদ ব্যাধের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন বলিয়া, ব্যাধের মন নির্ম্মল হইল; তাই নারদের কথাগুলি ব্যাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। ব্যাধের কার্য্যের ভীষণ পরিণামের কথা শুনিয়া তাহার অত্যন্ত ভয় হইল—"উঃ! কত শত শত জীবকে আমি হত্যা করিয়াছি; কত শত শত জন্ম পর্য্যন্ত আমাকেও ঐভাবে বাণবিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে! কি ভয়ানক কথা !!" ইহা ভাবিয়া ব্যাধ যেন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

নারদের সঙ্গলাভের ভাগ্য যদি ব্যাধের না হইত, তাহা হইলে তাহার চিত্তও নির্ম্মল হইত না—ঐরূপ উপদেশের মর্ম্মও ব্যাধ গ্রহণ করিতে পারিত না; বরং উপদেষ্টাকে উপহাস করিয়াই তাড়াইয়া দিত।

১৭৬। নিজের ভাবী দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া ব্যাধ অত্যন্ত ভীত হইল এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীনারদের চরণে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা চাহিল।

১৭৮। ধনুক ভাঙ্গ—নারদ বলিলেন—ব্যাধ! তুমি যত জীবহত্যা করিয়াছ, তাহা তোমার ঐ ধনুকের সাহায্যেই। এখন তুমি যদি জীবহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে ঐ অনর্থের মূল তোমার ধনুকটীকে ভাঙ্গিয়া ফেল, তারপরে মুক্তির উপায় বলিব।

ব্যাধ কহে—ধনুক ভাঙ্গিলে বর্ত্তিব কেমনে ?।
নারদ কহে—আমি অন্ন দিব প্রতি দিনে॥ ১৭৯
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল—॥ ১৮০
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক-এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন॥ ১৮১
নদীতীরে একখানি কুটীর করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥ ১৮২
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ১৮৩
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে।
সেই অন্ন নিহ, যত খাও দুইজনে॥ ১৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদ্‌বৈদ্য রোগ চিকিৎসা করিয়া তাহার মূল রাখেন না—মূলটীও উৎপাটিত করিয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে কোনও সময়েই ঐ রোগ আবার উন্মেষিত না হয়।

১৭৯। ধনুকভাঙ্গার কথা শুনিয়া ব্যাধ একটু চিন্তিত হইল। ব্যাধ ভাবিল—"ধনুকই আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল; সেই ধনুকই যদি ভাঙ্গিয়া ফেলি, তবে আমি বাঁচিব কিরূপে?" নারদকেও বলিল—"ঠাকুর! ধনুক ভাঙ্গিলে আমি বাঁচিব কিরূপে?"

ইহাই মায়াবদ্ধ জীবের চিত্র। কোনও শুভ মুহূর্ত্তে কোনও সৌভাগ্যে যদিও বা মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য যদিও তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত একটু আকাঙ্ক্ষা জন্মে—তথাপি ঐ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার প্রধান এবং একমাত্র পরিপোষক এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মুখ্যতম পরিপন্থি-স্বরূপ যে বিষয়াসক্তি বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু—তাহা সে সহজে ছাড়িতে চায়না। নানা উপায়ে হয়তো বা ভক্তির রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াই—ঐ বিষয়াসক্তিটীকে, অথবা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বস্তুটীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে—ভোগবাসনা জীবের চিত্তে এমনি দৃঢ়-বদ্ধ। কিন্তু কোনও মহাপুরুষ যদি তাহাকে কৃপা করেন, তিনি তখনই বলিবেন—'না, তোমার ঐ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বস্তুর প্রতি অত নজর রাখিলে চলিবে না। যে আঙ্গুলটীতে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহা কাটিয়া ফেলিতে হইবে; নচেৎ সমস্ত দেহই নষ্ট হইবে, শেষকালে প্রাণে মরিবে।'

পরম-করুণ শ্রীনারদ ব্যাধকে বলিলেন—"তুমি ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেল। খাওয়ার জন্য কোনও চিন্তা নাই; তোমার যাহা যাহা দরকার, তাহা তাহা প্রতিদিনই আমি তোমাকে দিব।"

১৮০। নারদের সঙ্গপ্রভাবে ব্যাধের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে; তাই নারদের কথায় তাহার আস্থা জন্মিল—তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে না, নারদের বাক্য হইতে ব্যাধের এই বিশ্বাস জন্মিল। অমনি ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং নারদের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। নারদ তাহাকে উঠাইয়া তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

যাঁহার নিকটে আমরা ভজন-সম্বন্ধে উপদেশ নিতে যাই, এইভাবে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই তাঁহার চরণে আমাদের সম্যক্ আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক—তাহা হইলেই তাঁহার উপদেশ আমাদের পক্ষে কার্য্যকরী হইতে পারে। আর নিজের ভোগ-সুখ-সাধক-বস্তুটীকে ত্যাগ না করিয়া যদি তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখি, তাহা হইলে তাহার চিন্তাই তো আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া থাকিবে, গুরুর উপদেশের নিমিত্ত ঐ হৃদয়ে আর স্থান পাওয়া যাইবে কোথা হইতে?

১৮১-৮৪। **দুইজন**—ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী।

চারি পয়ারে শ্রীনারদ ব্যাধকে উপদেশ দিতেছেন। ব্যাধ! তুমি ঘরে যাও; যাইয়া, তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর। নিজের জন্য কিছুই রাখিবে না। তোমার পরিধানে যে কাপড়খানা আছে, তাহা লইয়াই তুমি ঘরের বাহির হইয়া আইস, আর তোমার স্ত্রীর পরিধানে যে কাপড় খানা আছে, তাহা লইয়াই তোমার স্ত্রী বাহির হইয়া আসুক; অতিরিক্ত কাপড় আনারও দরকার নাই। দুইজনে এইরূপে ঘরের বাহির হইয়া নদীর

তবে সেই তিন মৃগ নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা তিন মৃগ ধাঞা পলাইল ॥ ১৮৫
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে করি নমস্কার ॥ ১৮৬
যথাস্থানে নারদ গেলা ব্যাধ আইল ঘর।
নারদের উপদেশ করিল সকল ॥ ১৮৭
গ্রামে ধ্বনি হৈল—ব্যাধ বৈষ্ণব হইলা।
গ্রামের লোকসব অন্ন আনি দিতে লাগিলা ॥ ১৮৮
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিনে তত লয়, যত খায় দুইজনে ॥ ১৮৯
একদিন কহিল নারদ—শুনহ পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে ॥ ১৯০

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

তীরে নির্জ্জন স্থানে একটী কুটীর তৈয়ার করিয়া তাহার সম্মুখে একটী তুলসী-মঞ্চ প্রস্তুত করিবে। ঐ কুটীরেই তোমরা বাস করিবে। আর প্রতিদিন ঐ তুলসীর সেবা ও পরিক্রমা করিবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে। খাওয়া-পরার জন্য তোমাদের কোনও চিন্তা বা চেষ্টা করিতে হইবে না; আমি প্রত্যহ তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে কুটীরে পাঠাইয়া দিব—দুই জনের পক্ষে যাহা দরকার, তোমরা কেবল তাহাই গ্রহণ করিবে—বেশী কিছু আমি পাঠাইলেও নিওনা। সঞ্চয় করিও না।”

১৮৫। নারদ তো এইরূপ উপদেশ দিলেন। এখন ব্যাধ কি করে? “সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিতে বলিলেন। দুইজনের জন্য দুইখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই রাখার আদেশ নাই। কুটীর করিতে বলিলেন—বন হইতে তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া না হয় কুটীরও করা যায়। কিন্তু রোজ রোজ খাওয়া তো চাই? নারদ তো বলিলেন—রোজ রোজ তিনি খাওয়ার পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু তিনি কি রোজই খাওয়ার দিতে পারিবেন? তিনও তো ভিক্ষুকই—নিজেই হয়তো ভিক্ষা করিয়াই খান, তার উপর তাদের দু'জনের খাওয়া তিনি কি চালাইতে পারিবেন?”

ব্যাধের মনে এইরূপ একটা চিন্তার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাই, নারদ তাহাকে একটু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন—যাহাতে নারদের বাক্যে ব্যাধের বিশ্বাস জন্মিতে পারে। নারদ ব্যাধের নিকটে আসিবার সময় যে একটী মৃগ, একটী শূকর ও একটী শশককে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ছটফট করিতে দেখিয়াছেন—সেই তিনটী প্রাণীকে তিনি নিজের অলৌকিকী শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন। সুস্থ হইয়া তাহারা দৌড়িয়া বনে পলাইয়া গেল।

বিষয়াসক্ত জীবের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বোধ হয় একটু ঐশ্বর্য্য বা অলৌকিকী শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়। এবং ইহা জীবকে জানাইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়্‌ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন।

১৮৬। নারদের অলৌকিকী শক্তি দেখিয়া ব্যাধ চমৎকৃত হইল। তাঁহার বাক্যে ব্যাধের আস্থাও জন্মিল। যিনি মৃত-প্রায় জীবকে বাঁচাইতে পারেন, অশেষ যন্ত্রণা-দায়ক বাণের আঘাতকে এক নিমেষে সুস্থ করিতে পারেন, তিনি যে প্রত্যহ দুইজনের প্রয়োজনীয় অন্ন দিতে পারিবেন, তাহা আর অসম্ভব কিসে? ব্যাধ তখনই তাহার গুরুদেব শ্রীনারদকে নমস্কার করিয়া তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গৃহে চলিয়া গেলেন।

১৮৯। এক এক দিন দশ বিশ জনে অন্ন লইয়া আইসে। ব্যাধ কিন্তু সমস্ত অন্ন গ্রহণ করেনা—তাহাদের দুই জনের জন্য যাহা দরকার, তাহাই মাত্র গ্রহণ করে।

১৯০। **পর্ব্বতে**—পর্ব্বত নামক ঋষি। “একদিন নারদ গোসাঞি কহিল পর্ব্বতে।” এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥ ১৯১

আস্তেব্যস্তে ধাঞা আইসে—পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকা ইতিউতি ধরে পায় ॥ ১৯২

দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি, পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৯৩

নারদ কহে—ব্যাধ! এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥ ১৯৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)
স্কান্দবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ৮৩

তবে সেই ব্যাধ দোঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দোঁহা ভক্ত্যে বসাইল ॥ ১৯৫

জল আনি ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জলে স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে নিল ॥ ১৯৬

কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণগুণ গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯১। **দুই ঋষি**—নারদ ও পর্ব্বত। **গুরুর দর্শনে**—ব্যাধের গুরু নারদের দর্শন।

১৯২। **আস্তেব্যস্তে**—তাড়াতাড়ি। **পিপীলিকা**—পিপড়া। **ইতিউতি**—চারিদিকে। গুরুকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নেওয়ার জন্য ব্যাধ তাড়াতাড়ি কুটীর হইতে বাহির হইলেন—খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ারই ইচ্ছা; কিন্তু তাড়াতাড়ি যাইতে পারিতেছেন না; কারণ, পথ যাওয়া যায় না। পথ অবশ্য আছে, কিন্তু সেই পথে চলা যায় না; কারণ, পথের সর্ব্বত্রই পিপীলিকা; চলিতে গেলেই পিপীলিকা পায়ে লাগে; পায়ের চাপে পাছে পিপীলিকার জীবন নষ্ট হয়—এই ভয়ে ব্যাধ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

১৯৩। যখন গুরুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ব্যাধ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সহসা তাহা করিতে পারিলেন না। দণ্ডবতের যায়গায় যে পিপড়া আছে; শরীরের চাপে ঐ পিপড়া যে মারা যাইবে। তাই ব্যাধ নিজের পরণের কাপড় দিয়া যায়গাটা ঝাড়িয়া পিপড়া সরাইয়া তারপর দণ্ডবৎ করিলেন।

পড়ে দণ্ডবৎ হঞা—দণ্ডের মত লম্বা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন।

১৯৪। **এই না হয় আশ্চর্য্য**—যে ব্যাধের ব্যবসায়ই ছিল পশুহত্যা, আজ নাকি সেই ব্যাধ, পিপীলিকা-হত্যার ভয়ে পথ চলিতে পারে না, গুরুকে দণ্ডবৎ করিতে পারে না! ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক হইলেও ভক্তের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ, হরিভক্তির এমনি প্রভাব যে, পশুহনন-রত ব্যাধও ইহার কৃপায় হিংসাশূন্য হয়, এবং সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারে। **হরিভক্ত্যে**—হরিভক্তির দ্বারা। **সাধুবর্য্য**—সাধুদিগের বরণীয়; সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্লো। ৮৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৬৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৯৪-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৯৫। **দোঁহা**—নারদ ও পর্ব্বত ঋষিকে। **অঙ্গনে**—কুটীরের সম্মুখস্থিত অঙ্গনে (উঠানে)। **ভক্ত্যে**—ভক্তিপূর্ব্বক।

১৯৬। দুই ঋষির পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া সেই পাদোদক ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী কিঞ্চিৎ পান করিল এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিল। বৈষ্ণবের পাদোদকের মাহাত্ম্য অসীম। ঠাকুর-মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভক্ত-পদ-রজ আর ভক্ত-পদ-জল। ভক্তভুক্ত অবশেষ—এই তিন সাধনের বল॥" পাদোদক প্রথমে মুখে, তারপর মস্তকে ধারণ করিতে হয়—ইহাই বিধি। **পাদ প্রক্ষালিল**—পা ধোয়াইল। **শিরে**—মাথায়।

১৯৭। গুরুর দর্শনে, ভক্তের (পর্ব্বত ঋষির) দর্শনে এবং গুরু-বৈষ্ণবের পাদোদক-গ্রহণের ফলে, বৈষ্ণব-ব্যাধ ও তাহার স্ত্রীর মুখে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ স্ফুরিত হইল, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইল। প্রেমের সহিত তাঁহারা

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে—তুমি হও স্পর্শমণি ॥ ১৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১০)
স্কান্দবচনম্—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥৮৪

নারদ কহে—বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়ে।
ব্যাধ কহে—যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়ে ॥ ১৯৯
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাঞি।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥ ২০০
নারদ কহে—ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুইজনে কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ২০১
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব জ্ঞান ॥ ২০২
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই মিলি ছাবিবশ অর্থ হইল ॥ ২০৩
আর অর্থ শুন, যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥ ২০৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নীচঃ পরমপামরঃ লুব্ধকঃ ব্যাধঃ রতিং তল্লক্ষণাং ভক্তিম্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমোদয়ের চিহ্নস্বরূপ, তাঁহাদের দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। উদ্ভাস্বর অনুভাবেরও বিকাশ হইল—তাঁহারা আনন্দে বস্ত্র উড়াইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১৯৮। যে নাকি পূর্ব্বে ব্যাধ ছিল, তাহার এইরূপ অপূর্ব্ব প্রেম দেখিয়া পর্ব্বত-ঋষি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি নারদকে কহিলেন—নারদ! তুমি নিশ্চয় স্পর্শমণি; নচেৎ এই ব্যাধরূপ লোহাকে প্রেমিক-ভক্তরূপ সোনায় পরিণত করিলে কিরূপে?

স্পর্শমণি—যাহার স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়, এইরূপ মণিবিশেষ।

শ্লো। ৮৪। অন্বয়। অহো দেবর্ষে (হে দেবর্ষি)! ধন্যঃ অসি (আপনি ধন্য)—যস্য (যাঁহার—যে তোমার) কৃপয়া (কৃপায়) তৎক্ষণাৎ (তৎক্ষণাৎ—কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) নীচঃ (নীচজাতি) লুব্ধকঃ অপি (ব্যাধও) উৎপুলকঃ (পুলকান্বিত-কলেবর হইয়া) অচ্যুতে (অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণে) রতিং (রতি) লেভে (লাভ করিয়াছে)।

অনুবাদ। হে মহর্ষি! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচজাতি ব্যাধও কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই পুলকান্বিত-কলেবর হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছে। ৮৪

এই শ্লোক, স্পর্শমণির ন্যায়, নারদের অনির্ব্বচনীয় শক্তির পরিচায়ক। ইহা ১৯৮ পয়ারের প্রমাণ।

২০৩। এই আর তিন অর্থ—পূর্ব্বের (১৪৭।১৪৮।১৫০) পয়ারে উল্লিখিত তিন রকম অর্থ (আত্মারাম-শ্লোকের)। ১৪২-পয়ারে যে তিন রকম অর্থের সূচনা করা হইয়াছে, সেই তিন রকম অর্থ। **এই দুই মিলি**—১৪২ পয়ারে উল্লিখিত তেইশ রকম অর্থ এবং এই তিন রকম অর্থ, এই উভয়ে মিলিয়া মোট ছাব্বিশ রকম অর্থ হইল।

২০৪। "আত্মা"-শব্দের "ভগবান্" অর্থ ধরিয়া আরও নূতন অর্থ করিতেছেন। এই নূতন অর্থে সাধারণরূপে দুই রকম অর্থ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু বিশেষরূপে বিচার করিলে তাহার মধ্যে বত্রিশ রকম অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থের ভাণ্ডার—যে অর্থের মধ্যে অনেক রকম অর্থ আছে। **স্থূলে দুই অর্থ**—সাধারণরূপে (স্থূল-দৃষ্টিতে) দুই রকম অর্থই দেখা যায়। **সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার**—বিশেষরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে, ভিতরে বত্রিশ রকম অর্থ আছে। এই বত্রিশ রকম অর্থের মধ্যেও আবার অনন্ত রকম অর্থ আছে। এজন্যই ইহাকে অর্থের ভাণ্ডার বলা হইয়াছে।

'আত্মা-শব্দে কহে—সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্, আর ভগবানাখ্যান ॥ ২০৫
তাঁতে যেই রমে, সেই সব 'আত্মারাম'।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত—দুইবিধ নাম ॥ ২০৬
দুইবিধ ভক্ত হয়—চারি-চারি প্রকার—।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২০৭
জাতাজাতরতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগমার্গে চারি-চারি—অষ্টভেদ ॥ ২০৮
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ 'পারিষদ'—দাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ—চারি ত প্রকাশ ॥ ২০৯
'সাধনসিদ্ধ'—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধক'—ভক্ত চারিবিধ জন ॥ ২১০
'অজাতরতি সাধক'—ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শভেদ প্রচার ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৫। পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত দুই স্থূল অর্থের কথা এই পয়ারে বলিতেছেন।

আত্মা-শব্দে কহে ইত্যাদি—আত্মা-শব্দের অর্থ ভগবান্ (২।২৪।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সর্ব্ব-বিধ-ভগবান্**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্যান্য ভগবান্, যথা শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ—যাঁহাদের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে। **ভগবানাখ্যান**—যাঁহাদের ভগবত্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে, এবং যাঁহাদিগকেও ভগবান্ বলে—সেই শ্রীরামচন্দ্রাদি। **আখ্যান**—নাম।

২০৬। **তাঁতে**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত আত্মাতে; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপে।

তাঁতে যেই রমে ইত্যাদি—স্বয়ং ভগবানে ও শ্রীরামচন্দ্রাদি-ভগবৎ-স্বরূপে যাঁহারা রমণ করেন (অর্থাৎ প্রীতি অনুভব করেন), তাঁহারাই আত্মারাম। **দুই বিধ নাম**—এই আত্মারামগণ দুই রকমের; বিধিভক্ত ও রাগানুগীয় ভক্ত। যাঁহারা বিধিমার্গে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা বিধিভক্ত; আর যাঁহারা রাগানুগীয় মার্গে ভগবদ্-ভজন করেন, তাঁহারা রাগানুগীয় ভক্ত। ২।২২।৫৮-৫৯ পয়ারের টীকায় বিধিভক্তি ও রাগানুগা-ভক্তির তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **রাগভক্ত**—রাগানুগীয় মার্গে ভজন করেন যাঁহারা।

আত্মা-শব্দের "সর্ব্ববিধ ভগবান্" অর্থ ধরিলে যাঁহারা বিধিমার্গে এই সর্ব্ববিধ ভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা এক আত্মারাম; আর যাঁহারা রাগমার্গে সর্ব্ববিধ ভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা এক আত্মারাম। মোটামুটী ভাবে, এই উভয়বিধ আত্মারামগণই শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। বিধিভক্ত-আত্মারামগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন; এবং রাগভক্ত-আত্মারামগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন—এই দুইটীই হইল শ্লোকের স্থূল অর্থ। রাগভক্ত ও বিধিভক্তের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিচার করা হয় নাই বলিয়াই এই অর্থদ্বয় স্থূল।

নিম্নের পয়ার-সমূহে যে বত্রিশ রকম অর্থ করা হইয়াছে, তাহা এই স্থূল অর্থেরই বিশদ্ বিবৃতি; এজন্য এই স্থূল অর্থ দুইটী পৃথক্ ভাবে গণনা করা হয় নাই।

২০৭-৮। **দুইবিধ ভক্ত**—বিধিভক্ত ও রাগভক্ত। **চারি চারি প্রকার**—বিধিভক্ত চারি রকমের এবং রাগভক্ত চারি রকমের। **পারিষদ** ইত্যাদি—প্রত্যেক রকম ভক্তের চারি রকম ভেদ বলিতেছেন:—পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতি-সাধক এবং অজাতরতি-সাধক। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা পারিষদ। যাঁহারা সাধনে সিদ্ধ হইয়া পরিকরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ। সাধন করিতে করিতে যাঁহারা রতি বা প্রেমাঙ্কুর পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জাতরতি সাধক। আর যে সমস্ত সাধক ভক্ত এখন পর্য্যন্ত রতি বা প্রেমাঙ্কুর লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অজাতরতি সাধক। জাতরতি ও অজাতরতি সাধকের যথাবস্থিত-দেহ-ভঙ্গ হয় নাই। **বিধি-রাগ-মার্গে** ইত্যাদি—বিধিমার্গেরও উক্ত-চারি রকম ভক্ত আছেন, রাগমার্গেরও উক্ত-চারি রকম ভক্ত আছেন। তাহা হইলে উভয় মার্গে মোট আট রকম ভক্ত আছেন।

২০৯-১১। "বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ" ইত্যাদি "ষোড়শভেদ প্রচার" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে দেখাইতেছেন—

রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ-বিভেদ। | দুই মার্গে 'আত্মারাম' বত্রিশ-বিভেদ ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ে যে চারি রকম বিধিভক্তের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেক রকমেই আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ভেদে চারি রকমের ভক্ত আছেন।

বিধিভক্তিতে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের মধ্যেঃ—নিত্যসিদ্ধ দাস আছেন (শ্রীহনুমানাদি, শ্রীজয়-বিজয়-আদি); নিত্যসিদ্ধ-সখা আছেন (শ্রীবিভীষণ-সুগ্রীবাদি); নিত্যসিদ্ধ (গুরুবর্গ) পিতামাতাদি আছেন (শ্রীকৌশল্যা-দশরথাদি); এবং নিত্যসিদ্ধ-কান্তাদি আছেন (শ্রীলক্ষ্মী-আদি, শ্রীসীতাদি)।

এইরূপে বিধিভক্তির সাধন-সিদ্ধভক্তদের মধ্যেও দাস্য-সখাদি চারিভাবের অনুগত সিদ্ধভক্ত আছেন; অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ-ভক্তদের মধ্যে, কেহ নিত্যসিদ্ধ দাসগণের আনুগত্যে দাস্যভাবের সাধন, কেহ নিত্যসিদ্ধ সখাদিগের আনুগত্যে সখ্যভাবের সাধন, কেহ নিত্যসিদ্ধ পিতামাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবের সাধন এবং কেহ বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তাদির আনুগত্যে মধুরভাবের সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং সাধনসিদ্ধ ভক্তদের মধ্যেও চারি ভাবের চারি রকম ভক্ত আছেন।

বিধিভক্তির জাতরতি-সাধকদের মধ্যে—কেহ নিত্যসিদ্ধ দাসগণের আনুগত্যে দাস্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ-সখাগণের আনুগত্যে সখ্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ পিতামাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবের এবং কেহবা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তাদের আনুগত্যে মধুর-ভাবের সাধন করিয়া—প্রেমাঙ্কুর-পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও চারি ভাবের চারি রকমের সাধকভক্ত আছেন।

আর অজাতরতি সাধক-ভক্তদের মধ্যে—কেহ নিত্যসিদ্ধ দাসগণের আনুগত্যে দাস্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ সখাগণের আনুগত্যে সখ্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ পিতামাতাদির আনুগত্যে বাৎসল্য-ভাবের এবং কেহবা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তাদের আনুগত্যে মধুর-ভাবের সাধন করিতেছেন—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রেমাঙ্কুর লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও চারি রকমের সাধক আছেন।

এইরূপে বিধিমার্গের ভক্তদের মধ্যে মোট ষোল রকমের ভক্ত হইলেন। ইঁহারাই ষোল রকম আত্মারাম।

২১২। বিধিমার্গে যেমন চারি শ্রেণীতে ষোল রকমের ভক্ত আছেন, রাগমার্গেও চারি শ্রেণীতে দাস্য-সখ্যাদি চারি ভাবের ঠিক ঐ রূপ ষোল রকমের ভক্ত আছেন। এইরূপে রাগমার্গেও ষোল রকমের আত্মারাম। একমাত্র স্বয়ং-ভগবান্-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ভজনেই রাগমার্গ সম্ভব।

দুইমার্গে ইত্যাদি—বিধিমার্গে ষোল রকমের এবং রাগমার্গে ষোল রকমের, এইরূপ মোট বত্রিশ রকমের আত্মারাম হইল।

মূল শ্লোকে "আত্মারাম"-শব্দের স্থলে এই বত্রিশ রকম অর্থ পৃথক্ পৃথক্ বসাইলে শ্লোকটীর বত্রিশ রকম অর্থ পাওয়া যাইবে। **(২১-৫৮)।**

বিধিভক্তি-প্রকরণে (মধ্যের ২২শ পরিচ্ছেদে) বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে নরক-যন্ত্রণাদি হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই বিধিমার্গের ভক্ত। এইরূপে যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ যাঁহাদের এখন পর্য্যন্ত প্রেমাঙ্কুর লাভ হয় নাই, সেই অজাতরতি সাধকগণকে বিধিভক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা জাতরতি, তাঁহাদের চিত্তে শাস্ত্র-শাসনের বা নরক-যন্ত্রণার ভয় না থাকারই কথা। আর যাঁহারা বিধিমার্গে সিদ্ধ হইয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, কোনও রূপ ভয় তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থায় ভজনের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। তথাপি তাঁহাদিগকে বিধিমার্গের ভক্ত বলার হেতু এই যে, শাস্ত্র-শাসনাদির ভয়ই সাধক অবস্থায় তাঁহাদের ভজনের প্রবর্ত্তক ছিল; ভজন-প্রভাবে সেই ভয় অন্তর্হিত হইয়া গেলেও, ভগবানের মহিমাজ্ঞান অন্তর্হিত না হওয়াতেই

'মুনি, নিগ্রন্থ, চ, অপি' চারি শব্দের অর্থ।
যাহাঁ যেই লাগে, তাহাঁ করিয়ে সমর্থ ॥ ২১৩
বত্রিশে ছাব্বিশে মেলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ ২১৪
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার 'আত্মারাম' নাম লইয়ে ॥ ২১৫
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি, রাখি একবার ॥ ২১৬

তথাহি পাণিনিঃ (১।২।৬৪)—
সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গশব্দপ্রকরণে—
"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি। ৮৫ ॥

আটান্ন চ-কারের সব লোপ হয়।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥ ২১৭

তথাহি পাণিনিঃ (১।২।৬৪)—
সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গশব্দপ্রকরণে—
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ
আম্রবৃক্ষাশ্চ—বৃক্ষাঃ ॥৮৬

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব 'আত্মারাম' কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥ ২১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদিগকে বিধিভক্ত বলা হইয়াছে। আর, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে বিধিভক্ত বলার হেতু এই যে, সাধনসিদ্ধ বিধি-ভক্তদের ন্যায় তাঁহাদেরও অনাদিকাল হইতে ভগবন্মহিমার জ্ঞান রহিয়াছে।

নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ বিধি-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হওয়ার হেতু—ভক্তির স্বভাব বা কৃষ্ণকৃপা। আর জাতরতি বা অজাতরতি বিধি-ভক্তদের কৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হওয়ার হেতু—ভক্তিকৃপা, বা কৃষ্ণকৃপা, বা ভক্তের কৃপা।

২১৩। মুনি, নিগ্রন্থ—মুনি, নিগ্রন্থ, অপি ও চ-শব্দের যে সকল অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে—আত্মারাম-শব্দের এই বত্রিশ রকম অর্থের মধ্যে যাহার সঙ্গে যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহা মিলাইয়া অর্থ করিতে হইবে।

২১৪। পূর্ব্বে ছাব্বিশ রকম অর্থ করা হইয়াছে ; আর এই স্থলে বত্রিশ রকম অর্থ হইল। এইরূপে এই পর্য্যন্ত মোট আটান্ন রকমের অর্থ হইল।

আর এক ভেদ ইত্যাদি—এক্ষণে আর এক রকম অর্থ করিতেছেন—নিম্নের কয় পয়ারে।

২১৫। ইতরেতর 'চ' দিয়া ইত্যাদি—চ-দিয়া ইতরেতর সমাস করিয়া (২।২৪।১০০-১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২১৫-১৭। "আটান্নবার আত্মারাম" হইতে "আটান্ন অর্থ কয়" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। আত্মারামাশ্চ ইত্যাদিরূপে আটান্নবার "আত্মারামাশ্চ" শব্দ লইয়া ইতরেতর সমাস করিলে, সাতান্ন "আত্মারামাঃ' এবং আটান্ন "চ"-কার লোপ পাইয়া, সমাসনিষ্পন্ন পদ হইবে মাত্র "আত্মারামাঃ"। এই শেষ "আত্মারামাঃ"-শব্দেই আটান্ন রকমের আত্মারামগণকে (পূর্ব্বের আটান্ন অর্থে আত্মারাম-শব্দের যে আটান্ন রকম অর্থ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই) বুঝাইবে।

শ্লো। ৮৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৫০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২১৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৮৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। অশ্বত্থবৃক্ষাঃ, বটবৃক্ষাঃ, কপিত্থবৃক্ষাঃ, আম্রবৃক্ষাঃ—এই শব্দগুলি ইতরেতর সমাসে আবদ্ধ হইলে সমাস-নিষ্পন্ন পদ হইবে "বৃক্ষাঃ" ; অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি শব্দগুলির লোপ হইবে। ৮৬

পররর্ত্তী-পয়ারোক্ত অর্থের সমর্থনার্থ এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

২১৮। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন "আত্মারামাঃ" শব্দের অর্থ বুঝাইতেছেন।

অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি—এই বনে বৃক্ষ-সমূহ ফল ধারণ করে। এই স্থলে "বৃক্ষাঃ"-শব্দে—যত রকমের ফল ধরিবার উপযোগী বৃক্ষ আছে, সকল বৃক্ষকেই বুঝাইতেছে। তদ্রূপ, উক্ত শ্লোকে "আত্মারামাঃ"-শব্দ দ্বারাও—যত

'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার ॥ ২১৯
'নিগ্রন্থা এব' হঞা 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি অর্থ করিল ব্যাখানে ॥ ২২০

সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়—।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থাশ্চ ভজয় ॥ ২২১
'অপি'-শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারিশব্দ সঙ্গে 'এবে'র করিবে উচ্চার ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রকমের আত্মারাম হইতে পারে, তাহাদের সকলকে বুঝাইতেছে। এই স্থলে "বৃক্ষাঃ"-শব্দ ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ (ব্যাসবাক্য)—অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ, বটবৃক্ষাশ্চ, কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ। সমাসে অশ্বত্থ-বটাদি বৃক্ষের উপজাতি-বাচক শব্দগুলি লুপ্ত হইয়া যায়, 'চ' গুলিও সমস্ত লুপ্ত হইয়া যায় এবং একটী ব্যতীত অপর সমস্ত "বৃক্ষ" শব্দও লুপ্ত হইয়া যায়, থাকে কেবল একটীমাত্র "বৃক্ষ"-শব্দ। তদ্রূপ, দেহারামা আত্মারামাশ্চ, বুদ্ধিরামা আত্মারামাশ্চ, মনোরামা আত্মারামাশ্চ, ব্রহ্মরামা আত্মারামাশ্চ ইত্যাদি আটান্ন রকমের আত্মারামগণ-বাচক-শব্দ ইতরেতর-সমাসে আবদ্ধ হইলে আত্মারাম-জাতির উপজাতি-বাচক দেহরামা-প্রভৃতি শব্দগুলি সমস্ত লুপ্ত হইবে, ব্যাস-বাক্যের আটান্ন 'চ'-কার লুপ্ত হইবে, এবং সাতান্নটী 'আত্মারামাঃ'-শব্দ লুপ্ত হইয়া একটীমাত্র "আত্মারামাঃ"-শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে। এই শেষ "আত্মারামাঃ"-শব্দ দ্বারাই আটান্ন রকম আত্মারামের প্রত্যেককে সমভাবে বুঝাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে বলিতেছেন যে, মূল-শ্লোকের "আত্মারামাঃ"-শব্দটীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইতরেতর-সমাসে সাধন করিলে ঐ এক "আত্মারামাঃ" শব্দেই পূর্ব্বোক্ত আটান্ন-রকমের আত্মারামগণকে বুঝাইবে।

২১৯। মূল-শ্লোকের "চ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **"চ"**-এর অর্থ এস্থলে 'সমুচ্চয়"। অর্থাৎ উক্ত আটান্ন রকমের আত্মারাম-অর্থ পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিয়া শ্লোকের অর্থ করিতে হইবে না (এইরূপ অর্থ করিলে আটান্নটী স্বতন্ত্র অর্থ হইবে); পরন্তু ঐ আটান্ন রকমের আত্মারামগণকে একটী মাত্র শ্রেণীতে গণ্য করিয়া শ্লোকের অর্থ করিতে হইবে। ইহাই সমুচ্চয়ের তাৎপর্য্য। সমুচ্চয়ার্থে 'চ' ধরিলে আটান্ন আত্মারাম মিলাইয়া শ্লোকের একটীমাত্র অর্থ পাওয়া যাইবে।

মুনয়শ্চ—শ্লোকের চ-শব্দ দ্বারা "আত্মারামাঃ" শব্দের সঙ্গে "মুনয়ঃ"-শব্দের যোগ হইতেছে। আটান্ন রকমের আত্মারামগণ এবং মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহাই অর্থ হইবে। ইহা সমুচ্চয়ের ফল।

২২০। নিগ্রন্থা এব হঞা ইত্যাদি—উক্ত অর্থে শ্লোকস্থ "অপি"-শব্দে নির্দ্ধারণ বুঝাইতেছে; নির্দ্ধারণার্থে 'অপি' শব্দের অর্থ—এব (ই); এইরূপে নিগ্রন্থা অপি অর্থ—নিগ্রন্থা এব, নিগ্রন্থ হইয়াই। তাঁহারা যে নিগ্রন্থ, একথা নিশ্চিত; তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

এইরূপে শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে :—

(৫৯) (পূর্ব্বোক্ত আটান্ন রকমের) আত্মারামগণ এবং মুনিগণ নিগ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত ঊনষটি অর্থ পাওয়া গেল। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে আরও এক রকম অর্থ করিতেছেন।

২২১। সর্ব্ব-সমুচ্চয়ে—শ্লোকের 'চ'-শব্দের সমুচ্চয় অর্থ ধরিয়া এবং আত্মারামাঃ, মুনয়ঃ, ও নিগ্রন্থাঃ—এই তিনটী প্রথমান্ত-শব্দকে ঐ-'চ' শব্দ দ্বারা সংযুক্ত করিয়া আর এক অর্থ পাওয়া যায়। অর্থটী এইরূপ হইবে :—

আত্মারামগণ, মুনিগণ এবং নিগ্রন্থগণ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

২২২। "অপি-শব্দ অবধারণে—মূল শ্লোকের "অপি"-শব্দে—অবধারণ, বা নিশ্চয় বুঝাইবে। নিশ্চয়ার্থে "অপি" অর্থ—"এব" (ই)।

সেহো চারিবার—সেই "অপি"-শব্দকে চারি বার গ্রহণ করিতে হইবে। **চারি শব্দ সঙ্গে** ইত্যাদি—উরুক্রমে, ভক্তিম্, অহৈতুকীম্ এবং কুর্ব্বন্তি, এই চারিটী শব্দের প্রত্যেকটীর সঙ্গেই "এব" ("অপি)-শব্দের যোগ করিয়া

তথাহি শ্রীপ্রভুপাদোক্ত-ব্যাখ্যা,—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব ॥ ৮৭

এই ত কহিল শ্লোকের ষাটিসংখ্যা অর্থ।
আর এক অর্থ শুন, প্রমাণে সমর্থ ॥ ২২৩
'আত্মা'-শব্দে কহে—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন ॥ ২২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উচ্চারণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ উরুক্রমে এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব এবং কুর্ব্বন্তিএব—এইরূপ পড়িতে হইবে। এইরূপ পাঠের তাৎপর্য্য হইবে এই যে :—

উরুক্রমে এব—উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি করিবে, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নহে। এব (অপি)-শব্দ এস্থলে ভজনীয় বস্তুটীকে নিশ্চিতরূপে দেখাইয়া দিতেছে।

ভক্তিমেব—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই করিবে, যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবে না। এব (অপি) শব্দ এস্থলে সাধন-পন্থাটীও নিশ্চিত করিয়া দেখাইতেছে।

অহৈতুকীমেব—শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিটী করিবে, তাহা অহৈতুকীই হইবে ; কোনওরূপ ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিবেন না। এব (অপি)-শব্দ এস্থলে শুদ্ধাভক্তিটীকেই নিশ্চিত করিয়া দিতেছে।

কুর্ব্বন্তিএব—কুর্ব্বন্তি-শব্দটী কৃ (করা)-ধাতু হইতে পরস্মৈপদীতে নিষ্পন্ন। 'এব'-শব্দটী কৃ-ধাতু এবং পরস্মৈপদ—এই উভয়েরই নিশ্চয়ার্থ সূচনা করিতেছে। এব-যোগে কৃ ধাতুর অর্থ হইবে এই যে—তাঁহারা ভক্তি করিবেনই, ভক্তি না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। আর এব-যোগে পরস্মৈপদের অর্থ এই যে—এই যে ভক্তিটী করিবেনই, তাহা নিজের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের জন্যই, অন্য কিছুর জন্য নহে। (২।২৪।১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বত্রই যে এই অপি (এব)-শব্দের নিশ্চিতার্থ, তাহা শ্রীহরির গুণের মাহাত্ম্যবাচক। শ্রীকৃষ্ণগুণের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, আত্মারামাদিকে অন্য স্বরূপের উপাসনা ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাইয়া থাকে ; কৃষ্ণগুণের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যোগজ্ঞানাদির প্রতি স্পৃহা ছাড়াইয়া ভক্তির প্রতিই আসক্তি জন্মায়—সেই ভক্তিটীকেও অহৈতুকী এবং কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী করিয়া তুলে। আর শ্রীকৃষ্ণগুণের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যাঁহারা এইগুণে আকৃষ্ট হন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করিয়াই থাকিতে পারেন না।

শ্লো। ৮৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। উরুক্রমেই (ভক্তি করিবে, অন্য কোনও স্বরূপে নহে), ভক্তিই (করিবে, জ্ঞান-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবে না), অহৈতুকী ভক্তিই (করিবে, সহৈতুকী ভক্তি করিবে না), কৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্তই ভক্তি করিবেই (ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবে না—স্বসুখের বাসনাও থাকিবে না)। ৮৭

২২৩। উক্ত অর্থে শ্লোকের **অন্বয়াদি** এইরূপ হইবে :—

আত্মারামাঃ (চ) মুনয়ঃ (চ) নির্গ্রন্থাঃ চ উরুক্রমে অপি (এব); অহৈতুকীমপি (এব) ভক্তিমপি (এব) **কুর্ব্বন্তি** অপি (এব)—হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

অর্থ :—**(৬০)** শ্রীহরির এমনি গুণ যে, কি আত্মারামগণ, কি মুনিগণ, কি নির্গ্রন্থ ব্যক্তিগণ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই অহৈতুকীই ভক্তিই করিয়া থাকেনই।

এই পর্য্যন্ত মোট ষাইট্ রকমের অর্থ হইল। এক্ষণে নিম্নের দুই পয়ারে **আর** এক রকম অর্থ করিতেছেন।

২২৪। আত্মা-শব্দের "জীব" অর্থ ধরিয়া আর এক রকম অর্থ করিতেছেন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৮৮

তথা চ অমরকোষে স্বর্গবর্গে (৭),—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ ॥ ৮৯ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-সঙ্গ পায়।
সভে সব ত্যাজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২২৫

ষাটি অর্থ কহিল— যে কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় সব অর্থের উদাহরণ ॥ ২২৬

একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমার সঙ্গে।
তোমার ভক্তি-বলে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥ ২২৭

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ,—

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আত্মা-শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ জীব; শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ, নিম্নের শ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন। আর আত্মা-শব্দে যে জীবকে বুঝায়, নিম্নের ৮৯ সংখ্যক শ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন। **ব্রহ্মাদি** ইত্যাদি—ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ। সুতরাং সকলেই জীব (আত্মা)। এস্থলে "ব্রহ্মা"-শব্দে জীবকোটি-ব্রহ্মাকেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মাকে নহে।

এইরূপ অর্থে আত্মারাম-শব্দের অর্থও হইল জীবে—আত্মায় (জীবে বা জীব-শক্তিকে) রমণ করে যাহারা, তাহারাই—আত্মারাম। যাহারা জীব-শক্তিতে রমণ করে (সংসারী জীবরূপেই যাহারা থাকিতে চায় এবং অনাদিকাল হইতে নিত্য আছে।) তাহারাই আত্মারাম (জীব)।

শ্লো। ৮৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীব যে ভগবানের শক্তি, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক ২২৪ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৮৯। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। আত্মা-শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, পুরুষ। ৮৯

২২৪ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২২৫। জীব-রূপ আত্মারামগণ নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোনও সৌভাগ্যে কোনও সময়ে কোনও সাধুর কৃপা লাভ করিতে পারে, তবে তখন তাহারা অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই অহৈতুকী ভক্তির সহিত ভজন করিয়া থাকে।

এইভাবে মূল-শ্লোকের **অন্বয়াদি** এইরূপ হইবে :—আত্মারামাঃ (ব্রহ্মাদিকীটান্তজীবাঃ) অপি নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ চ (সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি।

অর্থ **(৬১)**—ঃ ব্রহ্মাদিকীট-পর্য্যন্ত জীবগণও নির্গ্রন্থ ও মুনি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট একষট্টি রকমের অর্থ হইল। প্রত্যেক রকমের অর্থের তাৎপর্য্যই শ্রীকৃষ্ণগুণের আকর্ষণীশক্তির পরাকাষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।

২২৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—সনাতন! তোমার ভক্তির প্রভাবে এবং তোমার সঙ্গের মাহাত্ম্যেই এই একষট্টি রকম অর্থ স্ফুরিত হইল।

একমাত্র ভক্তির কৃপাতেই যে ভাগবতের (শ্রীমদ্‌ভাগবতের কোনও শ্লোকের) অর্থ বুঝিতে পারা যায় এবং ভক্তির কৃপাতেই যে ভাগবতের অর্থ চিত্তে স্ফুরিত হয়—কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রভাবে, কি কেবলমাত্র টীকাদির সাহায্যে যে ভাগবতীর শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, তাহার প্রমাণ নিম্নের শ্লোক।

শ্লো। ৯০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। ভাগবতের অর্থ কেবল ভক্তি দ্বারাই গ্রহণীয় (বোধগম্য হইতে পারে), বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা ইহার অর্থ বোধগম্য হয় না। ৯০

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
মহাপ্রভুরে স্তুতি করে চরণে ধরিয়া—॥ ২২৮
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদপ্রবর্ত্তন ॥ ২২৯
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনু অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥ ২৩০
প্রভু কহে—কেনে কর আমার স্তবন ?
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ ?২৩১
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥ ২৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৯। **তোমার নিশ্বাসে** ইত্যাদি—শ্রুতিও বলেন, ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি। 'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদঃ" ইত্যাদি। বেদান্তসূত্রের ১।১।৩ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের টীকা-ধৃত শ্রুতি।

২৩০। শ্রীপাদসনাতন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বলিলেনঃ—তুমি স্বয়ং ভগবান্, তোমার নিশ্বাস হইতেই বেদের উদ্ভব ; বেদের বক্তা তুমি, সুতরাং বেদার্থরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বক্তাও তুমি ; তাই তুমিই শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের সর্ব্বপ্রকার অর্থ জান—অন্যের পক্ষে তোমার কৃপাব্যতীত তাহা জানা সম্ভব নহে। সুতরাং তুমি যে আত্মারাম শ্লোকের বহুবিধ অর্থ করিলে, তোমার পক্ষে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

২৩১। **ভাগবতের স্বরূপ**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের তত্ত্ব।

পরবর্ত্তী পয়ারে ভাগবতের তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

২৩২। **কৃষ্ণতুল্য ভাগবত**—শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু এবং সর্ব্বাশ্রয়, শ্রীমদ্‌ভাগবতও তদ্রূপ বিভু এবং সর্ব্বাশ্রয়। এজন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের—এমন কি প্রত্যেক অক্ষরের—বহুবিধ অর্থ হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য, সত্য, আনন্দময় ও চিন্ময়, শ্রীমদ্‌ভাগবতও তেমনি নিত্য, সত্য, আনন্দময় ও চিন্ময়। বিভু-অর্থ বৃহদ্বস্তু, ব্যাপকবস্তু ; যাহা সর্ব্বব্যাপক, তাহাই বিভু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বব্যাপক, শ্রীমদ্‌ভাগবতও তেমনি সর্ব্বব্যাপক (বিভু) অর্থাৎ অনন্ত কোটী প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি—সর্ব্বত্রই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রভাব বিরাজিত (সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথার সমাদর বলিয়া সর্ব্বত্রই ঐ লীলা-কথাপূর্ণ শ্রীমদভাগবতের সমাদর আছে)। আর শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব, তাঁহার লীলাগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতও সকলের আশ্রয়-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপাদি যেমন তাঁহারই অন্তর্ভূত, তেমনি তাঁহাদের লীলাদিও শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিরই অন্তর্ভূত ; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই যখন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ স্ব-স্ব-লীলাদি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের এবং তাঁহাদের লীলার আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতই। আবার জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য যে সমস্ত সাধন-পন্থা আছে, তাহারা স্ব স্ব ফল প্রদান করিতেও যখন শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণাদিরূপ ভক্তির অপেক্ষা রাখে, তখন সেই সমস্ত সাধন-পন্থার আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতই। আবার, জীব-স্বরূপে ব্রহ্মাদিকীট-পর্য্যন্ত সকলেরই অবলম্বনীয় এবং উপজীব্য বস্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন তাঁহাদের সকলের আশ্রয়ও শ্রীমদ্‌ভাগবতই—শ্রীমদ্-ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মায়াবদ্ধ জীবের স্ব-স্বরূপ জাগ্রত হইতে পারে এবং স্বরূপানুবন্ধী কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত হইতে পারে। আবার, যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ, কিম্বা নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ পরিকর—শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহাদেরও উপজীব্য ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ-শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহাদেরও আশ্রয়, বা অবলম্বন-স্বরূপ।

নিম্নের ৯২।৯৭ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ায় পরে সমস্ত-ধর্ম্মই শ্রীমদ্-ভাগবতকে আশ্রয় করিয়াছ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপে জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। এজন্যও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীকৃষ্ণতুল্য

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ ২৩৩

তথাহি শৌনকপ্রশ্নঃ (ভাঃ ১।১।২৩)—
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥ ৯১

তথাহি সূতোত্তরম্ (১।৩।৪৫)—
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ৯২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুনঃ প্রশ্নান্তরং ব্রূহীতি। ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে স্বাং কাষ্ঠাং মর্য্যাদাং স্বরূপমিত্যর্থঃ। অস্য চোত্তরম্—কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ইত্যাদি শ্লোকঃ॥ স্বামী॥ ৯১

তদিদং পুরাণং ন তু শাস্ত্রান্তরতুল্যং কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেত্যাহ কৃষ্ণ ইতি। স্বস্য কৃষ্ণরূপস্য ধাম নিত্যলীলাস্থানমুপগতে সতি শ্রীকৃষ্ণে। তত্র চ ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রেতি নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিতি চানুস্মৃত্য পরমপ্রকৃষ্টতয়াঽবগতৈঃ ভগবদ্ধর্ম্ম-ভগবজ্জ্ঞানাদিভিরপি সহ স্বধামোপগতে সতি কলৌ নষ্টদৃশাং তাদৃশ-ধর্ম্মজ্ঞানবিবেকরহিতানাং কৃতে তদিদং পুরাণমেবার্কঃ। ন তু শাস্ত্রান্তরবদ্দীপস্থানীয়ং যৎ তথাবিধোঽয়ং পুরাণার্ক উদিতঃ। তাদৃশধর্ম্মজ্ঞানপ্রকাশনাত্তৎপ্রতিনিধিরূপেণাবির্বভূব। অর্কবত্তৎ-প্রেরিততয়ৈবেতি ভাবঃ॥ শ্রীজীব॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাহা শৌনকাদি-ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত-মহাশয় বলিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তরে—প্রশ্নে এবং উত্তরে। শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রীসূত-মহাশয় উত্তর দিয়াছেন।

শ্লো। ৯১। অন্বয়। যোগেশ্বরে (যোগেশ্বর) ব্রহ্মণ্যে (ব্রহ্মণ্যদেব) ধর্ম্মবর্ম্মণি (ধর্ম্মরক্ষক) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) স্বাং (স্বীয়) কাষ্ঠাং (মর্য্যাদা—নিত্যধাম) উপেতে (উপগত হইলে—চলিয়া গেলে) অধুনা (এক্ষণে) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) কং শরণং গতঃ (কাহার শরণাগত হইল)—ব্রূহি (বল)।

অনুবাদ। শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত! যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব এবং ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইল, তাহা বল। ৯১

ধর্ম্মবর্ম্মণি—ধর্ম্মের সম্বন্ধে বর্ম্ম (কবচ) তুল্য—ধর্ম্মবর্ম্ম; তাহার সপ্তমীতে ধর্ম্মধর্ম্মণি। লৌহময় অঙ্গাবরণকে বর্ম্ম বা কবচ বলে; দেহ বর্ম্মাবৃত থাকিলে দেহে কোনওরূপ আঘাত লাগিতে পারে না, সর্ব্ববিধ আঘাত হইতে দেহ রক্ষা পায়। বর্ম্ম যেভাবে বাহিরের আঘাতাদি হইতে দেহকে রক্ষা করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে সর্ব্বদা ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মবর্ম্ম—ধর্ম্মরক্ষক—বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকটকালে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন, ধর্ম্ম তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিত; তিনি প্রকট-লীলা অন্তর্ধান করিয়া অপ্রকটে গমন করিলে কে ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন—ইহাই শ্রীসূতের নিকটে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন ছিল।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত নিম্নশ্লোকোক্ত উত্তর দিয়াছেন।

শ্লো। ৯২। অন্বয়। ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ (ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদি সহ) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) স্বধাম (স্বীয় নিত্যলীলাস্থানে) উপগতে (গমন করিলে) কলৌ (কলিযুগে) নষ্টদৃশাং (অজ্ঞানান্ধকারপ্রভাবে বিনষ্টদৃষ্টি—ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য—জীবের পক্ষে) এষঃ (এই) পুরাণার্কঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণরূপ সূর্য্য) অধুনা (এক্ষণে) উদিতঃ (উদিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। শৌনকাদি ঋষির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত বলিলেনঃ—ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদিসহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাস্থানে উপগত হইলে, কলিযুগে—ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকশূন্য জীবের নিমিত্ত এই (শ্রীমদ্ভাগবতরূপ) পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ৯২

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
'বাতুলের প্রলাপ' করি—কে করে প্রমাণ ? ॥২৩৪
আমা-হেন যেবা কেহো বাতুল হয়।
এইদৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥ ২৩৫
পুন সনাতন কহে জুড়ি দুই করে—।
প্রভু ! আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে ॥২৩৬
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানোঁ আচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ? ॥ ২৩৭
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ২৩৮
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ, সে-ই সিদ্ধ হয় ॥ ২৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ—ধর্ম্ম (কৈতব-রহিত বা অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভগবদ্ধর্ম্ম) ও জ্ঞানাদির সহিত (ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদির সহিত) শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি নানা উপায়ে শিক্ষা দিতেন—যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতোক্ত ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বাদির উপদেশ করিয়াছেন। তিনি অপ্রকট হইলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ঐরূপে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির উপদেশও অসম্ভব হইয়া গেল বলিয়াই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যেন ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিতই নিত্যধামে চলিয়া গেলেন—তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধীয় উপদেশও যেন অন্তর্হিত হইল। যাহা হউক, তাঁহার অন্তর্ধানে কে তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি চলিয়া গেলে জগৎ যেন অজ্ঞান-রূপ-অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল; গাঢ়-অন্ধকারে লোক যেমন কিছুই দেখিতে পায় না—কেবল অন্ধের (নষ্টদৃষ্টি লোকের) ন্যায়ই বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া জীবও ধর্ম্মসম্বন্ধে, কি ভগবত্তত্ত্বাদিসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ আবির্ভূত হইয়া জীবের সে সমস্ত অভাব দূরীভূত করিয়াছে—সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের আবির্ভাবে জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, শ্রীভাগবতের কৃপায় জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত জানিতে পারে, ভগবত্তত্ত্বাদি জানিতে পারে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে ধর্ম্মরক্ষা করিতেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতও সেইভাবেই ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীকৃষ্ণতুল্য—ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিতুল্য।

"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত"—এই ২৩২-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩৪। এইত—এই পরিচ্ছেদের প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত পয়ার-সমূহে। **এক শ্লোকের**—আত্মারাম-শ্লোকের। **বাতুলের**—পাগলের। **কে করে প্রমাণ**—আমার কৃত এই সকল ব্যাখ্যাকে কেইবা প্রামাণ্য বা মূল্যবান্ মনে করিবে ? অর্থাৎ কেহই তাহা মনে করিবে না।

২৩৫। আমাহেন—আমারই মতন। **বাতুল**—পাগল; এস্থলে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। **এই দৃষ্টে**—এইরূপে; পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া।

২৩৬। ২।২৩।৫৫-পয়ারে বৈষ্ণব-স্মৃতি লিখিবার নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ-সনাতনকে আদেশ করিয়াছেন; এস্থলে শ্রীপাদ সনাতন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

২৩৭। "আমি নিজে নীচজাতি বলিয়া আমার নিজেরই আচারের জ্ঞান নাই, আমি আচারের পালনও করি না; এইরূপ অবস্থায় আমাদ্বারা কিরূপে বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচার সম্ভব হইতে পারে ?"

দৈন্যবশতঃই শ্রীপাদ সনাতন নিজেকে নীচজাতি বলিয়া প্রকাশ করিলেন; বস্তুতঃ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম।

২৩৮-৩৯। সূত্র করি—বৈষ্ণব-স্মৃতিতে আমি কি কি বিষয় আলোচনা করিব, তাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে জানাইয়া। **দিশা**—দিক্; বর্ণনীয় বিষয়ের দিগ্‌দর্শন। **আপনে করহ** ইত্যাদি—প্রভু, তুমি নিজে

প্রভু কহে—যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই-সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ২৪০
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্ দরশন—।
সর্ব্ব কারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ২৪১
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্, সব-মন্ত্রবিচারণ ॥ ২৪২
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্রসিদ্ধাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ ২৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যদি এই অযোগ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, কি কি লিখিব তাহা স্ফুরিত করাও, তাহা হইলেই তোমার কৃপায় স্মৃতি-শাস্ত্র লিখিতে পারি।

২৪০-৪১। তথাপি ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, যখন যাহা করিতে তুমি ইচ্ছা করিবে, তখনই কৃষ্ণ তোমার চিত্তে তদ্বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-আদি স্ফুরিত করিবেন। তথাপি, সূত্ররূপে অতি সংক্ষেপে বৈষ্ণব-স্মৃতিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।

এ স্থলে প্রভু কেবল আলোচ্য-বিষয়গুলির উল্লেখ-মাত্র করিয়াছেন। ইহাকে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের সূচীও বলা যায়। এ সব বিষয়ের বিশেষ বিরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব কারণ ইত্যাদি—সর্ব্বাগ্রে গুরু-পাদাশ্রয়ের কথা বলিতেছি; যেহেতু, গুরু-পাদাশ্রয়ই সর্ব্ব-কারণ অর্থাৎ সমস্ত ভজন-সাধনের মূল। গুরু-পাদাশ্রয় গ্রহণ না করিলে ভজনের আরম্ভই হইতে পারে না।

২৪২। গুরু-লক্ষণ—কিরূপ লোককে দীক্ষা-গুরু করা উচিত, তাহার বিবরণ। শাস্ত্রজ্ঞ, আচারবান্, স্নেহশীল, নির্ম্মল-চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাযুক্ত, ভজন-বিজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণানুভবসম্পন্ন, নির্লোভ, সংসারে অনাসক্ত।

শিষ্য-লক্ষণ—বিনীত, সত্যবাদী, সংযত, সচ্চরিত্র, দেব-গুরু-আদিতে শ্রদ্ধাবান্, এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই শিষ্য হওয়ার যোগ্য।

দোঁহার পরীক্ষণ—গুরু-কর্তৃক শিষ্যের এবং শিষ্য-কর্তৃক গুরুর পরীক্ষা। শাস্ত্রানুসারে দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু-শিষ্য এক বৎসরকাল একত্রে বাস করিবেন। এই এক বৎসর মধ্যে পরস্পর-পরস্পরকে পরীক্ষা করিবেন। গুরু দেখিবেন—দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বের যোগ্য কি না। শিষ্য দেখিবেন—গুরুর প্রতি সকল সময়ে সকল বিষয়ে তিনি অটল শ্রদ্ধা রাখিতে পারিবেন কি না, তাঁহার আদেশ অকুণ্ঠিত-চিত্তে শিরোধার্য্য করিতে পারিবেন কি না।

সেব্য ভগবান্—আগমাদি কোনও কোনও শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তাহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বিচারদ্বারা স্থাপন করিবার জন্য প্রভু আদেশ দিলেন।

মন্ত্র-বিচারণ—মন্ত্রসম্বন্ধে বিচার; কোন্ মন্ত্রের কি মাহাত্ম্য, তৎসম্বন্ধে বিচার।

২৪৩। মন্ত্র-অধিকারী—কিরূপ ব্যক্তি কোন্ মন্ত্রগ্রহণের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য সকলেই মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী—এস্থলে জাতি-বিচার নাই। যেহেতু, জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজন কর্ত্তব্য; কিন্তু মন্ত্র ব্যতীত ভজন হইতে পারে না। সুতরাং জীবমাত্রেরই মন্ত্রগ্রহণে স্বরূপতঃ অধিকার আছে। দেহের সঙ্গেই জাতি এবং কুলের সম্বন্ধ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সঙ্গে আত্মারই (জীব-স্বরূপেরই) সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ নাই। এজন্যই শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার। ৩।৪।৬৩॥"

মন্ত্র-গ্রহণে জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ অধিকার থাকিলেও, সবলে সকল মন্ত্র-গ্রহণের যোগ্য নহে।

মন্ত্র-সিদ্ধাদিশোধন—মন্ত্রের সিদ্ধসাধ্যাদিশোধন। আদি-পদে স্বকুল-পরকুলাদি বিচার। সিদ্ধ-সাধ্যাদি-মন্ত্র-দানে গুরুদেব—কুল, পরকুল, বালত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, নপুংসকত্ব, রাশি-নক্ষত্র-মেলন, সুপ্ত-প্রবোধনকাল ও ঋণ-ধনাদি, বিচার করিয়া মন্ত্র দান করিবেন। রেখা টানিয়া ষোলটি ঘর করিয়া তাহাতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর, শিষ্যের জন্মনক্ষত্র ও জন্মরাশি-বিহিত নামের আদ্যক্ষরাদি যথানিয়মে বসাইয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় গণনা করিলে সিদ্ধ-

দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদিবন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ ॥ ২৪৪

গোপীচন্দন-মাল্যধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ ২৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধ্যাদিভেদে, শিষ্যের পক্ষে মন্ত্রের ফলদায়কত্ব অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের ফল শিষ্যের পক্ষে কিরূপ হইবে, এইরূপ হিসাবে বিশ রকম ভেদ হয়।

অন্যান্য মন্ত্রসম্বন্ধে অধিকারি-বিচার আছে, মন্ত্রের সিদ্ধসাধ্যাদি শোধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্রীগোপাল-(শ্রীকৃষ্ণ)-মন্ত্রে অধিকারি-বিচারেরও প্রয়োজন নাই, সিদ্ধসাধ্যাদি শোধনেরও প্রয়োজন নাই। বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথমবিলাসে দ্রষ্টব্য।

প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য—প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃকালের স্মরণীয় স্তোত্রাদি।

শৌচ—মল-মূত্রাদি ত্যাগের পরে জল ও মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। শিশ্নে একবার, গুহ্যে তিনবার (কোন কোন মতে পাঁচবার), বামকরে দশবার, দুই হাতে সাতবার এবং দুই পায়ে তিনবার (মতান্তরে একবার; কোনও কোনও মতে, পাদ-শৌচের পরে পুনর্ব্বার দুই হাতে তিনবার) জল ও মৃত্তিকা দিয়া ধৌত করার বিধি আছে। তাৎপর্য্য—যাবৎ গন্ধ-লেপ দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই শৌচ করিবে। কেবল মূত্র-ত্যাগের পরে দক্ষ-স্মৃতির মতে শৌচ-বিধি এইরূপ:—শিশ্নে একবার, বামকরে তিনবার এবং দুই হাতে দুইবার মৃত্তিকা দিবে এবং পাদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আচমনপূর্ব্বক শ্রীহরি-স্মরণ করিবে।

আচমন—বৈষ্ণবকে চব্বিশ-অঙ্গ-আচমন করিতে হয়। কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ বলিয়া তিনবার মুখে আচমন করিবে। গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্ত, এবং বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া বামহস্ত ধুইবে; মধুসূদনায় নমঃ বলিয়া উপরের ওষ্ঠ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া নীচের ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। বামনায় নমঃ বলিয়া উপরের এবং শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া নীচের ওষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠমূলে আবার উন্মার্জ্জন করিবে। হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া দুই হাত ধুইবে। পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া দুই পা ধুইবে (মনে মনে)। দামোদরায় নমঃ বলিয়া মাথায় জল নিক্ষেপ করিবে। বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা, ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ-নাসাপুট এবং প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনীদ্বারা বাম-নাসাপুট স্পর্শ করিবে। অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ-নেত্র এবং পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া মধ্যমাদ্বারা বাম নেত্র স্পর্শ করিবে। অধোক্ষজায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ-কর্ণ এবং নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া অনামিকা দ্বারা বামকর্ণ স্পর্শ করিবে। অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি নাভিদেশে স্পর্শ করাইবে। জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া করতলদ্বারা বক্ষঃ স্পর্শ করিবে। উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। হরয়ে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহু এবং কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া বাম বাহু সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্পর্শ করিবে। যথাক্রমে এইরূপে আচমন করিতে হয়।

২৪৪। **ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদিধারণ**—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক ও চক্রাদি চিহ্নধারণ। **দন্তধাবন**—দাঁত মাজা।

২৪৫। **গোপীচন্দন-মাল্য-ধৃতি**—গোপীচন্দনের তিলক ও তুলসী-কাষ্ঠের মাল্য-ধারণ। **তুলসী আহরণ**—শ্রীবিগ্রহাদির পূজার নিমিত্ত তুলসী চয়ন। শ্রীতুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক ভক্তিভরে তুলসীর চরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া একটি একটি করিয়া পত্র চয়ন করিবে। এমন ভাবে পত্র চয়ন করিবে, যেন তুলসীগাছে কোনওরূপ আঘাত না লাগে, বা গাছ বেশী না নড়ে। নখদ্বারা পত্র ছেদন করিবে না; তুলসীর ডালও ভাঙ্গিবে না। দ্বাদশী-তিথিতে তুলসী চয়ন করিবে না। পূর্ব্বের দিন চয়ন করিয়া রাখিবে। বিশেষ ঠেকা হইলে গাছের তলায় ঝরা তুলসীপত্র দিয়াই কাজ চালাইবে। তুলসী-চয়নের মন্ত্র:—"তুলস্যমৃত-নামাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া। কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥ ত্বদ্গাত্রসম্ভবপত্রৈর্যথা পূজয়ামি হরিম্। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥" **বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার**—শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-সংস্কার।

পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ-উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজন শয়ন॥২৪৬
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, শালগ্রামের লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রে-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥ ২৪৭
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ-খণ্ডন ॥ ২৪৮
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প ধূপাদিলক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ ২৪৯
পুরশ্চরণবিধি, কৃষ্ণপ্রসাদভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জ্জন ॥ ২৫০
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন ॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ ২৫১
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদিবিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥ ২৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পীঠ (আসন)-সংস্কার এবং গৃহ (শ্রীমন্দির)-সংস্কার। **কৃষ্ণ-প্রবোধন**—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করা।

২৪৬। পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। **ষোড়শোপচার**—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন। **পঞ্চাশৎ-উপচার**—শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১১শ বিলাস দ্রষ্টব্য। **পঞ্চকাল পূজা**—অতিপ্রত্যূষে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার বিধি আছে।

২৪৭। "শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ" হইতে আট পয়ারে উল্লিখিত বিষয়-সমূহের বিশেষ-বিবরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ—নারায়ণ-গোপালাদি-শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে কোন্ মূর্ত্তির কি কি লক্ষণ। **শালগ্রাম লক্ষণ**—কিরূপ শালগ্রামে ভগবানের কোন্ স্বরূপকে বুঝায়। **কৃষ্ণক্ষেত্র যাত্রা**—কৃষ্ণ-ক্ষেত্র-অর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। শ্রীবৃন্দাবনাদি শ্রীভগবদ্ধামে গমনাদি।

২৪৮। নাম মহিমা—শ্রীহরিনামের মহিমা।

নামাপরাধ—দশটী নামাপরাধের বিবরণ ২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব-লক্ষণ—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে, বৈষ্ণবের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে,—যিনি একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। "প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণ-নাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ ২।১৪।১০৭॥" শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বৈষ্ণবের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে:—যিনি যথাবিধানে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত, যিনি বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ, যিনি মহাবিপদে পতিত হইয়াও, কিম্বা বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াও শ্রীএকাদশীব্রত ত্যাগ করেন না, যিনি সর্ব্বভূতে সমচিত্ত, স্ব-সম্প্রদায়োচিত সদাচার-পরায়ণ এবং যিনি স্বধর্ম্মাদি সমস্ত শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। শ্রীশ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসের ১২শ বি ১৩২—১৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সেবা-অপরাধ খণ্ডন—২।২২।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৯। শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্পাদির লক্ষণ হরিভক্তি-বিলাসের ৫ম-৮ম বিলাসে দ্রষ্টব্য। **জপ-স্তুতি-পরিক্রমা**—২।২২।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দণ্ডবৎ বন্দন**—২।২২।৬৭-৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫০। পুরশ্চরণ—২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫২। দিনকৃত্য—বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্ম। প্রত্যেক দিন নিশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়ে কোন্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা। **পক্ষকৃত্য**—পনর দিনে এক পক্ষ; মাসে দুই পক্ষ। প্রত্যেক পক্ষে বৈষ্ণবের যে যে বিশেষ অনুষ্ঠানপালন করিতে হয়, তাহাই তাঁহার পক্ষকৃত্য। শ্রীহরি-বাসর ব্রত একটি পক্ষকৃত্য। **একাদশ্যাদি**

একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী। শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ॥ ২৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বিবরণ—শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রতের বিবরণ। এই সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রত যে নিত্য, প্রত্যেকেরই করণীয়, না করিলে কি প্রত্যবায়, কিরূপে ব্রতদিন নির্ণয় করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করিবার নিমিত্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রভু আদেশ করিলেন। **মাসকৃত্য**—কোন্ মাসে কি অনুষ্ঠান বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, তাহা। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৪।১৫।১৬ বিলাস দ্রষ্টব্য। **জন্মাষ্টম্যাদি-বিবরণ**—জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার। এস্থলে আদি-শব্দে শ্রীরাম-নবমী, বামন-চতুর্দ্দশী, গোবিন্দ-দ্বাদশী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি সূচিত হইতেছে।

২৫৩। একাদশী—শ্রীএকাদশী ব্রত। পরবর্ত্তী পয়ারের অর্থে এই ব্রত-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। **একাদশী-ব্রত অবশ্য পালনীয়**। এই ব্রতটী সকলেরই পালনীয়। কেবল বৈষ্ণবের নহে—হিন্দু মাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—স্ত্রীলোক ও পুরুষ, স্ত্রীলোকের মধ্যে সধবা ও বিধবা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আশ্রমীরই এই ব্রতটী কর্ত্তব্য। দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।৬॥—হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোক—ইঁহাদের যে কেহই হউক না কেন, সকলেরই শ্রীএকাদশীব্রত কর্ত্তব্য; কারণ, ইহা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর এবং এই ব্রত পালন করিলে মায়া-বন্ধনাদি হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।" "ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি ॥ শ্রীশ্রী, হ, ভ, বি, ১২।১৫ ॥—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা যতি যে কেহই হউক না কেন, হরিবাসরে আহার করিলে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য পাপ হয়।" "বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে। তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে। শ্রীহ, ভ, বি, ১২।১৮॥ বিধবা হইয়া একাদশীতে আহার করিলে, তাহার সমস্ত সুকৃত বিনাশ পায় এবং দিন দিন তাহাকে ভ্রূণ-হত্যা (প্রাণিহত্যা) পাপে লিপ্ত হইতে হয়।" "সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ হ, ভ, বি, ১২।১৯।—ভক্তি সহকারে স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণসহ উভয়-পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করিবে।" এই শ্লোকে স্পষ্টতঃই এবং প্রথমে উদ্ধৃত ১২।৬ শ্লোকে "যোষিতাং" শব্দ দ্বারাও—সধবার একাদশী-ব্রতের কথা বলা হইল। আটবৎসর হইতে আশীবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই শ্রীএকাদশীব্রত পালনীয়। "অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতি বৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ হ, ভ, বি, ১২।৩১ ॥" **অকরণে প্রত্যবায়**—ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাতক শ্রীহরিবাসর-দিনে অন্নকে আশ্রয় করে; সুতরাং ঐ দিনে অন্ন-ভক্ষণ করিলে পাপ ভক্ষণ করাই হয়। একাদশীতে অন্ন-ভোজন করিলে পিতৃগণ-সহ নরকগামী হইতে হয়। "যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে ॥ হ, ভ, বি,। ১২।১২ ॥" "এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি। একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥ হ, ভ, বি, ১২।১৬ ॥" নিজের খাওয়া তো দূরের কথা, একাদশী-দিনে যে অপরকে অন্ন গ্রহণ করিবার জন্য বলে, তাহারও প্রত্যবায় আছে। "ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। গোব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ। মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ ॥ হ, ভ, বি, ১২।১৭ ॥"

শ্রীহরিবাসরের নিত্যতা। একাদশী-ব্রতের নিত্যতার চারিটি কারণ—শ্রীভগবান্ হরির সন্তোষ-বিধান, শাস্ত্রোক্ত বিধিপ্রাপ্তি, আহারের নিষিদ্ধতা এবং ব্রতের লঙ্ঘনে অনিষ্টের উৎপত্তি। "তচ্চকৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা। ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ হ, ভ, বি, ১২।৪ ॥" এই চারিটি হেতু বশতঃই একাদশীব্রত অবশ্য-করণীয়। এই চারিটী হেতুর বিচার করিলে মুখ্য হেতু মাত্র একটী পাওয়া যায়—হরির সন্তোষ-বিধান। এই হেতুটীই অঙ্গী, অন্য তিনটী হেতু ইহার অঙ্গ বিশেষ। এই ব্রতটির পালনে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হন বলিয়াই শাস্ত্রে ইহার বিধান, তজ্জন্যই একাদশী-দিনে আহার-নিষেধ এবং তজ্জন্যই ব্রত-লঙ্ঘনে অনিষ্টের কথা। শ্রীহরির প্রীতিতেই জীবের মঙ্গল, আর তাঁহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রীতি যে কার্য্যে নাই, তাহাতেই জীবের অমঙ্গল। ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে এই ব্রতটী কেবল বিধিমার্গ নহে—ইহা রাগমার্গেও বটে। রাগমার্গের সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্যই শ্রীহরির প্রীতিবিধান করা। আর হরিবাসর-ব্রতের উদ্দেশ্যও হইল শ্রীহরির প্রীতি-বিধান। সুতরাং রাগমার্গের সাধকের পক্ষে ইহা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না—বরং অবশ্যপালনীয়ই। শ্রীহরির নিকটে থাকিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করাই রাগমার্গের সাধকের উদ্দেশ্য; কিন্তু একাদশীতে যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে শ্রীহরির ধামপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে হয়। "একাদশ্যাস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতোভবেৎ॥ হ, ভ, বি, ১২।১৩॥" যিনি রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজেও একাদশীব্রত করিতেন, তাঁহার পরিকববর্গ সকলেই এই ব্রত করিতেন। প্রভু স্বয়ং শচীমাতাকে পর্য্যন্ত একাদশী ব্রত করিতে অনুরোধ করেন। শচীমাতাও সেই হইতে এই ব্রত পালন করিতেন। "প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা। শচী বোলেন—না খাইব ভালই কহিলা॥ সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥ ১।১৫। -৮॥"

শ্রীএকাদশী একটী ব্রত; যতক্ষণ একাদশী তিথি বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণমাত্র উপবাসী থাকিলেই যে এই ব্রত পালন করা হয়, তাহা নহে; যে সময়ে উপবাস করিলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রত পালন হয়, সেই সময়েই উপবাস করিতে হয়। পরবর্ত্তী আলোচনায় শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইবে। এই ব্রতে প্রায়শঃই দ্বাদশীর যোগ থাকে; কোনও কোনও সময় এমনও হইতে পারে যে, কেবল দ্বাদশী তিথিতেই উপবাস করিতে হয়; তাহাতে ব্রত ভঙ্গ হয় না; কারণ, একাদশী এবং দ্বাদশী এই উভয় তিথিই অন্যান্য সমস্ত তিথির মধ্যে শ্রীহরির প্রিয়তমা তিথি। "নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ। একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা নৃণাম্॥ হ, ভ, বি, ১২।১॥" উভয় তিথিই জীবের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। এই তিথি দুইটী শ্রীহরির প্রিয়তমা বলিয়া উপবাসযোগ্যা একাদশীর (বা দ্বাদশীযুক্ত একাদশীর, কি কেবল দ্বাদশীরও) একটি নাম হরিবাসর (হ, ভ, বি, ১২।১২)—ইহা শ্রীহরিরই দিন: সুতরাং শ্রীহরিসম্বন্ধীয় কার্য্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই এই দিনটি নিয়োজিত করা সঙ্গত। "ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজা-মহোৎসবম্। হরে র্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাত্তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ॥ হ, ভ, বি, ১২।২॥ —কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব নিত্যই (বৈষ্ণবের) কর্ত্তব্য; উভয় পক্ষের হরিবাসরে বিশেষরূপেই কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব—শ্রীকৃষ্ণের পূজা, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি—কর্ত্তব্য।" সুতরাং হরিবাসর-ব্রত পালনে আহার-ত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানও অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বিশেষরূপে অবশ্য কর্ত্তব্য। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় "কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্"—শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণপূজৈব মহোৎসবস্তম্—কৃষ্ণপূজাই মহোৎসব।" উৎসব-শব্দে আনন্দপ্রদ ব্যাপারকেই বুঝায়; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা বড় মহোৎসব আর কি হইতে পারে?

অনুকল্প। যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত—সুতরাং নিরম্বু-উপবাসে অক্ষম, তাঁহারা ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অনুকল্প করিতে পারেন।

যদি কেহ বলেন, "সাধারণ অন্নে পাপ আশ্রয় করে বটে; কিন্তু মহাপ্রসাদে তো পাপ আশ্রয় করে না; সুতরাং একাদশী-দিনে মহাপ্রসাদ-ভোজনে দোষ কি?" এই উক্তি সঙ্গত নহে; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই একাদশীব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

"অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎসমাচরেৎ। সর্ব্বপাপাপহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্॥ হ, ভ, বি, ১২।৩॥" আর বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি—সুতরাং ইহা বৈষ্ণবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই ব্রতটী বৈষ্ণবদেরই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্॥ হ, ভ, বি, ১২।৫॥

পাপ ভক্ষণ হইল, কি তাহা না হইল—ইহা চিন্তা করিতে গেলে নিজের কথাই ভাবা হয়, নিজের মঙ্গল বা অমঙ্গলের—সুতরাং নিজের সুখ-দুঃখের—কথাই ভাবা হইল। কিন্তু ইহা তো বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে—বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য একাদশী-দিনে মহাপ্রসাদ ভোজন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ত্যাগ করিবে। ইহাতে মহাপ্রসাদের অবজ্ঞা করা হইবে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক ব্রতরক্ষার জন্য যাহা করা যায়, তাহাতে অপর ভক্তি-অঙ্গের অবজ্ঞা হইতে পারে না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামী নানা উপচারে গোবর্দ্ধনে গোপালের ভোগ লাগাইলেন; কিন্তু তিনি রাত্রিতে অল্প একটু দুগ্ধমাত্র পান করিলেন, অপর কোনও প্রসাদই গ্রহণ করিলেন না; কারণ তাঁহার ব্রত ছিল—অযাচিত ভাবে পাইলে একটু দুগ্ধমাত্র পান করিতেন—অপর কিছু গ্রহণ করিতেন না। মহাপ্রসাদের অবজ্ঞাজনিত তাহার কোনও পাপ হইয়াছিল বলিয়া শাস্ত্র বলেন না। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা হয় নিজের জন্য—নিজের দেহরক্ষা এবং নিজের ভক্তিপুষ্টির জন্য। কিন্তু শ্রীএকাদশী-ব্রত করা হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য। এই দু'য়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই বৈষ্ণবের মুখ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। হরিবাসরে আহার-পরিত্যাগ-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব। তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।—মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য জিনিষ ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিত্যই নিষিদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবের নিরাহারত্ব বলিলে মহাপ্রসাদান্নত্যাগই বুঝায়। ভক্তিসন্দর্ভ। ২৯৯॥" ইহা হইতেই জানা যায়—একাদশী ব্রতদিনে বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদান্নও পরিত্যাজ্য।

ভক্তমাল-গ্রন্থের হরিবংশ-ভক্তের কথাও এস্থলে বিবেচ্য। তিনি অন্তশ্চিন্তিত-দেহে শ্রীমতীর কুণ্ডল অন্বেষণ করিয়া দেওয়ায় শ্রীমতী অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল দান করেন। ভাগ্যক্রমে ঐ তাম্বূল তাঁহার যথাবস্থিত-দেহের হস্তে প্রকট হইল; তাঁহারও তখন অন্তর্দ্দশা ভঙ্গ হইল। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি আনন্দের আতিশয্যে উক্ত তাম্বূল মুখে দিলেন। এজন্যও তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—কারণ, সেই দিন ছিল শ্রীহরিবাসর। যিনি সিদ্ধমহাপুরুষ, যাঁহার অন্তশ্চিন্তিত-দেহের সেবা স্বয়ং বৃষভানু-নন্দিনী গ্রহণ করিয়াছেন—এবং সেবায় তুষ্ট হইয়া শ্রীমতী যাঁহাকে স্বয়ং চর্ব্বিত তাম্বূল দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন—তিনি যে রাগমার্গের ভক্ত ছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এবং ঐ চর্ব্বিত-তাম্বূল গ্রহণ করিয়া একাদশী-ব্রত লঙ্ঘন করায় তাঁহাকেও যে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, শাস্ত্র মানিতে হইলে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি যদি ঐ চর্ব্বিত-তাম্বূল তখন রাখিয়া দিতেন, ব্রতের অন্তে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও প্রত্যবায় হইত না। একাদশীর ব্রতদিন নির্ণয় পরবর্ত্তী ২৫৪-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি। ইহা একটী মুখ্য বৈষ্ণব-ব্রত। এই দিনে উপবাস করিয়া মধ্য রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও অভিষেকাদি করিতে হয়। মধ্যরাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

ব্রতদিন-নির্ণয়—ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে জন্মাষ্টমীব্রত হয়। কৃষ্ণোপান্ত্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা। ব্রত-দিন নির্ণয়ে এই কয়টী বিষয় বিচার্য্য:—**(ক)** সপ্তমীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস হইবে না—সেই দিন রোহিণী-নক্ষত্র থাকিলেও ব্রত হইবে না। "বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী-সহিতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৭।" কোনও দিন সূর্য্যোদয়ের পরে যদি সপ্তমী থাকে এবং সপ্তমীর পরে সেই দিনই যদি অষ্টমী থাকে, তবে সেই অষ্টমীকে বলে সপ্তমীসংযুক্ত (বা সপ্তমী বিদ্ধা বা পূর্ব্ববিদ্ধা) অষ্টমী। সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ব্রতযোগ্যা নহে। সপ্তমীবিদ্ধা না হইলে পরবর্ত্তিনী নবমীর সহিত সংযুক্তা হইলেও অষ্টমীকে শুদ্ধা অষ্টমী বলা হয়। অষ্টমীর দিন সূর্য্যোদয়ের সময় পর্য্যন্ত সপ্তমী থাকিলেও এবং সূর্য্যোদয়ের পরে সপ্তমী না থাকিলে অষ্টমী শুদ্ধাই—সুতরাং ব্রত যোগ্যাই—হয়। পরবর্ত্তী ২৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **(খ)** (সপ্তমীবেধশূন্যা) শুদ্ধা অষ্টমীতে অহোরাত্র মধ্যে যে কোনও সময়ে যদি মুহূর্ত্তমাত্রও রোহিণী-নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলে সেই দিনেই উপবাস হইবে। "মুহূর্ত্তমপ্যহোরাত্রে যস্মিন্ যুক্তন্তু লভ্যতে। অষ্টম্যা রোহিণী ঋক্ষং তাং সুপুণ্যামুপবসেৎ॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৬৪॥" ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে বা পরে যদি কলামাত্রও রোহিণী-নক্ষত্র থাকে তাহা হইলেও সেই দিন উপবাস হইবে। "রোহিণী-সহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী। অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ॥ তত্র জাতো জগন্নাথঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ। তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৬৮॥" **(গ)** যদি সপ্তমীর যোগ না থাকে, কিন্তু অষ্টমীর পরে নবমী থাকে, এবং যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকে, তবে ঐ দিনই ব্রত হইবে। ঐ দিন যদি সোমবার বা বুধবার হয়, তাহা হইলে মহাফল-দায়ক হইয়া থাকে। "যৈঃ কৃষ্ণা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা॥ কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ। কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥" "নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণীবুধসংযুতা—হ, ভ, বি, ১৪।১৭০।" "নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞে বাপি নবমীযুতা॥—হ, ভ, বি, ১৫।১৬২॥" **(ঘ)** পূর্ব্বদিন সোমবার বা বুধবার হইলে এবং অষ্টমী ষষ্টিদণ্ড পাইয়া পরের দিন রোহিণী-সমন্বিত হইলে, পরাহে নবমী-সমন্বিতা বৃদ্ধিগামিনী অষ্টমীতে উপবাস করিবে। "ইন্দুঃ পূর্ব্বেঽহনি জ্ঞে বা পরে চেদ্রোহিণীযুতা। কেবলাচাষ্টমীবৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুতা॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৭০। **(ঙ)** যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ না হয়, তবে অষ্টমীতেই উপবাস করিবে। "রোহিণ্যাদের্বিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৭১।" বৈষ্ণব-ব্রতে পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি পরিত্যাজ্যা। রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমী যদি সপ্তমীবিদ্ধা হয়, তাহা ব্রতযোগ্যা হইতে পারে না; পরের দিন যদি অষ্টমী থাকে, অথচ রোহিণীনক্ষত্র না থাকে, তথাপি পরের দিন অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতেই উপবাস বিধেয়। রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস প্রশস্ত বটে; কিন্তু সপ্তমীবিদ্ধা হইলে তাহা ব্রতযোগ্যা হয় না; উপবাস না করিলেও ব্রতভঙ্গ হয়; এজন্যই কেবল অষ্টমীতে উপবাসের ব্যবস্থা। "নন্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদিযোগাপেক্ষয়া কদাচিদ্বিদ্ধোপবাসপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ তথা তত্তদ্‌যোগাভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গোঽপি ভবেৎ তচ্চাযুক্তং অগ্রে বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ। তথা ব্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। সত্যং তত্তদ্‌যোগশ্চ ফলবিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ, নতু ব্রতে অবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ। অতস্তদ্‌যোগাভাবেঽপি কেবলাষ্টম্যামেব ব্রতং বিধেয়মিতি। টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী।" এই টীকায় একটী লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, অষ্টমীর সঙ্গে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, কিম্বা ব্রতযোগ্যা অষ্টমীতে মধ্যরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রের অবস্থিতি বিশেষ ফলদায়ক বটে, কিন্তু ব্রতের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা ত্যাগের জন্য যদি রোহিণীনক্ষত্রের এই বিশেষ ফলদায়ক যোগকে ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাহা ত্যাগই করিবে; ব্রতরক্ষার জন্য রোহিণীর যোগহীনা শুদ্ধা অষ্টমীতেই উপবাস করিবে। এবং এই কারণেই **(চ)** নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও নবমীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিবে। "বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমী সংযুতাষ্টমী॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৭৬।" **(ছ)** রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমী যদি দুই দিন থাকে এবং এই দুই দিনের প্রথমদিনে যদি সূর্য্যোদয়ের পরে সপ্তমী না থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই দিনের মধ্যে পূর্ব্ব দিনে উপবাস করিবে এবং পরের দিনে পারণ করিবে। "শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বেঽহনি পরত্র চ। অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথিভান্তে চ পারণম্॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৮০॥"

পারণ। যে অষ্টমীর সহিত রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ নাই, সেই অষ্টমীতে উপবাস হইলে, যদি তিথি বৃদ্ধি পাইয়া পরের দিন যায়, তবে তিথির অন্তে পারণ করিবে। পারণের দিনে যদি রোহিণীনক্ষত্র বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অষ্টমী না থাকে, তবে নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। তিথি এবং নক্ষত্র উভয় যদি বর্দ্ধিত হয়, তবে যেটী কম সময় থাকে, তাহার অন্তে পারণ করিবে। "শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমী বৃদ্ধৌতু পারণম্। তিথ্যন্তে ভেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ চৈকভেদকঃ॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৮২॥" পারণদিনে তিথি ও নক্ষত্রের স্থিতিকাল যদি সমান হয়, তবে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে। "তিথির্ভান্তেচ পারণমিতি যল্লিখিতং তচ্চ দ্বয়োরেব সাম্যেন—হ, ভ, বি, ১৫।১৮২ টীকা।"

কোনও কোনও বৈষ্ণব জন্ম-মহোৎসব-দিনে উৎসবান্তেই ব্রতপারণ করিয়া থাকেন। "কেচিচ্চ ভগবজ্জন্ম-মহোৎসবদিনে শুভে। ভক্ত্যোৎসবান্তে কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবা ব্রতপারণম্॥ হ, ভ, বি, ১৫।১৮৬॥" এই শ্লোকে "উৎসবান্তে" শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"উৎসবান্তে অধিকাধিক-ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনাদিনা পূজাবিশেষে বৈষ্ণবকুল-সম্মাননবিশেষে চ সমাপ্তে সতি—অধিক অধিক ভোগ, নৃত্যকীর্ত্তনাদি সহযোগে পূজাবিশেষ এবং বৈষ্ণববৃন্দের সম্মানবিশেষে সমাপ্ত হইবার পরে।" জন্মাষ্টমীতে মধ্যরাত্রিতে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-সময়ে) পূজাদি ও অভিষেকাদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা।

করিতে হয়; এসমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলেই উৎসবও শেষ হইল বলা যায়। যাহা হউক, উক্ত বিধানের সমর্থনে গরুড়পুরাণের এবং বায়ুপুরাণের প্রমাণও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। "তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্॥ গরুড়পুরাণে। যদীচ্ছেৎ সর্ব্বপাপানি হন্তুং নিরবশেষতঃ। উৎসবান্তে সদা বিপ্র জগন্নাথান্নমাশয়েৎ॥ বায়ুপুরাণে॥ ১৫।১৮৬-৮৭॥ আশয়েৎ—অশ্নীয়াৎ (ভোজন করিবে)-শ্রীপাদসনাতন॥" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন—"অত্র চ শুভে পরমোত্তমে মহোৎসবদিনে ইতি কায়ক্লেশাযোগ্যতা সূচিতা।" মহোৎসবদিনে অনেক শারীরিক পরিশ্রমাদি করিতে হয়; উৎসবান্তে পারণের বিধানে শারীরিক ক্লেশ সহনে অযোগ্যতাই সূচিত হইতেছে। উপরে উদ্ধৃত "কেচিচ্চ ভগবজ্জন্মমহোৎসবদিনে" ইত্যাদি হ, ভ, বি, ১৫।১৮৬ শ্লোকে "কেচিৎ" শব্দদ্বারা বুঝা যাইতেছে—কৃষ্ণজন্মদিনে উৎসবান্তে ব্রতপারণ যেন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসকারের নিজ মত নহে। "কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ" ইত্যাদি হ, ভ, বি, ৫।২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"কেচিদিতি স্বমতং ব্যবর্ত্তয়তি—'কেহ কেহ' এই বাক্যে নিজের মতকে ব্যবর্ত্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইহা গ্রন্থকারের নিজের মত নহে।"

শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-তিথি। শ্রবণ-দ্বাদশীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর নিশাভাগে, অথবা দ্বাদশীতে বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে। "একাদশ্যা রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ প্রভুম্—হ, ভ, বি, ১৫।২৬৫॥" বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী পয়ারের অর্থে শ্রবণ-দ্বাদশী, বিবরণে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামনবমী। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি। চৈত্রমাসের শুক্লা-নবমীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ দিন উপবাস করিতে হয়।

"চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু শুক্লায়াং হি রঘুদ্বহঃ। প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যমুপবাসব্রতাদিকম্॥ হ, ভ, বি, ১৪।৮৮॥"

ব্রতদিন-নির্ণয়। অষ্টমী-সংযুক্তা নবমী-তিথিতে উপবাস করিবে না। শুদ্ধা-নবমীতে উপবাসী থাকিয়া দশমীতে পারণ করিবে।

"নবমীচাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণু-পরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্॥ হ, ভ, বি, ১৪।৯০॥"

রামনবমীতে একটী বিশেষ-স্থলে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতেও উপবাসের বিধি দেখা যায়। তাহা এই—নবমী যদি অষ্টমী-সংযুক্তা হয়, তাহা হইলে সাধারণ বিধি অনুসারে সেই দিন ব্রত হইতে পারে না। কিন্তু ঐ অষ্টমীবিদ্ধা নবমী যদি ক্ষীণা হয়, অর্থাৎ যদি অল্পসময় স্থায়ী হয়, এবং তাহার একদিন পরে যে একাদশী হইবে, তাহা যদি শুদ্ধা হইয়া উপবাসযোগ্যা হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস না করিলে এবং তৎপর দিন অর্থাৎ দশমীর দিন উপবাস করিলে, দশমী ও একাদশী এই দুই দিনেই উপবাস করিতে হয়; তাহাতে রাম-নবমীর পারণ হয়না বলিয়া সেই ব্রত সিদ্ধ হয়না। এইজন্যই বিধি করা হইয়াছে যে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীর একদিন পরের যে একাদশী, তাহা যদি শুদ্ধা ও ব্রতযোগ্যা হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতেই রাম-নবমীর উপবাস করিবে এবং তৎপরদিন দশমীতে পারণ করিবে। এইরূপ না করিলে, দশমীতে পারণ হইতে পারে না। অথচ, শাস্ত্রে দশমীতে পারণের জন্য নিশ্চিত বিধান দেওয়া হইয়াছে। "দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে। বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্। হ, ভ, বি, ১৪।৯১॥"

শ্রীরাম-নবমী যদি পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রযুতা হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফলদায়িনী হয়। "পুনর্ব্বসৃক্ষ সংযুক্তা যা তিথি সর্ব্বকামদা॥ হ, ভ, বি, ১৪।৯০॥" কারণ, পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত নবমীতেই শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে তাঁহার আবির্ভাব।

এই সভের বিদ্ধা-ত্যাগ অবিদ্ধা-করণ। | অকরণে দোষ কৈলে ভক্তির লম্ভন ॥ ২৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী। বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই তিথিকে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী বলে। এইদিনে উপবাস করিতে হয়। সায়ংকালে নৃসিংহ-দেবের আবির্ভাব। "বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ। সায়ং প্রহ্লাদ-ধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ॥ সদ্যঃ কটকটাশব্দ-বিস্মাপিতসভাজনঃ। লীলয়া স্তম্ভগর্ভান্তাদুদ্ভূতঃ শব্দভীষণঃ॥ হ, ভ, বি, ১৪।১৪৭॥"

ব্রতদিন নির্ণয়। ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে না। তাহার পরের দিন ব্রত করিবে। "বৈষ্ণবৈর্ন তু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী॥ হ, ভ, বি, ১৪।১৪৮॥" দৈবাৎ যদি বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে স্বাতী-নক্ষত্রের যোগ হয় এবং শনিবার হয়, অথবা যদি সিদ্ধি-যোগ হয়, তবে তাহা অত্যন্ত ফলদায়ক হয়। "স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতম্। সিদ্ধিযোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ॥ হ, ভ, বি, ১৪।১৪৭॥" কিন্তু ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশী যদি স্বাতীনক্ষত্রযুক্তাও হয়, তথাপি সেই দিন উপবাস করিবে না। "কামবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতীভৌমযুতা যদি॥ হ, ভ, বি, ১৪।১৪৮॥"

পারণ। উপবাসের পরের দিন পারণ করিবে।

২৫৪। এই সভের বিদ্ধ ত্যাগ ইত্যাদি—শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত-তিথি সমূহের পূর্ব্ব-বিদ্ধা তিথি ত্যাগ করিয়া উপবাসাদি করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্রত-পালনে ভক্তির পুষ্টি সাধিত হয়, অপালনে ভক্তি নষ্ট তো হয়ই, আরও অনেক দোষের সঞ্চার হয়। বিশেষ বিবরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য। **লম্ভন**—পুষ্টি।

অবস্থাবিশেষে তিথিকে বিদ্ধা বলে এবং অবস্থাবিশেষে সম্পূর্ণাও বলে। বিদ্ধা তিথির পরিচয় পাইতে হইলে আগে সম্পূর্ণা তিথির পরিচয় জানা দরকার।

সম্পূর্ণা—একাদশী ব্যতীত প্রতিপদাদি অন্যান্য তিথি যদি এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ষাইট্ দণ্ডকাল বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহাদিগকে সম্পূর্ণা বলে। কিন্তু একাদশী তিথি যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও চারি দণ্ড (বা দুই মুহূর্ত্ত) থাকে, অর্থাৎ অরুণোদয়ের আরম্ভ হইতে পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে, তবেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা হয়। (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড-সময়কে অরুণোদয় বলে। "উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ॥ হ, ভ, বি, ১২।১৩৫॥" এস্থলে ঘটিকা অর্থ দণ্ড। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে আছে, "ঘটী ষষ্ট্যা দিবানিশম্—ষাইট্ ঘটিকায় এক অহোরাত্র।" বস্তুতঃ ষাইট্ দণ্ডেই এক অহোরাত্র হয়; সুতরাং ঘটিকা অর্থ দণ্ড)। কেবল এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা হয় না। "প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়াদ্ রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ উদয়াৎ প্রাক্ যথা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী॥ হ, ভ, বি, ১২।১২০-২১॥ হরিবাসরঃ একাদশী তদ্বর্জ্জিতাঃ। টীকায় শ্রীপাদসনাতন।" পরবর্ত্তী "সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র" ইত্যাদি হ, ভ, বি, ১২।১৪৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"সম্পূর্ণা অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবদ্ ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ।" ইহা হইতে জানা গেল, অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলেই একাদশী সম্পূর্ণা হয়। ইহাতে দুই অরুণোদয়েই একাদশীর সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি দেখা যাইতেছে—আরম্ভের প্রথম অরুণোদয় এবং পরদিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অরুণোদয়। তাৎপর্য্য হইল এই যে—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশী থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলা হয়।

পরবর্ত্তী "সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।" ইত্যাদি হ, ভ, বি, ১২।১৪৯ শ্লোক হইতে জানা যায়, সম্পূর্ণা একাদশী পরের দিনও বর্দ্ধিত হইতে পারে; অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন সূর্য্যোদয়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের পরে থাকিলেও একাদশীর সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। ইহাতে বুঝা যায়—একাদশী সম্পূর্ণা হইতে হইলে অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকা চাই-ই; আরম্ভের অরুণোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরের দিনের সূর্য্যোদয়ের পরেও যদি একাদশী থাকে, তাহাতেও দোষ নাই।

বিদ্ধা—কোনও তিথির সম্পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য তাহার ব্যাপ্তির নিমিত্ত যেই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে অন্য তিথির প্রবেশ (এই প্রবেশকে বেধ বলে; অন্য তিথির বেধ) হইলে সেই তিথিকে বিদ্ধা বলা হয়। যেমন, একাদশী ব্যতীত অন্য যে কোনও তিথি সম্পূর্ণা হইতে হইলে এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাহার ব্যাপ্তি দরকার। এই সময়ের মধ্যে যদি অন্য তিথি থাকে, তাহা হইলেই সেই তিথি অন্য তিথি দ্বারা বিদ্ধা হইবে। সম্পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বভাগে যদি অন্য তিথি থাকে, তবে হয় পূর্ব্ববিদ্ধা; আর যদি শেষভাগে অন্য তিথি থাকে, তবে হয় পরবিদ্ধা। যেমন, কোনও দিন সূর্য্যোদয়ের পরে কতক্ষণ পর্য্যন্ত যদি সপ্তমী থাকে, তারপরে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যদি অস্টমী থাকে, তাহা হইলে এই অষ্টমীকে বলা হয় পূর্ব্ববিদ্ধা (পূর্ব্ববর্ত্তিনী তিথি সপ্তমী কর্ত্তৃক বিদ্ধা); আর ঐ সপ্তমীকে বলা হয় পরবিদ্ধা (পরবর্ত্তিনী অষ্টমী কর্ত্তৃক বিদ্ধা)। এস্থলে কোনও তিথিই সম্পূর্ণা নহে।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে—একাদশীর সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিধান আছে। এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশী তিথির ব্যাপ্তি থাকিলেই তাহা সম্পূর্ণা হয় না। একাদশীর সম্পূর্ণতার জন্য অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তিথির ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যক। সুতরাং একাদশীর সম্পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য তিথিব্যাপ্তির নির্দ্ধারিত সময় হইল অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে যদি অন্য তিথির প্রবেশ হয়, তাহা হইলেই একাদশী হইবে বিদ্ধা। দশমীর প্রবেশ হইলে হইবে পূর্ব্ববিদ্ধা এবং দ্বাদশীর প্রবেশ হইলে হইবে পরবিদ্ধা। একাদশী তিথির দিন সূর্য্যোদয়ের পরে দশমী থাকিলে তো পূর্ব্ববিদ্ধা হইবেই, সূর্য্যোদয়ের পরে না থাকিয়া যদি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অরুণোদয়-কালের মধ্যে অত্যল্পকালও দশমী থাকে, তাহা হইলেও একাদশী হইবে পূর্ব্ববিদ্ধা; যেহেতু, তাহাতে একাদশীর সম্পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য নির্দ্ধারিত ব্যাপ্তি কালের মধ্যেই দশমীর প্রবেশ হইবে। সাধারণ পূর্ব্ববিদ্ধা হইতে এইরূপ পূর্ব্ববিদ্ধার পার্থক্য সূচনার জন্য ইহাকে **অরুণোদয়বিদ্ধা**—বলা হয়; অর্থাৎ একাদশীদিনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড সময়ের মধ্যে অল্পমাত্রও দশমী যদি থাকে, তবে সেই একাদশীকে বলে অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী। অরুণোদয়-বিদ্ধাও একাদশীর বেলায় একরকম পূর্ব্ববিদ্ধাই।

পূর্ব্ববিদ্ধা এবং পরবিদ্ধা তিথির মধ্যে বৈষ্ণব-ব্রতে পূর্ব্ববিদ্ধাই পরিত্যাজ্যা, পরবিদ্ধা ত্যাজ্যা নহে; অর্থাৎ পরবিদ্ধা তিথি ব্রতযোগ্যা, পূর্ব্ববিদ্ধা ব্রতযোগ্যা নহে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের এইরূপই ব্যবস্থা। "বিদ্ধা দ্বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধাতু পূর্ব্বজা॥ ১২।৭৩॥ নাগবিদ্ধা চ যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী। দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্বুধঃ॥ (নাগবিদ্ধা—পঞ্চমীবিদ্ধা। শিববিদ্ধা—ষষ্ঠীবিদ্ধা)। একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী। তৃতীয়াচ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা। উপোষ্যাঃ পরসংযুতা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥ ১২।৭৪॥ ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যানি তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ॥ ১২।১৪৩॥ আদি-শব্দেন রামনবমী-নৃসিংহ-চতুর্দ্দশ্যাদি॥ টীকায় শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি॥" এসমস্ত প্রমাণ-বলে জানা গেল—জন্মাষ্টমী, রামনবমী, একাদশী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতেই পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি ব্রতের অযোগ্যা—সুতরাং ব্রতবিষয়ে পরিত্যাজ্যা। অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশীও ব্রতের অযোগ্যা। "অরুণোদয়েতু দশমীগন্ধমাত্রং ভবেদ্ যদি। দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ং নরাধিপ॥ হ, ভ, বি, ১২।১২৯॥" সূর্য্যোদয়ের পরে দশমী থাকিলে দশমীবিদ্ধা একাদশী যে পরিত্যাজ্যা, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“**বিদ্ধাত্যাগ** (অর্থাৎ পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগ) এবং **অবিদ্ধাকরণ** (যাহা পূর্ব্ববিদ্ধা নয়, এরূপ তিথিতে ব্রত-করণ)।”

পূর্ব্ববিদ্ধা-ত্যাগ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রতের যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা সেই ব্রত-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য এই। একাদশী ব্যতীত অন্য বৈষ্ণব-ব্রত বিষয়ে পূর্ব্ববিদ্ধাত্বই বিবেচ্য, কিন্তু অরুণোদয়বিদ্ধাত্ব বিচার্য্য নয়। অর্থাৎ অন্য ব্রত-তিথি যদি পূর্ব্ববিদ্ধা না হয়, তাহা হইলে তাহা অরুণোদয়বিদ্ধা হইলেও ব্রতযোগ্যা হইবে। তাহার হেতু এই যে, অন্য ব্রত-তিথির দিনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে তৎপূর্ব্বে তিথি থাকিলেও তদ্দ্বারা ব্রত-তিথি বিদ্ধা হয়না; কারণ, সেই অরুণোদয় ব্রত-তিথির সম্পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত ব্যাপ্তি-সময়ের অন্তর্ভুক্ত নয়; এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তই অন্য ব্রত-তিথির সম্পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত সময়; পূর্ব্ব অরুণোদয় এই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নয়। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের “পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা”-ইত্যাদি ১৫।১৭৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও একথাই বলিয়াছেন। “একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেন অরুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব।—একাদশী ব্যতীত অপর সকল তিথির সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইলে সম্পূর্ণা হয় বলিয়া তাহাদের অরুণোদয়বিদ্ধতা সিদ্ধ হয়না। পূর্ব্বে সম্পূর্ণা-লক্ষণে তাহা বলা হইয়াছে।”

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস অনুসারে বৈষ্ণব-ব্রতসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিয়া লইবেন।

শ্রীএকাদশীঃ—শ্রীএকাদশী বা শ্রীহরিবাসর ব্রতের অবশ্য-পালনীয়ত্বের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫৩ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল ব্রতদিন-নির্ণয়াদির কথা বলা হইতেছে।

উপবাসের দিন-নির্ণয়ঃ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অরুণোদয়বিদ্ধা ও দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রতের অযোগ্যা। পরবিদ্ধা বা দ্বাদশী-সংযুক্তা একাদশী উপবাসযোগ্যা। “একাদশী কলাযুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ। ত্রয়োদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ ১২।১৫২॥” সম্পূর্ণা একাদশীও সাধারণতঃ উপবাসযোগ্যা। “সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তদৈবোপবসেদ্ গৃহী॥ ১২।১২১॥” কিন্তু কোনও কোনও সময়ে দশমীবেধ-শূন্যা সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা হয়। একাদশীর পরবর্ত্তী, সূর্য্যোদয় হইতে প্রারব্ধ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া যদি প্রতিপদ-দিনে যায়, তাহা হইলে ঐ একাদশী দশমী-বিদ্ধা না হইলেও এবং সম্পূর্ণা হইলেও ব্রতযোগ্যা হইবে না—তৎপর দিন দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। আবার সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া যদি দ্বাদশীর দিনে যায়, অথবা সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত না হইয়াও, যদি দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে যায়, তাহা হইলে ঐ সম্পূর্ণা একাদশীকেও ত্যাগ করিবে—দ্বাদশীর দিনে উপবাস করিবে। “অথ বেধ-বিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ॥—১২।১৪৮॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেনঃ—“অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি। দশমীবেধেন বিহীনা পরিত্যক্তা। কুতঃ? পূর্ণা সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেব প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। সাপ্যেকাদশী পরিত্যাজ্যা। তত্র তেতুঃ অগ্রতঃ ইতি। কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশী দিনে, কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশী দিনে, কদাচিৎ পক্ষান্ততিথেশ্চ প্রতিপদ্দিনে বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। বৃদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ ত্রয়োদশ্যাং সম্পূর্ণায়ামপি সত্যাং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তস্যাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়ামেকাদশ্যামেবোপবাসঃ দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্য লক্ষণ-হরিবাসর-ত্যাগেন পারণমিতি ব্যবস্থা।” সম্পূর্ণা একাদশী এবং তৎপরবর্ত্তী দ্বাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যদি উক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস করিবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারণ—একাদশী-দিনেই যদি উপবাস হয়, তাহা হইলে দ্বাদশী দিনে সূর্য্যোদয়ের পরে দ্বাদশী-তিথির মধ্যেই পারণ করিবে। এইরূপ স্থলে দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ। "একদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতম্। ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাৎ দ্বাদশ-দ্বাদশীক্ষয়াৎ॥—১৩.৯৯॥" পারণ-বিষয়ে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। দ্বাদশী তিথির প্রথম পাদকে (তিথির স্থিতিকালের প্রথম এক-চতুর্থাংশ সময়কে) হরিবাসর বলে। এই হরিবাসর ত্যাগ করিয়া পারণ করিতে হয়। "দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসর-সংজ্ঞকঃ। তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ১৩।১০৪॥"—অর্থাৎ দ্বাদশী-তিথির স্থিতিকাল যদি ৬০ দণ্ড হয়, তাহা হইলে প্রথম ১৫ দণ্ড বাদ দিয়া শেষ ৪৫ দণ্ডের মধ্যে পারণ করিবে। পারণের দিনে দ্বাদশী যদি ৪৫ দণ্ডের বেশী থাকে, তাহা হইলে ৪৫ দণ্ড হইতে যত দণ্ড পল বেশী থাকিবে, সূর্য্যোদয়ের পর হইতে তত দণ্ড পল বাদ দিরা তারপর পারণ করিবে। দ্বাদশী-তিথির স্থিতিকাল যদি ৬০ দণ্ড অপেক্ষা কম বা বেশী হয়, তাহা হইলে স্থিতিকাল চারি সমান ভাগ করিয়া শেষ তিন ভাগের মধ্যে যে কোনও সময় পারণ করিবে—প্রথম এক ভাগের যে অংশ সূর্য্যোদয়ের পরে থাকিবে, তাহার মধ্যে পারণ করিবে না।

পারণের দিনে দ্বাদশী যদি অতি অল্প সময় মাত্র থাকে, যদি আহ্নিক-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া দ্বাদশীর মধ্যে পারণের সময় পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে অরুণোদয়-কালে স্নানার্চ্চনাদি মধ্যাহ্নকৃত্য করিবে, "স্বল্পায়ামথ ভূপাল দ্বাশ্যামরুণোদয়ে। স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দান-হোমাদিসংযুতাঃ—১৩।১০০॥" আর তাহাতেও যদি দ্বাদশী-মধ্যে পারণের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ব্রত-দিনের অর্দ্ধরাত্রির পরেই পারণদিনের প্রাতঃক্রিয়া ও মধ্যাহ্নক্রিয়া করিবে। "অল্পাচেদ্দ্বাদশী কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মারুণোদয়ে। অত্যল্পা চেন্নিশীথোর্দ্ধমামধ্যাহ্নিকমেব তৎ॥ ১৩।১০০॥" ইহাতেও যদি কার্য্যসাধনে অক্ষমতানিবন্ধন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রতরক্ষার্থ কিঞ্চিন্মাত্র প্রসাদী জলপানের দ্বারাই পারণ করিবে। তারপর নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া আহার করিবে। "অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ। ১৩।১০২॥"

পূর্ব্বে যে শুদ্ধা এবং পূর্ণা একাদশীকেও স্থলবিশেষে ত্যাগ করার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

অষ্ট-মহাদ্বাদশী—তিথির বৃদ্ধি হইলে, শুদ্ধা এবং পূর্ণা একাদশীকেও ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীদিনেই উপবাস করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপে তিনটী মাত্র উপবাস-যোগ্যা দ্বাদশী পাওয়া যায়—এই গুলিকে মহাদ্বাদশী বলে। এই তিনটী মহাদ্বাদশীর নাম—উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ও পক্ষবর্দ্ধিনী।

তিথিযোগে আরও একটী মহাদ্বাদশী আছে, তাহার নাম ত্রিস্পৃশা-মহাদ্বাদশী। এই মহাদ্বাদশীটী কোনও তিথির বৃদ্ধির ফল নহে, ইহা একই দিনে তিনটী তিথির যোগের ফল।

আবার তিথির বৃদ্ধি না হইলেও শুক্ল-পক্ষীয়া দ্বাদশীর দিনে যদি পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা—এই চারিটী নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলেও স্থলবিশেষে দ্বাদশীর দিনেই উপবাস করিতে হয়। এইরূপে নক্ষত্রযোগেও চারিটী উপবাস-যোগ্যা দ্বাদশী পাওয়া যায়। এই চারিটীকেও মহাদ্বাদশী বলে। ইহাদের নাম—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী।

এই আটটী মহাদ্বাদশীর বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

উন্মীলনী—একাদশী যদি সম্পূর্ণা হয় (অর্থাৎ যদি সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে) এবং ঐ সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া যদি দ্বাদশী-দিনেও যায়, আর যদি দ্বাদশী বৃদ্ধি না পায় অর্থাৎ ত্রয়োদশীর দিনে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তই যদি দ্বাদশী থাকে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে যদি না থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীর দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলে। সূর্য্যোদয়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিলেই উন্মীলনী হইবে। যেহেতু, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে ত্রিস্পৃশা হইবে। "একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা। দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে কথিতোন্মীলনীতি সা। ১৩।১০৭ ॥"

উন্মীলনীর পারণ—ত্রয়োদশীতে উন্মীলনীর পারণ করিতে হয়। "একাদশী কলাপ্যেকা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ। তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ১২।১৫২ ॥"

বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী—যদি একাদশী সম্পূর্ণা হয়, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় এবং যদি দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীতে যায়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী বলে। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবে। "একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে॥ ১২।২৫৪। দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা। বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী ॥ ১৩।১০৭॥"

বঞ্জুলীর পারণ—দ্বাদশী তিথির মধ্যেই বঞ্জুলীর পারণ করিবে; কখনও ত্রয়োদশীতে বঞ্জুলীর পারণ করিবে না। "শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি বঞ্জুলী। একাদশীদিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্ব্রতম্ ॥ পারণং দ্বাদশী মধ্যে ত্রয়োদশ্যাং ন কারয়েৎ ॥ ১৩।১৩৪।"

পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী—অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যদি ষষ্টিদণ্ডকালব্যাপিনী সম্পূর্ণা হয়, (অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে), অথচ বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদ দিনেও যদি কিছু থাকে, তবে ঐ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তিনী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে। এরূপ স্থলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে ব্রত করিবে। "অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা। ভূত্বা চ ষষ্টিঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে ॥ অশ্বমেধাযুতৈস্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১৩।১৫৪।" "কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী। বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ১৩।১০৯।' অন্যত্রও এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়। "তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্মনুষ্যৈঃ। বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া যস্যাগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ ॥ ১২।১৫৮ ॥ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি। দ্বিতীয়েহহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী। ১৩।১৫৯ ॥ শ্রীপাদ সনাতনকৃতটীকা চ—সম্পূর্ণা সতী দ্বিতীয়েহহ্নি প্রতিপদ্দিনে যদি বর্দ্ধতে।" অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামাভিলাষ সুধী ব্যক্তি বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিবেন; পরবর্ত্তী অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অবিদ্ধা (শুদ্ধা) একাদশীও বর্জ্জন করিবেন। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া যদি প্রতিপদের দিনেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তিনী দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী হইবে। দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী হইলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া সেই দ্বাদশীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য। পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী হইতে হইলে দুইটী জিনিষের প্রয়োজন—পূর্ণিমা বা অমাবস্যা সম্পূর্ণা হওয়া চাই এবং তাহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদ্দিনে যাওয়া চাই। উক্ত তিনটী মহাদ্বাদশী তিথিবৃদ্ধি-জনিত।

পক্ষবর্দ্ধিনীর পারণ—পারণ দিনে যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে (একাদশীর পারণ বিধান দ্রষ্টব্য)। পারণ দিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, তবে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে।

ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী—ইহা তিথিবৃদ্ধি-জনিত নহে। তিথির যোগ-জনিত। একই দিনে যদি প্রথমে দশমী-বেধ-শূন্যা একাদশী, তারপর দ্বাদশী এবং সর্ব্বশেষে ত্রয়োদশী তিথি থাকে, তবে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী। ঐ দিনে উপবাস করিবে। "একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমীসংযুতা ন হি॥ ১৩।১৪৭ ॥ ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তামেবোপবসেৎ কামী অকামো বিষ্ণুতৎপরঃ। ১২।১৫৭ ॥"

ত্রিস্পৃশার পারণ—রাত্রি শেষ হইয়া গেলে পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিস্পৃশার পারণ করিবে। "নিশান্তে পুনরীশয়ে দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিধানতঃ। স্নানাদিকাং ক্রিয়াং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ১৩।১৫৩ ॥ উক্ত চারিটী মহাদ্বাদশী তিথিযোগে জাত; নিম্নের চারিটী নক্ষত্রযোগে জাত।

জয়া-মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী-তিথিতে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জয়া বলে। "দ্বাদশ্যান্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ। নাম্না সাতু জয়া খ্যাতা তিথিনামুত্তমা তিথিঃ ॥ ১৩।১৬৬ ॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিথি ও নক্ষত্রের নিম্নলিখিতরূপ যোগ হইলে দ্বাদশী উপবাস-যোগ্যা হইবে, অন্যথা নহে :—

প্রথমতঃ—দ্বাদশী তিথি অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা চাই। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন—ষাইট দণ্ডই থাকুক, কি ষাইট দণ্ডের কমই থাকুক—ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

কিম্বা, পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং যদি দিনমানে ষাইট দণ্ড থাকিয়া পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যায়, অথবা বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনেও যায়, তাহা হইলেও ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া নক্ষত্র যদি দিনমানে ষাইট দণ্ড অপেক্ষা কম থাকে, তাহা হইলে উক্ত দিনে জয়া-মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে না।

পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রের উভয়বিধ স্থিতি-স্থলেই দ্বাদশীতিথি অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা দরকার। নচেৎ ব্রত হইবে না। "জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে। ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ॥ সমান্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী। কিম্বা সূর্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ॥ সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণ-যোগ্যতা। শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু। সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্॥ ১৩।১১৫॥"

পারণ—জয়ার পারণের দিন যদি দ্বাদশীতিথি এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্র উভয়েই বর্ত্তমান থাকে, এবং যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, তবে নক্ষত্রের অন্তে তিথির মধ্যে পারণ হইবে। আর যদি তিথি হইতে নক্ষত্র অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, তবুও তিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। কিন্তু পারণের দিন যদি দ্বাদশী না থাকে, কেবল পুনর্ব্বসু নক্ষত্র মাত্র থাকে, তবে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। যথা হরিভক্তিবিলাসে :—"বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ। ভান্তে স্যাৎ চেৎ তিথির্ন্যূনা তিথিমধ্যে তু পারণম্॥ দ্বাদশ্যনবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ। তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োে স্তদতিক্রমে॥ ১৩।১১৬॥" নৃসিংহ-পরিচর্য্যায় যথা :—পারণদিনে "নক্ষত্রতিথ্যোরনুবৃত্তৌ যদি তিথে রধিকং নক্ষত্রং তর্হি তিথি-মধ্যে এব পারণং, দ্বাদশী-লঙ্ঘনস্য শতশো নিষিদ্ধত্বাৎ। তিথ্যাধিক্যেতু নক্ষত্র-নষ্টে পারণং ন প্রাক্ ইত্যেষোঽষ্ট-মহাদ্বাদশী-নির্ণয়ঃ। ৩।৭॥

বিজয়া-মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী-তিথিতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে বিজয়া বলে। "যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথিনামুত্তমা তিথিঃ॥ ১৩।১৫৬॥" শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত না থাকিলেও ব্রত হইয়া থাকে; কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে অন্ততঃ দেড় প্রহর কাল দ্বাদশীর ভোগ থাকা দরকার; দেড় প্রহরের পরে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলেও বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে; কিন্তু দ্বাদশী তিথি সূর্যোদয় হইতে দেড় প্রহরের কম থাকিলে বিজয়া দ্বাদশী হইবে না। "সার্দ্ধযামাদুপরি দ্বাদশীসমাপ্তৌ তদহরেবোপবাসঃ। ৩.৭-নৃসিংহ-পরিচর্য্যা॥" এই অবস্থায় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যদি দ্বাদশী তিথি শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলেও নিম্নলিখিতরূপ নক্ষত্রের স্থিতি থাকিলে বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে। অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে, জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রত কিন্তু হয় না। নক্ষত্রের স্থিতি সম্বন্ধে জয়ার ন্যায় বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রবণা-নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয়, তবে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন, ঐ দিনে দ্বাদশী তিথি থাকিলেই বিজয়া ব্রত হইবে।

অথবা, শ্রবণা নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং সমস্ত দিনমান গত করিয়া পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যদি থাকে, অথবা বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনেও যদি যায়, তবেই বিজয়া দ্বাদশী ব্রত হইবে (অবশ্য যদি উপবাস দিনে অন্ততঃ দেড় প্রহর দ্বাদশী তিথি থাকে)। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া শ্রবণা যদি দিনমানে

ষাইট দণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলে ব্রত হইবে না। (প্রমাণ—জয়াদ্বাদশী-বিবরণে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৩।১১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

বিজয়ার পারণ—পারণ দিনে দ্বাদশী তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্র উভয়েই যদি বর্ত্তমান থাকে, তবে দ্বাদশী তিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। নক্ষত্র যদি তিথি হইতে অল্প সময় থাকে, তবে নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে; বেশী সময় নক্ষত্র থাকিলেও তিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি দ্বাদশী না থাকে, কেবল শ্রবণানক্ষত্র মাত্র থাকে, তাহা হইলে শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্যেই পারণ করিবে, জয়াদ্বাদশার পারণ বিবরণে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৩।১১৬ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিকে জয়ন্তী বলে। "যদাতু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপাত্যং প্রজায়তে। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥ ১৩।১৬১॥" জয়ন্তীতেও ঠিক জয়ার ন্যায় তিথি-নক্ষত্রাদির স্থিতি থাকা দরকার। জয়ন্তী মহাদ্বাদশীব্রত হইতে হইল ঃ—

প্রথমতঃ—দ্বাদশী তিথি অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা দরকার। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না। সূর্য্যাস্তের পরে দ্বাদশী থাকিলেও ব্রত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—রোহিণী নক্ষত্র যদি দ্বাদশীর দিনে সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন, তাহাতেই ব্রত হইবে।

কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং দ্বাদশীর দিনমানে ষাইট দণ্ড অপেক্ষা কম থাকে (অর্থাৎ যদি পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রোহিণী-নক্ষত্র শেষ হইয়া যায়), তাহা হইলে ব্রত হইবে না। দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া রোহিণী-নক্ষত্র যদি সমস্ত দিনমানে ষাইট দণ্ড থাকে, অথবা যদি বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনেও যায়, তাহা হইলেই ব্রত হইবে। জয়াদ্বাদশীর বিবরণে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৩।১১৫ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তীর পারণ—পারণের দিনে যদি দ্বাদশী-তিথি এবং রোহিণী-নক্ষত্র উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যদি তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র কম সময় থাকে, তাহা হইলে নক্ষত্রের অন্তে তিথির মধ্যে পারণ করিবে। আর যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি কম সময় থাকে, তাহা হইলেও দ্বাদশী তিথির মধ্যেই পারণ করিবে। যদি দ্বাদশী না থাকে, কেবল রোহিণী নক্ষত্র মাত্রই থাকে, তাহা হইলে রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যেই পারণ করিবে। জয়ার পারণ-বিবরণে উদ্ধৃত ১৩।১১৬ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

পাপ-নাশিনী মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিকে পাপ-নাশিনী বলে। "যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ। তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপ-নাশিনী॥ ১৩।১১৪॥

ইহাতেও জয়ার ন্যায় তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার করিতে হইবে; অর্থাৎ পাপ-নাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রত হইতে হইলে ঃ—

প্রথমতঃ—অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা দরকার। সূর্য্যাস্তের পরেও যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলেও ব্রত হইবে, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যদি দ্বাদশী শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রত হইবে না। এবং

দ্বিতীয়তঃ—পুষ্যা নক্ষত্র যদি দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন—ঐ দিনেই ব্রত হইবে।

কিন্তু, পুষ্যানক্ষত্র সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ না হইয়া যদি দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং যদি পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রত হইবে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া যদি সমস্ত দিনমানে ষাইট দণ্ড থাকে; অথবা ত্রয়োদশীর দিন পর্য্যন্তও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই ব্রত হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

জয়াদ্বাদশীর বিবরণে উদ্ধৃত ১৩।১১৫ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

পাপ-নাশিনীর-পারণ—পারণের দিনে যদি দ্বাদশী ও পুষ্যা নক্ষত্র উভয়েই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যদি তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র কম সময় থাকে, তবে নক্ষত্রের অন্তে তিথির মধ্যে পারণ করিবে। আর যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি কম সময় থাকে, তাহা হইলেও তিথির মধ্যেই পারণ করিবে। আর যদি দ্বাদশী না থাকিয়া কেবল পুষ্যা নক্ষত্র মাত্র থাকে, তাহা হইলে নক্ষত্র গত হইয়া গেলে পারণ করিবে। জয়াদ্বাদশীর পারণ বিবরণে উদ্ধৃত ১৩।১১৬ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-দ্বাদশী, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, গোবিন্দ-দ্বাদশী প্রভৃতি ব্রতসম্বন্ধে অনেক সময় অনেকের গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাই এস্থলে এসব ব্রতসম্বন্ধেও অতিসংক্ষেপে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রবণ-দ্বাদশী—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে শ্রবণদ্বাদশী বলে। এই দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়। "মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥ ১৫।২৪৪॥" বিজয়া দ্বাদশীর ব্রতযোগ্যতার নিমিত্ত দ্বাদশী তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্রের যেরূপ স্থিতি-কালাদির প্রয়োজন, শ্রবণ-দ্বাদশীতে তিথি-নক্ষত্রের সেইরূপ স্থিতিকালের প্রয়োজন নাই। ভাদ্রীয় শুক্লা দ্বাদশী তিথির যে কোনও সময়ে অতি অল্পকালের জন্যও যদি শ্রবণা নক্ষত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই শ্রবণদ্বাদশী ব্রত হইবে। "অত্যল্পেঽপ্যনয়োর্যোগো ভবেত্তিথিভয়ো যদি। উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিত্যত্রোপবসেদ্ বুধঃ॥ ১৫.২৫২॥"

বিজয়া মহাদ্বাদশী-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ হইতে জানা যায়—শুক্লাদ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণার যোগ হইলেই বিজয়া হয়; ইহা তিথি-সমূহের মধ্যে উত্তম-তিথি। "যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥ ১৩।১৫৬॥" ইহা হইল "বিজয়া দ্বাদশীর" সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণ অনুসারে শ্রবণদ্বাদশীও বিজয়া দ্বাদশী হয়। তবে শ্রবণ-দ্বাদশী হয় ভাদ্রমাসে। তাহা বলিয়াই মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, ভাদ্রমাসের বিজয়া মহাদ্বাদশীকেই শ্রবণাদ্বাদশী বলে। বিজয়া মহাদ্বাদশীতে তিথি-নক্ষত্রের স্থিতি-কাল-সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিধান আছে (বিজয়া মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য); কিন্তু শ্রবণ-দ্বাদশীতে তিথি-নক্ষত্রের স্থিতি-কাল সম্বন্ধে সেইরূপ বিশেষ বিধান নাই; ভাদ্রীয় শুক্লাদ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণানক্ষত্রের অত্যল্পকালব্যাপী সংযোগ থাকিলেই শ্রবণদ্বাদশী ব্রত হইবে। এইরূপে দেখা গেল—পূর্ব্বোল্লিখিত "বিজয়া মহাদ্বাদশী' এবং "শ্রবণ-দ্বাদশী" উভয়েই সাধারণ লক্ষণানুসারে "বিজয়া" হইলেও বিশেষ লক্ষণে তাহাদের পার্থক্য আছে। আর শুক্লা দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইলেই এই শ্রবণান্বিতা দ্বাদশী যখন "তিথীনামুত্তমা তিথিঃ" হয়, তখন শ্রবণদ্বাদশীকেও মহাদ্বাদশী বলা যায়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রবণান্বিতা ভাদ্রীয়া শুক্লাদ্বাদশীকে স্পষ্টভাবেও "মহাদ্বাদশী" বলা হইয়াছে। "মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহা ফলা॥ ১৫.২৪৪॥" তাহা হইলেও শ্রবণদ্বাদশীর যখন কোনও বিশেষ লক্ষণ নাই, তখন ইহাকে "অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী" এবং বিশেষ-লক্ষণযুক্তা শ্রবণান্বিতা শুক্লাদ্বাদশীকে "প্রকৃত-বিজয়া-মহাদ্বাদশী" বলা যায়।

যাহাহউক, শ্রবণদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রেরই প্রাধান্য। এইজন্যই দ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণার যোগ হইলে তো শ্রবণদ্বদশী হইবেই, পরন্তু একাদশীর সঙ্গে শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণ-দ্বাদশী হইয়া থাকে। "শ্রবণদ্বাদশীব্রতন্তু শ্রবণৈকাদশ্যামপি ভবতীত্যর্থঃ।—১৫।২৫৪ শ্লোকের টীকা।' তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন:—যদি ভাদ্রীয় শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হয, তবে সমর্থ বা অসমর্থ সকলকেই ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি একাশীতে শ্রবণার যোগ হয়, কিন্তু দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। "দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা। ১৫।২৫১॥" আরও বলিয়াছেন:—যদি দ্বাদশীদিনে শ্রবণার যোগ হয়, কিন্তু একাদশীতে শ্রবণার যোগ না থাকে, অথচ একাদশীটী শুদ্ধা ও ব্রতযোগ্যা হয়, তাহা হইলে সমর্থব্যক্তির

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পক্ষে উভয়দিনেই উপবাস করা উচিত; আর অসমর্থ পক্ষে দ্বাদশীদিনেই উপবাস বিধেয়। উভয় দিনে উপবাস করিলে একাদশীর পারণ করা হয়না বলিয়া ব্রতভঙ্গ হইবেনা; কারণ, উভয় দিনই শ্রীহরির, উভয় ব্রতই শ্রীহরির। "একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যান্তু পরেহহনি। শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥ একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ॥ অশক্তস্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে চৈকাদশী দিনে। উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণ-দ্বাদশী-দিনে॥ ১৫।২৫২।" কিন্তু এই ব্যবস্থা শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর অনুমোদিত নহে। উপরে উদ্ধৃত প্রমাণ-বচনের অব্যবহিত পরেই একটী নারদীয়-বচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা এই— "উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্। একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥—শ্রবণাসমন্বিতা দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীতে উপবাসজনিত ফল নর পাইতে পারে, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুঋক্ষেণ শ্রবণেন কেচিচ্চ ইদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সতি অসমর্থ-বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তম্। বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথা নারদীয়াদিবচনেষু অত্র শক্তাশক্তাদিবিশেষ-পরিত্যাগেন নর ইত্যাদিসামান্যনির্দ্দেশাচ্চ।—দুইটী উপবাস-স্থলে কেহ কেহ সমর্থ-অসমর্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহা অসঙ্গত। যেহেতু, শ্রবণ-যোগে দ্বাদশী মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া মহাদ্বাদশীতেই বৈষ্ণবদের উপবাস বিধেয়। বিশেষতঃ, নারদীয়-বচনে সমর্থ-অসমর্থ-বিষয়ক বিশেষত্বের বিচার পরিত্যাগ করিয়া নর-মাত্রের জন্যই—সমর্থ বা অসমর্থ সকলের জন্যই—শ্রবণনক্ষত্রান্বিত-দ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।" শ্রীপাদ সনাতনের এই ব্যবস্থানুসারে শুদ্ধা একাদশীর পরবর্ত্তী শ্রবণ-নক্ষত্র-সমন্বিতা দ্বাদশীতেই সকলের উপবাস কর্ত্তব্য; শুদ্ধা একাদশীতেও অর্থাৎ উভয় দিনে উপবাসের ব্যবস্থা সমর্থব্যক্তির পক্ষেও বিহিত নয়। ইহাতে শুদ্ধা একাদশী বর্জ্জনের জন্য কোনও প্রত্যবায় হইবেনা, তাহা শ্রীনারদের বাক্য হইতেই জানা যায়। "উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্। একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোপি দীক্ষিতঃ। সর্ব্বং ফলমবাপ্নোতি অস্নাতোহপ্যহুতোহপি সন্॥ এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ। পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। হ, ভ, বি, ১৫।২৫২॥" শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাসেই পূর্ব্বদিনের একাদশীর সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে।

ভাদ্রমাসে বুধবারে যদি শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী হয়, তবে তাহা বিশেষ ফলদায়িনী হয়; যেহেতু, ভাদ্রমাসে বুধবারে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতেই শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "ভাদ্রে মাসি বধুস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়াব্রতম্। তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে॥ হ, ভ, বি, ১৩।১৬০॥ তদানীং শ্রীবামনদেবপ্রাদুর্ভাবাৎ। টীকায় শ্রীপাদ সনাতন॥"

শ্রবণ-দ্বাদশীর পারণ—ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। "শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫১॥" ত্রয়োদশীতে পারণের ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, শ্রবণ-দ্বাদশীর ব্রতের পরের দিন দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দ্বাদশীতেই পারণের ব্যবস্থা হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ, পারণ-দিনে দ্বাদশীকে অতিক্রম না করাই সাধারণ ব্যবস্থা।

বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ—একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা এই তিনেরই দেবতা হইলেন বিষ্ণু; তাই একই দিনে যদি একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখন এই তিনটী বিষ্ণুদৈবত তিথি-নক্ষত্র শৃঙ্খলাবৎ গ্রথিত হয় বলিয়া, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হয়; বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে উপবাস করা বিধেয়। "যদি চ তিথিক্ষয়াত্তত্রয়ং দ্বাদশ্যেকাদশী শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং একস্মিন্নেব দিনে অন্যোন্যমিলিতং স্যাত্তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলো নামযোগঃ, বিষ্ণুদৈবত্যানাং ত্রয়াণামেকত্র শৃঙ্খলাবৎ গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ স এব উপোষ্য ইত্যর্থঃ॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রবণদ্বাদশী-ব্রত-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা। বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫১॥—দ্বাদশী বা একাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহাতে উপবাস করিবে; তিনটী (অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা একই দিনে) একত্র মিশ্রিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হয়।" ইহাতে বুঝা যায়—তিথি-নক্ষত্রের স্থিতিব বিশেষ অবস্থাতে শ্রবণ-দ্বাদশীই বিষ্ণুশৃঙ্খলে পরিণত হয়। শ্রবণ-দ্বাদশী হয় শুক্লাদ্বাদশীতে—ভাদ্রমাসে; ভাদ্রমাস ব্যতীত অন্য কোনও মাসে শুক্লা-দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ সম্ভবও নয়। সুতরাং ভাদ্রমাসের (চান্দ্র ভাদ্রের) শুক্লাদ্বাদশীতেই বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হওয়ার সম্ভাবনা।

বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগের দিনের দ্বাদশী তাহার পরের দিনের সূর্য্যোদয়ের পরে থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। সূর্য্যোদয়ের পরে যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে এক রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে এবং যদি না থাকে, তাহা হইলে আর এক রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। এইরূপে দেখা যায়, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ দুই রকমের। দুই রকমের যোগেই উপবাস বিহিত হইয়াছে।

প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ—ভাদ্রমাসের শুক্লা-একাদশীর দিন অহোরাত্র মধ্যে যদি প্রথমে একাদশী, তারপর দ্বাদশী থাকে এবং যদি দ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। "দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা। স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ॥ তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ। প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্॥ একাদশীপদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে। অন্যথা দ্বাদশীস্পর্শস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫৫॥" এই যে তিথি-নক্ষত্রের সংযোগের কথা বলা হইল, তাহা অত্যল্পকালব্যাপী হইলেও অষ্টযামব্যাপী বলিয়াই মনে করা হয়। "তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগ ইত্যাদ্যং যত্তু দর্শিতম্। তেনাল্পকালসংযোগেঽপ্যষ্টযামিকতেষ্যতে॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫৫।"

দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের প্রসঙ্গে দ্বাদশী তিথির ক্ষয়ের কথা আছে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথি পরের দিন বর্দ্ধিত হয়না, এইরূপই বলা হইয়াছে। দ্বাদশীর ক্ষয়ই দ্বিতীয় রকমের যোগের হেতু—তাহাও বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, দ্বাদশী তিথির ক্ষয় না হইলেই—অর্থাৎ দ্বাদশী তিথি ত্রয়োদশীর দিনে বর্দ্ধিত হইলেই প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়।

প্রথম রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে পারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রথম রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলে ব্রতের পরের দিনেও দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। "অত্রৈব দ্বাদশীমধ্যে পারণমিত্যাদি।" হ, ভ, বি, ১৫।২৫৫॥"

ব্রতের পরের দিনে যদি তিথি ও শ্রবণা নক্ষত্র উভয়েই বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপে পারণ করিবে; নতুবা শ্রবণ-দ্বাদশীর ন্যায় দুইটী ব্রতের সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে। "অত্রৈব দ্বাদশীমধ্যে পারণং শ্রবণেঽধিকে। বক্ষ্যমাণঞ্চ ঘটতেঽন্যথা প্রাগ্‌বদ্দ্বিধা ব্রতম্॥" হ, ভ, বি, ১৫।২৫৫॥ পারণের বিধান এই ঃ—

পারণ-দিনে যদি দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়েই বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের আধিক্যে দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। "ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যে হি পারণম্। দ্বাদশী-লঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ॥ ১৫।২৬২॥"

আর যদি তিথির আধিক্য হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিবে। "অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্ যদি। তত্রাধিক্যে তিথের্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণম্॥ ১৫।২৬১॥"

আবার, পারণ-দিনে দ্বাদশী তিথি এবং নক্ষত্র উভয়েই যদি রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে কোনওটীর অপেক্ষা না করিয়া দিবাভাগেই পারণ করিবে। রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ। "এবং দ্বয়োর্নিশাব্যাপ্তৌ চাহ্নি পারণমিরীতম্। ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি হ্যন্যত্র সম্মতম্॥ ১৫।২৬৩॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলে পরের দিনেও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার উপর যদি শ্রবণাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরের দিনও শ্রবণদ্বাদশীই হইয়া থাকে; অর্থাৎ নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরের দিন শ্রবণদ্বাদশী হইয়া থাকে; ইহাই পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী ব্রতের সমস্যা। উপরে পারণের যে ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায়—প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ এবং শ্রবণদ্বাদশী যথাক্রমে পূর্ব্বের ও পরের দিনে সংঘটিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলেই উপবাস এবং তৎপরদিন শ্রবণদ্বাদশীর দিনেই পারণ বিধেয়; এইরূপ শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাসের বিধান শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ—এই যোগ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—'একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ভবেৎ। তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃদ্ভবেৎ॥ তস্মিন্নুপোষনাদ্গচ্ছেচ্ছ্বেতদ্বীপপুরং ধ্রুবম্॥ ১৫।২৫৫॥ দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্। নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ ১৫।২৫৬॥ যোগোঽয়মন্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে। দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণাৎ॥ ত্রয়োদশ্যাং পারণা হি শ্রবণে ন নিষেৎস্যতে॥ ১৫।২৫৭॥—একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণানক্ষত্র এই তিনটী সংঘটিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়; ইহা দ্বারা হরি-সাযুজ্যলাভ হয়। বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপ-পুরে গমন নিশ্চিত। উহাতে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়; সাধারণতঃ ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ হইলেও উক্তরূপ যোগে ত্রয়োদশীতে পারণ করা ভগবানের আদেশ; সুতরাং ইহা অবিহিত নহে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান থাকাতে এই অন্য (দ্বিতীয়) বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে যে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় (অর্থাৎ পরের দিনের সূর্য্যোদয়ের পরে দ্বাদশীর স্থিতি যে থাকে না) তাহাই লক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থায় শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ নহে।"

উক্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইতে দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় রকমে দ্বাদশী তিথি পরের দিন বর্দ্ধিত হয় না; সুতরাং প্রথম রকমের দ্বাদশী যে পরের দিনে বর্দ্ধিত হয়, তাহাই বুঝা গেল।

প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রবণাসংযুক্তা দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করিলে সেই যোগ হইবে। "দ্বাদশী শ্রবণাস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।" কিন্তু দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা নক্ষত্র যদি এক দিনে থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। দ্বিতীয় প্রকারে অবশ্য দ্বাদশী তিথি বর্দ্ধিত হইয়া পরের দিন যাইবে না। তাহা হইলে দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের সংজ্ঞাটীকে বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত কয়টী অবস্থা পাওয়া যায়ঃ—

(ক) একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা আছে; একাদশীর সহিত শ্রবণার মিশ্রণ নাই; কিন্তু দ্বাদশীর সহিত মিশ্রণ আছে। দ্বাদশী পরের দিন বর্দ্ধিত হয় নাই।

(খ) অহোরাত্রের মধ্যে একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা আছে। একাদশীর সহিত শ্রবণার সংযোগ আছে; কিন্তু দ্বাদশীর সঙ্গে নাই। দ্বাদশী পরের দিন বর্দ্ধিত হয় নাই।

(গ) একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা আছে; উভয় তিথির সহিতই শ্রবণার সংযোগ আছে। দ্বাদশী পরের দিন বর্দ্ধিত হয় নাই।

তিথি-নক্ষত্রের উল্লিখিত তিন রকমের কোনও এক রকমের যোগ হইলেই দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ হইবে।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের পারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই যোগের পরের দিন যখন দ্বাদশী নাই, তখন ত্রয়োদশীতেই পারণ করিতে হইবে। দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্। নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্য-মিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী ॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫৬ ॥”

দেবদুন্দুভিযোগ—ইহা বিষ্ণুশৃঙ্খলেরই অবস্থাবিশেষ। একই দিনে যদি একাদশী, দ্বাদশী, শ্রবণা ও বুধবার হয়, তাহা হইলে দেবদুন্দুভিযোগ হয়। ইহাতে উপবাস করিলে অযুত যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। “দ্বাদশ্যেকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ম্। দেবদুন্দুভিযোগোঽয়ং যজ্ঞাযুতফলপ্রদঃ ॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫৭ ॥”

দেবদুন্দুভিযোগের পারণ—দেখা গিয়াছে, বুধবারে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইলেই তাহাকে দেবদুন্দুভিযোগ বলে। সুতরাং পারণও বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের অনুরূপ হইবে; অর্থাৎ বুধবারে প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইলে পারণও প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের পারণের বিধান মতে হইবে এবং বুধবারে দ্বিতীয় শৃঙ্খলযোগ হইলে পারণও দ্বিতীয় রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের পারণের বিধান অনুসারে হইবে।

গোবিন্দ দ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে গোবিন্দ-দ্বাদশী বলে। এই তিথিতে উপবাসী থাকিতে হয়। “ফাল্গুনামলপক্ষেতু পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি। গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম মহাপাতক-নাশিনী ॥ ১৪।৮৪ ॥”

ইহাকে আমর্দ্দকী দ্বাদশীও বলে। দ্বাদশীতে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশীতেই উপবাস করিবে। দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না। “আমর্দ্দকী-দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি। যোগাভাবেঽত্র তন্নাম্নী তদীয়ৈকাদশী মতা ॥ ১৪।৮৪ ॥”

“যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ। তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশীং বিনা ॥ হ, ভ, বি, ১৫।২৫৪ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—“যেন কেনচিন্নক্ষত্রবিশেষযোগেন যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ, তাসু যদ্বিহিতং ব্রতং তৎ তাসু এব কুর্য্যাৎ, ন তিথ্যন্তরে তন্নক্ষত্রযুক্তে। যথা ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যর্ক্ষেণযুক্তা গোবিন্দদ্বাদশী নাম, তস্যামুপবাসব্রতং বিহিতং, তস্যামেব কুর্য্যান্ন চ পুষ্যান্বিতায়ামেকাদশ্যাম্। এবং নিয়মশ্চ শ্রবণদ্বাদশীং বিনা। শ্রবণদ্বাদশীব্রতন্তু শ্রবণৈকাদশ্যামপি ভবতীত্যর্থঃ ॥—যে তিথির সহিত যে নক্ষত্রের যোগ হইলে যে ব্রত হয়, সেই তিথির সহিত সেই নক্ষত্রের যোগ থাকিলেই সেই ব্রত হইবে; অন্য তিথির সহিত সেই নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই ব্রত হইবে না। যেমন, ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশীর সহিত পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে গোবিন্দ-দ্বাদশী হয়; পুষ্যাযুক্তা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে, পুষ্যাযুক্তা একাদশীতে গোবিন্দ-দ্বাদশীর ব্রত হইবে না। এই নিয়ম শ্রবণযুক্তা দ্বাদশী সম্বন্ধে খাটিবে না; শ্রবণাযুক্তা একাদশীতেও শ্রবণদ্বাদশী হইয়া থাকে (শ্রবণ-দ্বাদশী-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।” ইহা হইতে মনে হয়:—

(ক) যদি শুদ্ধা একাদশীতে পুষ্যার যোগ থাকে, পরবর্ত্তী দ্বাদশীতে যদি পুষ্যা না থাকে, তাহা হইলে গোবিন্দ-দ্বাদশী ব্রত হইবে না। একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে; ইহা হইবে একাদশী ব্রত।

(খ) যদি একাদশীতে পুষ্যা থাকে এবং একাদশী যদি পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই থাকে, সূর্য্যোদয়ের পরে যদি বর্দ্ধিত না হয়, আর দ্বাদশীতেও যদি পুষ্যা থাকে, তাহা হইলে দ্বাদশীটী পুষ্যাযুক্তা বলিয়া গোবিন্দদ্বাদশী হইবে এবং সেই দিনই উপবাস হইবে; পূর্ব্বের দিন শুদ্ধা একাদশী হইলেও দুইটী ব্রত একসঙ্গে পালনীয় নহে বলিয়া শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। (উপর্য্যুপরি দুইটী ব্রত সম্বন্ধীয় আলোচনা শ্রবণ-দ্বাদশী-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

পুষ্যান্বিতা শুক্লাদ্বাদশীই তিথি-নক্ষত্রের বিশেষ সংযোগে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয় (পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। তিথি-নক্ষত্রের স্থিতি সম্বন্ধে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর যে বিধান, গোবিন্দ-দ্বাদশীরও সে-ই বিধান।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যর্ক্ষেণ সংযুতা। গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম সা স্যাদ্‌গোবিন্দভক্তিদা॥ তস্যামুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তং প্রপূজয়েৎ। লিখিতঃ পাপনাশিন্যাং বিধির্যোঽত্রাপি স স্মৃতঃ॥ হ, ভ, বি, ১৪।৮৩॥" ইহাতে বুঝা গেল, ফাল্গুনমাসে যদি পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয়, তবে তাহাকেই গোবিন্দ-দ্বাদশী বলা হয়। গোবিন্দ-দ্বাদশীতে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিতে হয়।

গোবিন্দ-দ্বাদশীর পারণ। পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর পারণের বিধান অনুসারেই পারণ করিতে হইবে।

শিবরাত্রিব্রত। মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যবর্ত্তী (অর্থাৎ মাঘমাসের শেষে এবং ফাল্গুনের প্রথমে অবস্থিত) কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে শিবরাত্রি বলে। "মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে অসিতা যা চতুর্দ্দশী। শিবরাত্রিস্তু সা খ্যাতা সর্ব্বযজ্ঞোত্তমোত্তমা॥ মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ হ, ভ, বি, ১৪।৬৮॥" শিবরাত্রিকে শিবচতুর্দ্দশীও বলে।

শ্রীশিব কৃষ্ণভক্তি-রস-সার বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাই শ্রীশিবের কৃপায় প্রেমভক্তি বিবর্দ্ধিত হইতে পারে। অথবা শ্রীশিবের অনুকম্পাই কৃষ্ণ-ভক্তি-ধারা-বর্ষিণী ; শ্রীশিবের করুণাতেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি-বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে। তাই শিবরাত্রি-ব্রত পালন করিলে শ্রীশিবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে এবং প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে। এজন্য এই ব্রত প্রেমভক্তি-লাভেচ্ছুক বৈষ্ণবেরও কর্ত্তব্য। "শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্তু প্রেমভক্তির্বিবর্দ্ধতে। কৃষ্ণভক্তি-রসাসারবর্ষিরুদ্রানুকম্পয়া॥ হ, ভ, বি, ১৪।৮২॥"-টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দভক্ত্যেকাপেক্ষকাণাং বৈষ্ণবানাং শিবব্রতেন কিং স্যাৎ, ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি শ্রীকৃষ্ণে ইতি। নন্তু শ্রীশিব-ব্রতেন কথং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি র্বর্দ্ধতাং, তত্র লিখতি কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিণো রুদ্রস্যানুকম্পয়া। শ্রীশঙ্কর-করুণয়ৈব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-বিশেষসিদ্ধেঃ। যদ্বা। কৃষ্ণস্য যা ভক্তিরসবর্ষিণী রুদ্রানুকম্পা তয়া এবং শ্রীশিবব্রতেনৈব শ্রীকৃষ্ণকৃপাবিশেষোৎপত্তে স্তৎপ্রেমভক্তি র্বৃদ্ধি র্ভবতীতি দিক্।"

শ্রীশিবরাত্রি-ব্রতদিন-নির্ণয়—ব্রতদিন-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—"শুদ্ধোপোষ্যা চ সা সর্ব্বৈর্বিদ্ধা স্যাচ্চেচ্চতুর্দ্দশী। প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তত্রাপ্যাধিক্যমাগতা॥ ১৪।৬৮॥—সকলের পক্ষেই শুদ্ধা (অর্থাৎ ত্রয়োদশী-বেধশূন্যা) চতুর্দ্দশীতে উপবাসই বিধেয়। কিন্তু চতুর্দ্দশী যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয়, তাহা হইলে প্রদোষ-ব্যাপিনী চতুর্দ্দশীই উপবাস-বিষয়ে আদরণীয়া।" এই প্রদোষব্যাপিনী বিদ্ধা চতুর্দ্দশীর উপবাস-যোগ্যতা-সম্বন্ধে প্রমাণ এই—"প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ। রাত্রৌ জাগরণং তস্যাং যস্মাত্তস্যামুপোষণম্॥ প্রদোষশ্চ চতুর্নাড্যাত্মকোঽভিজ্ঞজনৈর্ম্মতঃ॥ ইতি॥ প্রদোষব্যাপিনীসাম্যেঽপ্যুপোষ্যং প্রথমং দিনম্। নোপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সাপীতি চ সতাং মতম্॥ ১৪।৬৯॥—(সূর্যাস্ত-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া) চারিদণ্ড সময়কে প্রদোষ বলে। (বিদ্ধা) চতুর্দ্দশী যদি প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে শিবপ্রিয় (অর্থাৎ শৈব) গণ তাহাতেই উপবাস করিবেন। যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীও প্রদোষ-ব্যাপিনী হয় এবং তাহার পরের দিনেও চতুর্দ্দশী প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলেও প্রথম দিনেই উপবাস করিবে। (প্রদোষব্যাপিনী সাম্যেঽপি উপোষ্যং প্রথমং দিনম্—এই প্রমাণের "অপি" শব্দই সূচনা করিতেছে যে, উভয় দিনে চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী না হইয়া কেবল ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীই যদি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে সেই দিনেই উপবাস করিবে)। কিন্তু ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী হইলেও বৈষ্ণবের পক্ষে উপবাসযোগ্যা নহে—ইহাই সাধুদিগের মত।" টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"শিবপ্রিয়ৈরিত্যনেন বিদ্ধাব্রতস্য বৈষ্ণবানামকর্ত্তব্যত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ।—শ্লোকস্থ শিবপ্রিয়-শব্দ হইতেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বিদ্ধাব্রত বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য নহে।" বিদ্ধাব্রত যে বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার প্রমাণ-রূপে বলা হইয়াছে—"যত উক্তম্। শিবরাত্রি-ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥ অত এবোক্তং পরাশরেণ।—মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা। জয়াপ্রযুক্তাং ন তু জাতু কুর্য্যাচ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কুচ্ছিবস্তু॥ ইতি॥ উক্তঞ্চ লোকাগি ণা।—দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদযোগো বেধো মৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃতঃ॥ ইতি॥ ১৪।৭০॥—ত্রয়োদশীবিদ্ধা শিবরাত্রি বর্জ্জন করিবে। এজন্যই পরাশর বলিয়াছেন—মাঘী-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর পঞ্চদশীর (অমাবস্যার) সহিত 'যোগ' হইলে তাহা মহাদেবের প্রীতিজনক; কিন্তু ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশীতে কখনও উপবাস করিবেনা। লোকাক্ষী বলেন—দুই মুহূর্ত্ত বা চারিদণ্ড সময়কেই যোগ এবং এক মুহূর্ত্ত বা দুই দণ্ড সময়কে বেধ বলা হয়।" এই পরাশর-বচনের তাৎপর্য্য এই যে—চতুর্দ্দশী বর্দ্ধিতা হইয়া যদি অমাবস্যার দিনে অন্ততঃ চারিদণ্ড থাকে (ইহাকেই "যোগ" বলে; যদি অমাবস্যার সহিত চতুর্দ্দশীর এইরূপ "যোগ" হয়), তাহা হইলে সেই দিনই উপবাস করিবে; কদাচ ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে না। পরাশর-বচনে যে "যোগ" শব্দ আছে, তাহা চারিদণ্ড-সময়-বাচক পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা না হইলে ঐ বচনের সঙ্গে সঙ্গেই "যোগ"-শব্দের তাৎপর্য্য-প্রকাশক লোকাক্ষি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইত না। তাহার সার্থকতাও থাকিত না; যেহেতু, চতুর্দ্দশীর সহিত অমাবস্যার সংযোগ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি বিদ্ধা চতুর্দ্দশী উপবাসযোগ্যাই না হইবে, তাহা হইলে, অন্যত্রও "মাঘ-ফাল্গুনয়োর্মধ্যে যা স্যাচ্ছিবচতুর্দ্দশী। অনঙ্গেনসমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বথা তিথিঃ॥ অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যে যে শিবচতুর্দ্দশী হয়, তাহাতে ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবে।"—এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় কেন? উদ্ধৃত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৪।৭০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দ্দশীতে উপবাসের যে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা বৈষ্ণবের জন্য নয়; তাহা হইতেছে (ক) ভবিষ্যোত্তর-কথিত শিবরাত্রিব্যতীত অন্য শিবচতুর্দ্দশী-বিষয়ক (ভূতচতুর্দ্দশী, রটন্তীচতুর্দ্দশী, আচার-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি অনেক রকমের চতুর্দ্দশীতে শিবপূজার বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়); অথবা (খ) যে দিন ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী হয়, তাহার পরের দিনে অমাবস্যার সহিত যোগরহিত চতুর্দ্দশী-বিষয়ক; অথবা (গ) সকাম-বৈষ্ণব-বিষয়ক।

প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত পরাশর-বচন হইতে জানা যায়, অমাবস্যার দিনে যদি চতুর্দ্দশী অন্ততঃ চারিদণ্ড থাকে (অর্থাৎ যদি "যোগ" হয়), তাহা হইলে সেই দিনই উপবাস করিবে; কিন্তু অমাবস্যার দিনে চতুর্দ্দশী যদি না থাকে, কিম্বা চারিদণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলে তো লোকাক্ষীর মতে "যোগ" হইবে না; তখন কি করা কর্ত্তব্য? শ্রীপাদ সনাতন উদ্ধৃত ১৪।৭০-শ্লোকের টীকায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যদি চতুর্দ্দশীর ক্ষয় হয় (অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে যদি চতুর্দ্দশী না থাকে বা চারিদণ্ডের কম থাকে), তাহা হইলে বৈষ্ণবের পক্ষেও ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস-প্রসঙ্গ হয়। "যদা চতুর্দ্দশীক্ষয়ঃ স্যাত্তর্হি বৈষ্ণবানামপি বিদ্ধোপবাসঃ প্রসজ্যেতৈব অন্যথা অমাবস্যা-সংযোগব্যবস্থায়া অত্র লোপপ্রসঙ্গাৎ॥"

উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম্ম হইল এই ঃ—

(ক) ত্রয়োদশীদ্বারা বিদ্ধা নয়, এরূপ শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবে।

(খ) চতুর্দ্দশী যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয় এবং পরের অমাবস্যাদিনে বর্দ্ধিত হইয়া অন্ততঃ চারিদণ্ড থাকে, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশী-সংযুক্তা অমাবস্যাতেই উপবাস করিবে।

(গ) ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী বর্দ্ধিত হইয়া অমাবস্যার দিনে যদি না যায়, অথবা গেলেও যদি চারিদণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলে বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবে।

শিবরাত্রি-ব্রতের পারণ—ব্রতের পরের দিন নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতঃকালে (পূর্ব্বাহ্নে) পারণ করিবে। "বিধিবজ্জাগরং কৃত্বা প্রাতঃ পারণমাচরেৎ॥ হ, ভ, বি, ১৪।৭৫॥ শ্রীপাদ সনাতনের টীকা—ততশ্চ "প্রভাতে নিত্যকৃত্যং কৃত্বা গৃহে শিবমভ্যর্চ্চ্য শিবভক্তান্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রাংশ্চ সম্ভোজ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ইতিজ্ঞেয়ম্॥"

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির-করণ লক্ষণ ॥ ২৫৫
সামান্য সদাচার, আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুদ্ধা (ত্রয়োদশী-বেধশূন্যা) চতুর্দ্দশীতে উপবাস হইলে পরের দিন কিছুক্ষণ চতুর্দ্দশী থাকিতেও পারে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস হইলেও পরের দিন কিছুক্ষণ (চারিদণ্ডের কম) চতুর্দ্দশী থাকিতে পারে। যদি থাকে, তবে চতুর্দ্দশীর অন্তেই পারণ করিবে। "অন্যদা তু চতুর্দ্দশ্যামন্তে সত্যেব পারণম্॥ হ, ভ, বি, ১৪।৭৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন।"

আর চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যাতেই যদি উপবাস হয় তাহা হইলে পরের দিন পূর্ব্বাহ্নেই পারণ করিবে।

২৫৫। **সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে** ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে আদেশ করিলেন—"সনাতন, বৈষ্ণব-স্মৃতিতে তুমি যে সব সিদ্ধান্ত করিবে, প্রত্যেক স্থলেই পুরাণাদি-শাস্ত্র হইতে তোমার সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিবে। প্রমাণ না দিয়া কোন কথাই লিখিবে না।"

বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। গোস্বামিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কিম্বা শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তাহার অনুকূল প্রমাণ প্রামাণ্য-শাস্ত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাঁহারা কেহই শাস্ত্রবহির্ভূত নিজস্ব মত প্রচার করেন নাই। যদিও শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীতই তাঁহাদের নিজস্ব মত বৈষ্ণবদিগের নিকটে বেদবাক্যবৎ প্রামাণ্য হইত, তথাপি তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম যে শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই তাঁহারা সকল স্থলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পুরাণ-বচন বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতির প্রমাণ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য; পুরাণ সমূহে মহর্ষি বেদব্যাস বেদের অর্থ অতি সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ লোক যাহাতে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্যই পুরাণের প্রমাণ দেওয়ার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া গোস্বামিগণ যে স্মৃতি-শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা নহে। পুরাণ-প্রমাণ তো দিয়াছেনই, স্মৃতি-শ্রুতির প্রমাণও প্রয়োজন মত দিয়াছেন। এ স্থলে পুরাণ-শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত প্রামাণ্য শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়ার কথাই আদেশ করিলেন।

শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দির ইত্যাদি—কোন্ শ্রীবিগ্রহের কি লক্ষণ, শ্রীমন্দিরের কি লক্ষণ, তাহাও বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। এ সব লক্ষণাদি শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। ১৮শ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ এবং ২০শ বিলাসে শ্রীমন্দির-লক্ষণ।

২৫৬। **সামান্য সদাচার**—সৎ-লোকের আচারই সদাচার। সৎ-অর্থ সাধু। সাধুদিগের আচরণই সদাচার। যাহা সকলের মধ্যেই সমান-ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাকে সামান্য বলে। যেমন দুই হাত, দুই পদ, সকল মানুষেরই আছে; সুতরাং ইহা মানুষের সামান্য লক্ষণ বা সাধারণ লক্ষণ। এইরূপে, যেই সদাচার সকলের পক্ষেই পালনীয়—কেবল বৈষ্ণবের নহে—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সকল-ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ মাত্রেরই যে সদাচার পালনীয়, তাহার নাম সামান্য-সদাচার। যেমন, মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরদারগমন করিবে না, কাহাকেও হিংসা করিবে না, সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে, সরল ব্যবহার করিবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবে ইত্যাদি সদাচার—কেবল বৈষ্ণবের পক্ষে নহে, কেবল শাক্তের পক্ষে নহে, পরন্তু—মানুষ মাত্রেরই পালনীয়। এই সমস্ত মানুষের সাধারণ বিধি সকলকেই সমান ভাবে পালন করিতে হয়; এ জন্য এই সমস্তই সামান্য-সদাচার। বৈষ্ণবও মানুষ, তাঁহাকেও মানুষের মধ্যে মানুষের সমাজে বাস করিতে হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত "সামান্য সদাচার" ও বৈষ্ণবের পালনীয়।

সাধারণ বিধি ব্যতীত, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধকদের জন্যই কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। নিজেদের অনুষ্ঠিত সাধনের পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত বিশেষ-বিধি পালন করিতে হয়। এইরূপে বৈষ্ণব-সাধকের ভক্তির পুষ্টির নিমিত্ত যে সকল বিশেষ-বিধি আছে, সেই সমস্তই বৈষ্ণবের বিশেষ আচার বা বৈষ্ণবাচার। বৈষ্ণবকে

এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ ॥ ২৫৭
এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ২৫৮
নিজগ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ২৫৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৪৫)

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥ ৯৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৌড়েন্দ্রস্য গৌড়রাজস্য ঋদ্ধাং পূর্ণাম্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

অপর সাধারণের মত মানুষের সাধারণ আচার বা "সামান্য-সদাচার" পালন তো করিতে হইবেই, তদতিরিক্ত তাঁহার ভক্তির পুষ্টির নিমিত্ত বিশেষ আচার বা "বৈষ্ণবাচার"ও পালন করিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, সামান্য বিধি অপেক্ষা বিশেষ বিধি বলবান্। যদি কোনও বিষয়ে সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিশেষ বিধিরই অনুসরণ করিতে হইবে। ২।২২।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবাচার—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধকদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আচরণ। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য, বৈষ্ণবের ব্রতাদির পালন, মহাপ্রসাদ ভোজন, অনিবেদিত ত্যাগ, অষ্ট-কালীন-লীলা-স্মরণাদিই বৈষ্ণবের বিশেষ আচার বা বৈষ্ণবাচার।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য। কোন্‌টী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য (করা উচিত), আর কোন্‌টী বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য (করা উচিত নয়) তাহার বিবরণ—কোন্‌টী সদাচার, কোন্‌টী অসদাচার—তাহা বিবৃত করার নিমিত্ত আদেশ দিলেন।

স্মার্ত্ত ব্যবহার—স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত যাহা, তাহাই স্মার্ত্ত। ব্যবহার অর্থ আচরণ। যে সমস্ত আচরণ বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুমোদিত, তাহাই বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্ত্ত ব্যবহার। বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুমোদিত কি কি আচরণ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, তাহা বিবৃত করার আদেশ করিলেন।

২৫৭। এই সংক্ষেপে ইত্যাদি—মহাপ্রভু বলিলেন—"সনাতন, বৈষ্ণব-স্মৃতি-শাস্ত্র লিখিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি। তাহাতে কি কি বিষয় লিখিতে হইবে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে সূত্ররূপে আমি তাহা বলিলাম। এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া স্মৃতি লিখিবে। যখন তুমি লিখিতে আরম্ভ করিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তোমার চিত্তে সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে স্ফুরিত করাইবেন।"

যবে তুমি লিখ—যখন তুমি আমার আদিষ্ট বৈষ্ণব-স্মৃতি লিখিবে।

কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তোমার চিত্তে সমস্ত বিস্তৃত ভাবে স্ফুরিত করাইবেন।

২৫৮। সনাতনে প্রভুর প্রসাদ—সনাতন-গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে কৃপা করিয়াছেন তাহা।

প্রসাদ—কৃপা। **অবসাদ**—গ্লানি।

এই পয়ার ও পরবর্ত্তী পয়ার গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি।

২৫৯। নিজগ্রন্থে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে। এই গ্রন্থ শ্রীকবিকর্ণপুরের রচিত।

কর্ণপূর—কবিকর্ণপূর ; ইনি সেন-শিবানন্দের পুত্র, এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্র।

শ্লো। ৯৩। অন্বয়। গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়েশ্বরের) সভাবিভূষণমণিঃ (সভার অলঙ্করণে মণিস্বরূপ ছিলেন), রূপস্য (শ্রীরূপগোস্বামীর) অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) যঃ (যিনি) এষঃ (এই) এব (ই) ঋদ্ধাং (সমৃদ্ধা) শ্রিয়ং সম্পত্তি-লক্ষ্মী) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) তরুণীং (নবীন) বৈরাগ্য-লক্ষ্মীং (বৈরাগ্য-লক্ষ্মী) দধে (ধারণ—আশ্রয়—

তথাহি তত্রৈব (৯।৪৬)—

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো
দৃষ্টপূর্ব্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥ ৯৪

তথাহি তত্রৈব (৯।৪৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ৯৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্টং দর্শনং পূর্ব্বং প্রথমং যস্য॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৯৪

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়াছেন)। অন্তর্ভক্তি-রসেন (অন্তর্নিহিত ভক্তিরসে) পূর্ণহৃদয় (অন্তরে পরিপূর্ণ) বাহে (বাহিরে) অবধূতাকৃতিঃ (অবধূতের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট—অবধূতের বেশধারী হইয়াও) শৈবালৈঃ (শৈবাল সমূহে) পিহিতং (আচ্ছাদিত) মহাসরঃ ইব (মহাসরোবরের ন্যায়) তদ্বিদাং (অভিজ্ঞ জনগণের) প্রীতিপ্রদঃ (আনন্দপ্রদ ছিলেন)।

অনুবাদ। যিনি গৌড়েশ্বরের সভালঙ্করণে মণি-স্বরূপ ছিলেন, শ্রীরূপগোস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই এই শ্রীসনাতন-গোস্বামী সমৃদ্ধা সম্পত্তিলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া নবীন বৈরাগ্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শৈবালে আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায়—অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ থাকায়, বাহিরে অবধূতাকৃতি হইয়াও—ভক্তি-তত্ত্ব-বেত্তাদিগের প্রীতপদ হইয়াছিলেন। ৯৩

শ্রীপাদ সনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন-সাহের প্রধান মন্ত্রী; তাই তাঁহাকে গৌড়েশ্বরের রাজ-সভার বিভূষণে মণিস্বরূপ বলা হইয়াছে—মণি যেমন অলঙ্কারের শোভা বর্দ্ধিত করে, শ্রীপাদ সনাতনও প্রধান-মন্ত্রিরূপে গৌড়েশ্বরের রাজ-সভার গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; তাঁহার একদিকে যেমন রাজ-দরবারে অশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তেমনি আবার অন্যদিকে নিজের অতুল সম্পত্তিও ছিল—এসমস্তকেই শ্লোকে তাঁহার **ঋদ্ধা শ্রী**—বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার বিষয়ে আসক্তি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি-বিষয়-সম্পত্তিকে—ঋদ্ধা শ্রীকে—মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া **তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং**—নবীন-বৈরাগ্যসম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; তরুণী রমণী যেমন যৌবন-সম্পদে সকলের চিত্ত-বিনোদন করিতে সমর্থা, শ্রীপাদ-সনাতনের বৈরাগ্যও তদ্রূপ কৃষ্ণভজন-তাৎপর্য্যৈক-বাসনারূপ সম্পদ্‌দ্বারা ভক্তিরাণীর চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল। এই বৈরাগ্যের আশ্রয়ে তিনি বাহিরে অবধূতের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন বটে এবং তজ্জন্য তাঁহার বাহিরের রূপে শুষ্কতা, রুক্ষতা, দৈন্যাদি ব্যক্ত হইত বটে; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল—তাহাতে তিনি—শৈবালাচ্ছন্ন, অথচ ভিতরে নির্ম্মলজলপূর্ণ-মহাসরোবরের ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ থাকায় তিনি ভক্তিতত্ত্ববেত্তাগণের অত্যন্ত প্রীতিপদ ছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপাতেই শ্রীপাদ-সনাতনের এইরূপ ভক্তিসম্পত্তি লাভ হইয়াছিল।

এই শ্লোক ২৫৯-পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৯৪। অন্বয়। অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ (অত্যন্ত দয়ালু) চম্পকগৌরঃ (চম্পক-পুষ্পবৎ গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর্দ্বয়ের) দৃষ্টপূর্ব্বং (প্রথমদৃষ্ট) উপাগতং (এবং নিকটে আগত) তং সনাতনং (সেই সনাতনগোস্বামীকে) পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (সুদীর্ঘবাহুযুগলদ্বারা) সানুকম্পং (অনুগ্রহপূর্ব্বক) আলিলিঙ্গ (আলিঙ্গন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত এবং চম্পক-কুসুমবৎ গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিকটে সমাগত সেই শ্রীপাদ-সনাতনকে নেত্রপথে প্রথম-পতিত হওয়ামাত্রই অনুকম্পাপূর্ব্বক স্বীয় সুদীর্ঘ বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ৯৪

ইহাও শ্রীপাদ-সনাতনের প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার পরিচায়ক। এই শ্লোকও ২৫৯-পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৯৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই ত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে খণ্ডে সব অবসাদ ॥ ২৬০

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগমার্গে সাধন-ভক্তির বিধান ॥ ২৬১

কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানে সব অন্ত ॥ ২৬২

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় এই ধন ॥ ২৬৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৬৪

ইতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো
নাম চতুর্ব্বিংশপরিচ্ছেদঃ ॥

—০—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাও ২৫৯-পয়ারের প্রমাণ।

২৬১। কৃষ্ণের স্বরূপগণের—শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্বরূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের। মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে এই সমস্ত স্বরূপের উল্লেখ আছে। **সব হয় জ্ঞান**—তত্ত্ব বুঝিতে পারে। **বিধি-রাগমার্গে** ইত্যাদি—সনাতন-শিক্ষা পাঠ করিলে বিধিমার্গের ভজন এবং রাগমার্গের ভজনের রহস্য জানা যায়। মধ্যের ২২শ পরিচ্ছেদে এ সমস্তের বর্ণনা আছে।

২৬৩। সপরিকর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কৃপায় তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তি ও ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় তত্ত্বাদি অবগত হইতে পারেন।

——০——